পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 127 Tuesday, 8 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১২৭ সংখ্যা ❋ ২৫ চৈত্র ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৮ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আমি বেঁচে থাকলে যোগ্যদের চাকরি যাবে না

এ-বি-সি-ডি প্ল্যান স্পষ্ট করে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী চাকরি গিয়েছে, সোমবার তাঁদের বড় রকমের বরাভয় দিতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে কোনও যোগ্য প্রার্থীর চাকরি যাবে না। মমতার কথায়, ''পরিষ্কার করে বলছি কোনও রাখঢাক নেই, যাঁরা যোগ্য তাঁদের চাকরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। কোনও রাখঢাক নেই। সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম মেনেই করব।'' কীভাবে তা করবেন তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি শুধু এটুকু বলেন, ''পথ হারিয়ে গেলে নতুন পথ খুঁজে পাওয়া যায়। পথে চলতে গেলে ভাঙা রাস্তা আসতেই পারে। সেই রাস্তা পেরিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। আমাদের প্ল্যান এ রেডি, বি রেডি, সি রেডি, ডি রেডি, ই রেডি।'' এদিন নেতাজি ইনডোরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার আগে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন কয়েকজন শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী। তাঁদের অন্যতম ছিলেন সাহিত্যিক আবুল বাশার ও সুবোধ সরকার। বক্তৃতায় আবুল বাশার বলেন, ''যাঁর যা নেই সে তা দিতে পারেন না। তাঁর কাছে চাইতে হবে যিনি দিতে পারেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চাইতে হবে। আমাদের বুকে হৃদয় দিয়েছেন। তিনিই ব্যবস্থা করবেন। এ ব্যাপারে আমার একশ শতাংশ আস্থা রয়েছে। তাঁকে যেন সারা জীবন শ্রদ্ধা করে যেতে পারি।'' এর পরই মঞ্চে বক্তৃতা দিতে উঠে, এ ব্যাপারে তাঁর সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''একটি কলমের খোঁচায় যাঁদের জীবন সঙ্কটে এসে পড়েছে। ভাববেন না আমরা এটা ভালভাবে মেনে নিয়েছি। আপনাদের শোকে আমরাও পাথর হয়ে গেছি।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ বক্তব্য, ''এখনও পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু বলেনি যে কে যোগ্য কে অযোগ্য। রাজ্য সরকারকেও সেই বাছাবাছির দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের কাছে ক্লারিফিকেশন তথা ব্যাখ্যা চাওয়ার সুযোগ রয়েছে।'' মুখ্যমন্ত্রী জানান, সুপ্রিম কোর্টের কাছে সরকার সেই ব্যাখ্যাই চাইবে। এ ব্যাপারে আইনি লড়াইয়ের জন্য সরকার কোন কোন আইনজীবীর সাহায্য নেবে তাও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরা হলেন, দুই চার পোড় খাওয়া আইনজীবী কপিল সিব্বল, অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি, রাকেশ দ্বিবেদী ও প্রশান্ত ভূষণ। সেই সঙ্গে থাকবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তা ছাড়া কিছু পেশাদার আইনি ফার্মেরও সাহায্য নেওয়া হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে সম্মান করি। তবে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে সবরকম আইনি সাহায্য নেব, যাতে যাঁরা বিপদে পড়েছেন তাঁদের সুরাহা দেওয়া যায়।'' তাঁর কথায়, ''প্রথমে একটা ব্যাখ্যা চাইব। যাঁরা এখনও চাকরি করছেন, তাঁরা আজকে কী করবেন? আপনারা যে বললেন (পড়ুন সুপ্রিম কোর্ট), নতুন করে পরীক্ষা নিয়ে লিস্ট বানাতে- আমাদের জানতে হবে, যাঁরা ছাত্রদের পড়াতেন, স্কুল চালাতেন, আজও স্কুলে যাচ্ছেন, তারা কী করবেন। স্কুল কে চালাবে?'' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''ধরা যাক সুপ্রিম কোর্টে ব্যাখ্যা চাওয়ার পরেও বলা হল, পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত কাউকে চাকরিতে রাখা যাবে না। অর্থাৎ নেতিবাচক উত্তর এল। তাহলে কী করব?'' মমতার কথায়, ''সেটা এখনই বলব না, আমার মাথায় আছে। তবে আমি আশা করছি প্লাস হবে। অর্থাৎ যাঁরা যোগ্য তাদের চাকরি কেড়ে না নিয়ে তাঁদের কাজ করতে দেবেন।'' এ প্রসঙ্গেই তাঁর এ-বি-সি-ডি-ই প্ল্যানের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে বলেন, ''ধরুন সুপ্রিম কোর্ট বলে দিল, যে ওরা কোনও সুরাহা দেবে না। তাহলেও মনে রাখবেন, বিকল্প যা করার আমরা করব। সেক্ষেত্রে আপনারা যাতে আবার চাকরি ফিরে পান তার ব্যবস্থা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই হবে। কারণ, আপনাদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অতিরিক্ত সুরাহা তাঁরা পাবেন, যাঁরা দশ বছর ধরে কাজ করছেন।'' মুখ্যমন্ত্রী যখন এ কথা বলেন, তখন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ছত্রে ছত্রে হাততালি পড়ে। যোগ্য প্রার্থীদের অনেকের মধ্যেই আশার সঞ্চার হয়। অনেকের মনে আবার প্রশ্নও তৈরি হয়, ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে হবে? তা ছাড়া শিক্ষকের পাশাপাশি অশিক্ষক কর্মচারীদের মনেও প্রশ্ন তৈরি হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের উদ্দেশে বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টকে বলব যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা আমাদের হাতে তুলে দিন। আপনাদের ভিক্ষা করে খেতে হবে না। আপনারা কী ভেবেছেন, আমি এত বোকা, যাঁরা অযোগ্য নয় তাঁদের চাকরি যেতে দেব? কোনও ব্যাখ্যা না পেলে (পড়ুন সুপ্রিম কোর্টের থেকে) আগে পিছে সব ভরাট করে দেব।'' শুধু যোগ্য নয়, অযোগ্যদেরও এদিন ধৈর্য্য ধরার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ''আগে যোগ্যদের ব্যাপারটা দেখি। তার পর অযোগ্যদের ব্যাপারটাও দেখব। সেটা দেখব সেকেন্ড ফেজে। কাকে অযোগ্য বলেছে, কেন বলেছে, কোন কোন এজেন্সি তদন্ত করেছে সে সব দেখব।'' মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বক্তৃতার সরকারের উদ্দেশ্য ও বিধেয় নিয়ে যেমন একটা ধারণা পাওয়া গিয়েছে। তেমনই বোঝা যাচ্ছে এর প্রতিক্রিয়াও হবে অনিবার্য। এখন দেখার পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়। **ছবি-সৌরভ দত্ত**

সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি

হাইকোর্টে প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিই হল না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এক নতুন মোড় এসেছে। এই মামলায় প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি নিয়ে ঘটনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চলছে। তবে সম্প্রতি এই মামলায় একটি বড় সিদ্ধান্তের সাক্ষী হল কলকাতা হাইকোর্ট। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি সৌমেন সেন। ফলে বিচারপতি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে এই মামলা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন এই মামলা কোন নতুন ডিভিশন বেঞ্চে যাবে, তা স্থির করবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। এই ঘটনা রাজ্যের শিক্ষক সমাজে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই মামলার শুরু হয়েছিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে। তিনি তাঁর রায়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রায় ৩২,০০০ শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য টেট পরীক্ষা এবং ২০১৬ সালে ইন্টারভিউ ও অ্যাপটিটিউড টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছিলেন যে, যাঁদের কাছে টাকা ছিল, তাঁদের কাছে চাকরি বিক্রি করা হয়েছে। এমনকি তিনি এই ঘটনাকে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে ৩৬,০০০ অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়, যদিও পরে সংখ্যাটি ৩২,০০০ হিসেবে সংশোধিত হয়। এই ঘটনার পর থেকে রাজ্য সরকার ও চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করে এবং মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়। তবে এর মধ্যে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ও বিচারপতি সৌমেন সেনের মধ্যে একটি বিতর্ক প্রকাশ্যে আসে। মেডিকেল দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় এই দুই বিচারপতির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এরপর উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকেও সরে দাঁড়ান বিচারপতি সেন। এবং এখন, ৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে, প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা থেকেও তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। বিচারপতি সেন তাঁর সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে ব্যক্তিগত বিষয় উল্লেখ করেছেন। তবে এই ঘটনার পেছনে আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতারও ভূমিকা থাকতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। তিনি বলেছেন, ''আমি সবাইকে শ্রদ্ধা করি। আমার এই অভ্যাস নেই। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বিতর্কে জড়াতে চান না। এর আগে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, আদালতের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর এই প্রত্যাহারের ফলে মামলাটি এখন নতুন বেঞ্চে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এই মামলার প্রভাব শুধু চাকরিহারা শিক্ষকদের উপরই পড়েনি, বরং রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার উপরও গভীর প্রভাব ফেলেছে। ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ার ফলে অনেক স্কুলে শিক্ষকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, চাকরিহারা শিক্ষকরা তাঁদের জীবিকা হারিয়ে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন। অনেকে দাবি করেছেন, যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করে বিচার করা উচিত ছিল। কিন্তু তথ্যপ্রমাণের অভাবে এই বাছাই সম্ভব হয়নি বলে আদালতের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রায়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই দুর্নীতির জন্য এই দুই ব্যক্তি ও তাঁদের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন দালাল দায়ী। তবে এই রায়ের পরও আইনি লড়াই থামেনি। রাজ্য সরকার ও শিক্ষকদের একাংশ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল। এখন বিচারপতি সেনের সরে দাঁড়ানোর পর মামলাটির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। এই ঘটনা রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নিয়ে ক্ষোভ ও হতাশা রয়েছে। আগামী দিনে প্রধান বিচারপতি কীভাবে এই মামলার দায়িত্ব নতুন বেঞ্চের হাতে তুলে দেন এবং তারা কী রায় দেন, সেদিকে নজর থাকবে সকলের।

দাবি না মিটলে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি অভিযানের হুঁশিয়ারি আশাকর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ আশাকর্মীদের। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা সোমবার স্বাস্থ্যভবনের সামনে জড়ো হন। তাঁদের দাবি, আশাকর্মীদের ভাতা বাড়িয়ে ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা করতে হবে। তাঁদের স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। দাবি না মিটলে আগামী ২২ আগস্ট তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ি অভিযান করবে বলে জানালেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন। আশাকর্মীদের বক্তব্য, তাঁরা এখন ৫ হাজার ২০০ টাকা ভাতা পান। কোনও নির্দিষ্ট ছুটি নেই। আশাকর্মীদের দাবি, তাঁদের নির্দিষ্ট ছুটি দিতে হবে। পিএফ, ইএসআই চালু করতে হবে, যা এখন নেই। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন বলেন, ''১৮ মার্চ এসেছিলাম। ২৮ মার্চ এসেছিলাম। আজও এসেছি। আমাদের দাবি, আশাকর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। ভাতা ঠিকমতো পাওয়া যায় না। অতীতের সব বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে। ন্যূনতম ভাতা ১৫ হাজার টাকা করতে হবে। কর্মরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাঁরা পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে।'' স্বাস্থ্যভবনের কর্তাদের স্মারকলিপি দিতে তাঁরা এখানে এসেছেন বলে জানালেন। রাজ্যে ৭০ হাজারের মতো আশাকর্মী রয়েছেন বলে জানান পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা। তাঁদের দাবি মানা না হলে কর্মবিরতির পথে হাঁটতে পারেন আশাকর্মীরা। একইসঙ্গে ইসমত আরা খাতুন জানালেন, ''দাবি মানা না হলে আগামী ২২ আগস্ট কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির উদ্দেশে যাব। তাঁকে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমরা জানি। তিনি নিশ্চয় আমাদের কথা শুনবেন।''

বিজেপি কর্মীদের 'কালীঘাট চলো' অভিযান ঘিরে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি মামলায় ২৬ হাজার জনের চাকরি যাওয়ার প্রতিবাদে 'কালীঘাট চলো' অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপির যুব মোর্চা। তবে এক্সাইড মোড় থেকে সেই মিছিল শুরুর আগেই উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। তারপরই শুরু হয় ধরপাকড়। একাধিক বিজেপি কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, টেনেহিঁচড়ে তাঁদের কর্মীদের প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। এই কর্মসূচি শুরুর আগেই অবশ্য বিজেপি নেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, লকেট চট্টোপাধ্যায় আটক হয়েছিলেন। তাঁদের ইতিমধ্যে লালবাজার নিয়েও যাওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা শুরু হয়। পদ্মশিবিরের কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই শহরে পুলিশি মোতায়েন চোখে পড়ার মতো ছিল। বিশেষত, এক্সাইড মোড়ে ব্যারিকেড করে রেখেছিল পুলিশ। বোঝাই যাচ্ছিল এই এলাকা থেকে মিছিল এগোতে দেবে না পুলিশ। হয়েছেও তাই। বিজেপি কর্মীরা পুলিশি ব্যারিকেড টপকে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। তার জেরে দফায় দফায় অশান্তি সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি তোলে বিজেপি যুব মোর্চা। তাতেই আরও সরগরম হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এদিকে এই পরিস্থিতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর সাধারণ মানুষ সমস্যার মধ্যে পড়ে যান। তবে অভিযোগ, রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে অনেক আমজনতাকেও পুলিশ আটকে করেছে যারা কোনও কর্মসূচির অংশই নন! ২৬ হাজার চাকরি বাতিল ইস্যুতে কোনও সময় নষ্ট না করেই বিক্ষোভ শুরু করেছে বিরোধী রাজনৈতিক শিবির। রাস্তাতেও নেমে পড়েছে। জেলায় জেলায় কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে।

'আমাদের ললিপপ ধরাচ্ছেন', মমতার মুখে সুপ্রিম কোর্ট থেকে লিস্ট আনার কথা শুনেই ক্ষোভে ফুঁসছে চাকরিহারারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ 'সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করব, যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা দিন।' যে তালিকা নিয়ে এত বিতর্ক, যে তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন দিতে পারেনি বলে অভিযোগ উঠেছে, সেই তালিকা এবার সুপ্রিম কোর্টের কাছে চাওয়ার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে আপাতত দু মাস ভলান্টিয়ারি সার্ভিস দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। মমতার এই বক্তব্যের পর চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা রয়ে গেলেন সেই তিমিরেই। সুপ্রিম কোর্ট থেকে তালিকা আনার কথা শুনেই বেজায় ক্ষুব্ধ চাকরিহারাদের একাংশ। মমতার 'ভলান্টিয়ারি সার্ভিস'-এর বার্তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্দ। চাকরিহারারা বুঝে উঠতে পারছেন না, সে ক্ষেত্রে কি তাঁরা কোনও বেতন পাবেন? না পেলে কেনই বা যাবেন স্কুলে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত, চাকরি হারানো এক ব্যক্তি বলেন, ''কোনও আশার আলো দেখতে পেলাম না। আমাদের হাতে ললিপপ ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমরা সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।'' মঙ্গলবার থেকে তাঁরা স্কুলে যাবেন কি না, সেটাও বুঝতে পারছেন না।

১৮ কোটি টাকা গেছে তৃণমূলের ফান্ডে!

শোভনদেবের বিরুদ্ধে বিরাট অভিযোগ সিইএসসি-র কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ সমবায়ের উন্নতির জন্য সিইএসসি-র পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে ১৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থ চলে গেছে তৃণমূলের ফান্ডে। আর এই কাজের পিছনে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়! এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সংস্থারই এক কর্মী। বিষয়টি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে রাজ্য রাজনীতিতে। আগামী ১৭ এপ্রিল সিইএসসি-র আওতায় থাকা সমবায় ব্যাঙ্কে ভোট রয়েছে। ১৪ বছর পর এই নির্বাচন হতে চলেছে। তার আগে স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবি তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সংস্থার এক কর্মী। তিনিই রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক এই অভিযোগ আনেন। তাঁর দাবি, ২০২১ সালে সমবায়ের উন্নতির জন্য তাঁদের সংস্থার পক্ষ থেকে ১৮.৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থ তৃণমূলের ফান্ডে চলে যায়। এই কাজের মূল কাণ্ডারি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, এই নির্বাচনে কারচুপি নিয়েও শোভনদেবকে বিঁধেছেন ওই মামলাকারী। অভিযোগ, ভোটের আগে মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে প্রভাব খাটানো হয়েছে। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ছাড়া কাউকেই মনোনয়ন জমা দিতে দেওয়া হয়নি। এমনকী, কেউ মনোনয়ন জমা দিতে চাইলে তাঁকে মারধরও পর্যন্ত করা হয়েছে বলে আদালতে জানিয়েছেন সংস্থার কর্মী। মামলকারী হাইকোর্টের আরও জানিয়েছেন, ২০১১ সালের পর থেকে তাঁদের সংস্থার সমবায় ব্যাঙ্কের ভোট আর হয়নি। তবে ২০১৩ সালে রাজ্য সরকার পুরনো বোর্ড ভেঙে নমিনেশনের মাধ্যমে ডিরেক্টর নির্বাচিত করে। সেই বোর্ড এখনও চলছে। কিন্তু এতদিনেও ভোট ঘোষণা হচ্ছিল না। শেষমেশ আগামী ১৭ তারিখ সমবায় নির্বাচন হতে চলেছে। কিন্তু এখনও কোনও ড্রাফট ভোটার তালিকা তৈরি হয়নি। ফলে কারা ভোটার সেটাই স্পষ্ট নয়। মামলাকারীর সন্দেহ, এবারের ভোটেও কারচুপি হবে, তাই বারংবার বলা সত্ত্বেও ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে না। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, এসব কোনো সত্য নয়। তিনি আরও বলেন, যে ইউনিয়ন এত বড় পরিসরে জয় পায়, তাদের বিরুদ্ধে কোনও অশান্তি বা মারপিটের প্রয়োজন নেই। তৃণমূলের শক্তি এবং জনগণের সমর্থন নিয়ে তারা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। তবে, এই নির্বাচনের আগে তৈরি হওয়া বিতর্ক, অভিযোগ এবং রাজনৈতিক চাপের ফলে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং তার কর্মীদের মধ্যে তৈরি হওয়া এই টানাপোড়েন ভবিষ্যতে আরও গভীর হতে পারে। এখন দেখার বিষয় হবে, আগামী ১৭ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হবে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে কতটা স্বচ্ছতা আনা যায়।

২৬,০০০ চাকরি বাতিলের রায়ের 'পরিবর্তন' চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ এসএসসি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সাময়িক পরিবর্তন চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আজ সোমবারই আবেদন দাখিল করল পর্ষদ। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক, এমনটাই আবেদন পর্ষদের। এদিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোরের সভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাবে রাজ্য। পর্ষদের দাবি, চলতি শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত চাকরিহারাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চেই এই আবেদন করেছে পর্ষদ। একসঙ্গে ২৫ হাজার ৫৭২ চাকরি চলে যাওয়ায় রাজ্যের একাধিক স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা কমে গিয়েছে। কোথাও কোথাও স্কুল শিক্ষক-শূন্য হয়ে গিয়েছে। কোন স্কুলে কী অবস্থা, তা উল্লেখ করা হয়েছে পর্ষদের ওই আবেদনে। সুপ্রিম কোর্টের চাকরি বাতিলের রায়ে বলা হয়েছে, নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, আর সেই প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা প্রমাণ করে ফিরতে হবে চাকরিহারাদের। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদন, যতদিন না সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত চাকরিতে যেতে দেওয়া হোক যোগ্যদের অথবা চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত চাকরি করতে দেওয়া হোক। উল্লেখ্য, সোমবার চাকরিহারাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সেই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''স্কুলগুলো কে চালাবে? সবাইকে অযোগ্য বলার অধিকার দিল কে?'' তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা দেওয়ার আবেদনও জানানো হবে শীর্ষ আদালতের কাছে।

আজ সিবিআই-এর জন্যই যোগ্যরা বুক বাজিয়ে বলতে পারছেন তাঁরা যোগ্য, বললেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ আজ সিবিআই- এর জন্যই যোগ্যরা বুক বাজিয়ে বলতে পারছেন, তাঁরা যোগ্য। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী যখন বারেবারে সিবিআই তদন্তকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, তখন বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী বললেন, ''রাজ্য ওএমআর নষ্ট করেছে, গাজিয়াবাদ থেকে সিবিআই ওএমআর পুনরুদ্ধার করে প্রকাশ করার ফলেই যাঁরা বঞ্চিত যোগ্য, তাঁরা বুক বাজিয়ে বলতে পারছেন, যে তাঁরা যোগ্য। না হলে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিপর্যয়ও নেমে আসত। সিবিআই-এর হার্ড ডিস্কের জন্যই।'' শুভেন্দুর অভিযোগ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে এসএসসি-র অটোনমি বডি শেষ করা হয়েছিল। শুভেন্দু বলেন, ''এসপি সিনহার নেতৃত্বে মন্ত্রীর ওএসডি, ডব্লুবিসিএস অভিজিতবাবুকে সিলেকশন কমিটিতে ঢুকিয়ে এসএসসি-র অটোনমি বডি শেষ করেছেন।'' শুভেন্দু বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ১৬ বার শুনানি হয়েছে। সব স্টেড হোল্ডারদের বলার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি কোটি কোটি টাকা খরচ করে অযোগ্যদের বাঁচাতে যোগ্যদের বলি দিয়েছেন। ১৬ বারে একবারও যোগ্য অযোগ্য তালিকা দেয়নি।'' উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে, সিবিআইয়ের নথিতে যোগ্য এবং অযোগ্যের ভাগাভাগি রয়েছে। যোগ্যদের পরিচ্ছন্ন তালিকা নিয়ে রিভিউ প্রক্রিয়ায় যেতে হবে। মমতা বলেন, ''যাঁরা যোগ্য, তাঁদের চাকরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। কোনও রাখঢাক নেই। আইন অনুযায়ী যা করার করব। পথের মধ্যেই পথ খুঁজে নিতে হবে।'' এদিন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যখন 'যোগ্য' শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আবহে বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে বড় দাবি করে দিলেন বিরোধী দলনেতা। প্রশ্নের মুখে ফেলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে যাওয়া 'যোগ্য' চাকরিহারাদেরও। তাঁর কথায়, ''এরা কেউ প্রকৃত মেধাযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মী নন। এরাই চব্বিশে ভোট করেছে, ভোট লুটের কাজও করেছে। ডায়মন্ড হারবারে তো টেন্টেড শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের দিয়ে ভোট করানো হয়েছে। ওখানে সাত লক্ষ ভোট পাওয়া নিয়ে আমি তো আরটিআই-ও করেছিলাম, কিন্তু এখনও উত্তর মেলেনি। এবার আমি ভোটে আদালতে যাব।'' আদালতের রায়ের পর থেকে যখন যোগ্য-অযোগ্যের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন চড়ছে, সেই আবহে বিরোধী দলনেতার মুখে উঠে এল এমন মন্তব্য। এমনকি, সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে পর্যন্ত বিভাজনের ছবি দেখা গিয়েছে চাকরিহারাদের মধ্যে। রাজপথে যেমন একদিকে চাকরি ফেরতের দাবি সুর চড়িয়েছে তারা। ঠিক তেমন ভাবেই 'চিহ্নিত অযোগ্যদের' বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা গিয়েছে অন্য চাকরিহারাদের। শুভেন্দু এদিন আরও বলেন, ''আমি অন রেকর্ড বলছি, সরকারের কাছে সুযোগ রয়েছে, তিন মাসের কোনও সীমাবদ্ধতা নেই। রিভিশন পিটিশন ফাইল করেছে আজকে। কিন্তু টেকনিক্যালি শুনানির দিন যোগ্যের তালিকা ফেলে দেন।'' সেক্ষেত্রে কীভাবে সম্ভব, সেটারও পন্থা বলে দিলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ''আপনি বলছেন, যোগ্যদেরই পাশ দিয়েছেন, যোগ্যরাই ভিতরে গিয়েছেন। তাহলে আপনার কথার ভিত্তিতেই বলছি, যোগ্যদের তালিকাটা আদালতে জমা দিন। তাহলেই দুধ আল জল আলাদা হয়ে যাবে। আমি অনুরোধ করব, সুপ্রিম কোর্টে আপনি আইনজীবী হিসাবে যোগ্যদের তালিকা পেশ করুন।'' শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, ''যদি না সেই তালিকা পেশ করতে পারেন, তাহলে ২৩ লক্ষ চাকরিহারাদের আবার পরীক্ষায় বসতে হবে।''

বাংলার কৃষি-মৎস্যচাষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, পোর্টাল চালু রাজ্য সরকারের

৭ এপ্রিল ঃ এবার বাংলার কৃষিকাজ-মাছ চাষেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার। কৃষকদের জন্য 'মাটির কথা' অনলাইন পোর্টাল খুলেছে রাজ্য সরকার। সে পোর্টালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে বাংলার চাষিদের জন্য। কোন এলাকায়, কোন মরশুমে, কী ধরনের চাষ করা যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তা জানিয়ে দিচ্ছে কৃষকদের। শুধু তাই নয়, কোনও ফসলে পোকা লাগলে তার ছবি তুলে পোর্টালে আপলোড করলেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে দেবে, কোন ওষুধ দিতে হবে গাছে। 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' নিয়ে যৌথভাবে সেমিনারের আয়োজন করেছিল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। সে সেমিনারে এমন তথ্যই দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোস ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ডিরেক্টর শিবাজি রাহা ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সের উপাচার্য ড. তীর্থকুমার দত্ত, পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের সম্পাদক অধ্যাপক প্রদীপকুমার দাস, ওয়েস্টবেঙ্গল বায়োডাইভারসিটি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোককান্তি সান্যাল, ভাইরোলজিস্ট সিদ্ধার্থ জোয়ারদার। ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিমাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সের উপাচার্য ড. তীর্থকুমার দত্ত এদিন বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবশ্যম্ভাবী। এখন মাছ চাষের জলাশয়ে 'কাজ করছে ড্রোন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে জানা যাচ্ছে জলাশয়ের জলের গুণমান। মাছের চারার অবস্থা, চিংড়ি জাতীয় মাছের বাজারমূল্য জানতে পারছেন মাছ চাষিরা। 'কৃত্তিম' বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি, সুবিধা এবং অসুবিধা' শীর্ষক এদিনের অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল দুটি আলোচনা সভারও। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিকর দিক নিয়েও আলোচনা হয় অনুষ্ঠানে। আইটিসি ডিভিশনাল চিফ ইনফরমেশন অফিসার সঞ্জয় সেন বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অতিরিক্ত ব্যবহারে নামতা শিখছে না খুদেরা। জাপানে ছোটরা দোকান থেকে কিছু কিনে ক্যালকুলেটরে হিসাব করে নেয়, কত টাকা ফেরত আসবে। এসবই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতিবাচক দিক। তবে সে নেতিবাচক দিকটিকেই শুধুমাত্র বড় করে দেখলে হবে না। কারণ আগামী যুগ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার।

বিলোনিয়ায় বাংলাদেশী ড্রোন, এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ৭ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার বল্লামুখা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায .উদ্ধার ড্রোন। সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া থেকে ৩০০ মিটার ভারতীয় সীমানার ভিতরে ধানের জমিতে উদ্ধার করা হয় ড্রোনটি সোমবার সকালে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জমির বর্গা চাষী গোপাল পাল জমিতে যাওয়ার পর দেখেন জমির মধ্যে খেলনা জাতীয় কিছু একটা পড়ে আছে। কাছে যাওয়ার পর দেখেন ড্রোন। সাথে সাথে জমির মালিক সাধন মজুমদার বাড়িতে নিয়ে আসেন ড্রোনটি। এরপর এই খবর ছড়িয়ে পড়েতেই ড্রোন দেখার জন্য সাধন মজুমদারের বাড়িতে উসুক জনতা ভিড় জমায়। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানাতে। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। সাধন মজুমদারের বাড়ি থেকে ড্রোনটিকে নিয়ে আসে থানাতে। পরবর্তী সময়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলে। ভারতীয় সীমান্তে ড্রোন উদ্ধার ঘিরে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর চোখে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে ভারতীয় সীমানায .ঢুকে পড়ল ড্রোন এই নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

দুই ব্রিটিশ আইনপ্রণেতাকে আটক করেছে ইসরায়েল

৭ এপ্রিল ঃ যুক্তরাজ্যের আইনসভার দুই সদস্যকে আটক করেছে ইসরায়েল। ব্রিটিশ আইনসভার একটি প্রতিনিধিদলের অংশ হিসেবে তাঁরা ইসরায়েল সফরে গিয়েছেন। তবে তাঁদের কোনো কার্যালয়ে ঢুকতে দেয়নি ইসরায়েল।

ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান। ইসরায়েলের অভিবাসন মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতির বরাতে স্কাই নিউজ বলেছে, আটক দুই আইনপ্রণেতা হলেন ব্রিটিশ লেবার পার্টির ইউয়ান ইয়াং ও আবতিসাম মোহামেদ। দেশটির সন্দেহ, ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যকলাপ নথিভুক্ত করা ও ইসরায়েলবিরোধী ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। তাই তাঁদের আটক করা হয়েছে।

ইয়াং নির্বাচনী এলাকা আর্লি ও উডলির প্রতিনিধি এবং মোহামেদ শেফিল্ড সেংট্রালের প্রতিনিধি। উভয়ই গতকাল লুটন থেকে ইসরায়েলে যান। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যামি বলেছেন, ' সরকারে আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুকে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে এমন আচরণ করা উচিত না। আমরা আজ রাতে (গতকাল শনিবার রাতে) পার্লামেন্টের ওই দুই সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তাঁদের সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছি।' বিদেশমন্ত্রী ল্যামি আরও বলেন, যুক্তরাজ্য সরকারের লক্ষ্য গাজায় রক্তপাত বন্ধ করা, জিম্মিদের মুক্ত করা এবং যুদ্ধ বন্ধে একটি যুদ্ধবিরতি ও আলোচনায় ফিরে আসা নিশ্চিত করা।

গ্রাম বাংলায় ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য আরোও প্রয়াস চালানো প্রয়োজন

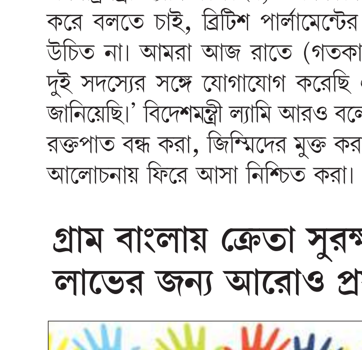

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ এপ্রিল ঃ এই প্রতিবেদক গ্রামে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তা থেকে মনে হয়, এখন গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক জ্ঞানের অভাব রয়েছে বলে মনে হয়।আর সে জন্য এক শ্রেণী ক্রেতা সাধারনকে পদে পদে নানা ক্রয় করা জিনিষপত্রে ঠকতে হয়। অথচ সরকারি প্রচেষ্টার একটা বড় পদক্ষেপ সর্বত্র ক্রেতা সাধারন সচেতনতা ও চেতনা বৃদ্ধি, অথচ ক্রেতা সাধারনদের সুরক্ষার জন্য যেসব সুযোগ সুবিধা ও আইনগত ব্যবস্থা আছে তা কেহ কেহ হয়তো জানে না সদব্যবহার করে না আর গ্রাম এলাকার বহু ক্রেতা সে সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব রয়ে গেছে সে জন্য ক্রেতা অর্থাৎ উপভোক্তারা দৈনিক নানা রকম জিনিষ ক্রয় করে তার ওজন ও গুণমান না থাকলো প্রতিকারের সুব্যবস্থা অন্তরায় হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান আহরনের জন্য যতদুর এই প্রতিবেদক জানতে পারে ১৯৮৬ সালে ২৪শে ডিসেম্বর এই গুরুত্বপূর্ণ আইন তৈরী হয়। যার নাম কনজিউমার প্রটেকশন এ্যাক্ট ১৯৮৬ আর ভারতবর্ষের ইতিহাসে উক্তদিন উপভোক্তাদের কাছে স্মরনীয় হয়ে থাকবে ঐ আইনে ক্রেতা সাধারনদের সুরক্ষা করার জন্য ছয় দফা অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেগুলো ১) নিরাপত্তার অধিকার ২) তথ্য লাভের অধিকার ৩) বাছাইয়ের অধিকার ৪) প্রতিকার চাওয়ার অধিকার ৫) শুনানির অধিকার ৬) উপভোক্তার শিক্ষার অধিকার সরকারি-বেসরকারী উদ্যোগে আরোও ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করে তাঁদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং বাস্তবে তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারলে তবেই হয়তো রূপ দিতে পারবে। বাস্তবে ধারাবাহিকভাবে যদি ক্রেতা সাধারনদের সজাগ ও সক্রিয় করে তোলা যায়, তবেই সার্থক হবে জনচেতনা এবং ক্রেতা সুরক্ষার উপযুক্ত পথ। এই লেখক ধনিয়াখালি, হরিপাল ও তারকেশ্বর স্কুল প্রতিষ্ঠানে এন,জি,ও বা সরকারী হয়ে এই বিষয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একটা উপলব্ধি বা অনুভব করেছি ক্রেতা সাধারন জনগন ও ছাত্রছাত্রীরা জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে তবে এ কাজে তাদের চেতনা বিকাশের জন্য ওদের অভিজ্ঞতায় আলোয় নিয়ে আসতে হবে এ জন্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে আরও উদ্যোগ নিতে হবে। তবে একাজে সর্বাত্মক সার্থক হবে। বাস্তবে প্রকৃত অর্থে রূপ দিতে হবে।

রাশিয়ার সঙ্গে কথা চলছে, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে মন্তব্য ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৭ এপ্রিল ঃ রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে ফের মন্তব্য করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে কথা চলছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং যদি কোনও শান্তি চুক্তি প্রত্যাশিত হয়, সেই সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমরা রাশিয়ার সঙ্গে কথা বলছি, আমরা চাই তারা বন্ধ করুক। আমি তাদের বারবার বোমা হামলা এবং প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার তরুণ নিহত হওয়া পছন্দ করি না। প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপের পর মার্কিন শেয়ার বাজার যখন পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এ প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমি চাই না যে কোনও কিছুর পতন হোক। কিন্তু, কখনও কখনও, পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য আপনাকে ওষুধ খেতে হবে।

পর্তুগাল পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

লিসবন ও নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দুই দেশ সফরের প্রথম পর্যায়ে পর্তুগালের লিসবন পৌঁছেছেন। পর্তুগালে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে রাষ্ট্রপতির। পর্তুগাল সফরের সময় রাষ্ট্রপতি মুর্মু তাঁর প্রতিপক্ষ মার্সেলো রেবেলো ডি সুসার সঙ্গে সাক্ষাত এবং প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনা করবেন। তিনি পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী লুইস মন্টি নিগ্রো এবং জাতীয় পরিষদের সভাপতি জোসে পেদ্রো আগুয়ার-ব্র্যাঙ্কোর সঙ্গেও দেখা করবেন। পর্তুগাল সফরের পর, রাষ্ট্রপতি মুর্মু ৯ থেকে ১০ এপ্রিল স্লোভাকিয়া সফরে যাবেন। এই সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি পিটার পেলেগ্রিনি এবং প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। তিনি স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পরিষদের স্পিকার রিচার্ড রাসির সঙ্গেও দেখা করবেন। বিগত ২৯ বছরের মধ্যে এটি হতে চলছে ভারতের রাষ্ট্রপতির স্লোভাকিয়া সফর।

সপা নেতা বিনয়ের ঠিকানায় তল্লাশি ইডি-র

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ প্রায় ৭০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় সমাজবাদী পার্টির নেতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক বিনয় শঙ্কর তিওয়ারির বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার উত্তর প্রদেশ, দিল্লি এবং মুম্বইয়ের ১০টি স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। বিনয় শঙ্কর তিওয়ারি হলেন গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজেসের প্রমোটার, যা সরকারি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল ভোটে অনুপস্থিত শতাব্দী রায়, বিতর্ক

রামপুরহাট, ৬ এপ্রিল ঃ এবার সাংসদ শতাব্দী রায়কে বয়কটের ডাক দিলেন বীরভূমের মুরারইয়ের বাসিন্দাদের একাংশ। কেউ কেউ দাবি তুলেছেন ' হটাও তৃণমূল বাঁচাও'। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ না করায় সমাজ মাধ্যমে এমনই দাবি উঠতে শুরু করেছে। যদিও সাংসদ শতাব্দী রায় জানিয়েছেন অসুস্থতার কারণে তিনি সংসদে উপস্থিত হতে পারেননি। দিন দুয়েক আগেই লোকসভা এবং রাজ্যসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গিয়েছে। লোকসভায় ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেননি বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়। এনিয়ে সমাজ মাধ্যমে শতাব্দীকে বয়কটের ডাক দিতে শুরু করেছেন মুরারইয়ের একাংশ। বাদসা আলমগীর নামে একজন লিখেছেন ' মা শতাব্দী রায়। ওয়াকফ বিল পাশ হয় সেদিন স মায়ের রূপ ধারণ করলেন।' অচিন্ত্য ঘোষ লিখেছেন ' তৃণমূল। অন্তরে পদ্ম ফুল। মানুষ এবার চিনুক সাম্প্রদায়িক মুখোশধারীদের'। সুমন মিয়া নামে একজন শতাব্দী, দেব এবং কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বাসুনিয়াদের ছবি দিয়ে লিখেছেন, তোমাদের তিনজনের কথা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তথা সারা

ভারতবাসী এবং মুসলমানরা মনে রাখবে।' সামিম রেজা লিখেছেন, ' বয়কট করা উচিত'। আসিক রহমান বিশ্বাস লিখেছেন, '৮০ শতাংশ মুসলিম ভোটে জিতে শতাব্দী এটা ঠিক করল?' কাজি রাজীব শতাব্দীকে বীরভূম তথা মুরারইয়ে ঢুকতে না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। লিলু শেখ লিখেছেন, ' হটাও, তৃণমূল বাঁচাও।' যদিও সমাজমাধ্যমে যারা লেখালেখি করছেন তারা দলীয় কর্মী সমর্থক নন বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেত্রী, মুরারই ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ফাল্গুনী সিংহ। তিনি বলেন, শতাব্দী রায় এলাকার উন্নয়নের জন্য সংসদে অনেকবার সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু ওইদিন অনুপস্থিত ছিলেন সেটা আগে জানা উচিত ছিল। শতাব্দী ফোনে বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। স্যালাইন চলছিল। তাই উপস্থিত হতে পারিনি। যারা লিখছেন তাদের আগে জেনে বুঝে সমাজমাধ্যমে লেখা উচিত ছিল। বিজেপির বীরভূম জেলা সাংগঠনিক সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, শতাব্দীর বোধোদয় হয়েছে। তাই তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। যারা চিকার করছে করুক।

এপ্রিল মাসে বিভিন্ন রুটে অনেক ট্রেন বাতিল, শঙ্কা যাত্রীদের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ এপ্রিল মাসে বিভিন্ন রুটে অনেকগুলি ট্রেন বাতিল করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। এই অবস্থায় ট্রেনে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকলে কোন রুটের কোন কোন ট্রেন বাতিল হয়েছে, আগে জেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অভিজ্ঞরা। নইলে পরে ঝামেলায় পড়তে হবে। ৬ এপ্রিল এবং ২৩ এপ্রিল সাঁতরাগাছি থেকে চলা ২০৮২৮ সাঁতরাগাছি-জবলপুর এক্সপ্রেসটি বাতিল। ১৭ এপ্রিল এবং ২৪ এপ্রিল জবলপুর থেকে চলা ২০৮২৭ জবলপুর-সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেসও বাতিল। ৯ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল, ১৬ এপ্রিল এবং ১৭ এপ্রিল বাতিল ১২১৫১ এলটিটি-শালিমার এক্সপ্রেস বাতিল। ১১ এপ্রিল এবং ১৮ এপ্রিল হাওড়া থেকে চলা ১২৮৭০ হাওড়া-মুম্বই এক্সপ্রেসটি বাতিল। ১০ এপ্রিল এবং ১৭ এপ্রিল হাওড়া থেকে চলা ২২৮৯৪ হাওড়া-সাইনগর শিরডি এক্সপ্রেস বাতিল। ১৩ এপ্রিল এবং ২০ এপ্রিল মুম্বাই থেকে চলা ১২৮৬৯ মুম্বই-হাওড়া এক্সপ্রেসটি বাতিল। ১১ এপ্রিল, ১২ এপ্রিল, ১৮ এপ্রিল এবং ১৯ এপ্রিল শালিমার থেকে চলা ১২১৫২ শালিমার-এলটিটি এক্সপ্রেস বাতিল। ১২ এপ্রিল এবং ১৯ এপ্রিল সাঁতরাগাছি থেকে চলা ২০৮২২ সাঁতরাগাছি-পুণে এক্সপ্রেস

বাতিল। ১৪ এপ্রিল এবং ২১ এপ্রিল পুণে থেকে চলা ২০৮২১ পুণে-সাঁতরাগাছি-পুণে এক্সপ্রেস বাতিল। ১১ এপ্রিল এবং ২৪ এপ্রিল পুণে থেকে চলা ১২১২৯ পুণে-হাওড়া আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস বাতিল। ১১ এপ্রিল এবং ২৪ এপ্রিল হাওড়া থেকে চলা ১২১৩০ হাওড়া-পুণে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস বাতিল।

১১ এপ্রিল এবং ২৪ এপ্রিল মুম্বাই থেকে চলা ১২৮৫৯ মুম্বই-হাওড়া গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস বাতিল। ১১ এপ্রিল এবং ২৪ এপ্রিল হাওড়া থেকে চলা ১২৮৬০ হাওড়া-মুম্বই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস বাতিল। ১০ এপ্রিল, ১২ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল এবং ১৯ এপ্রিল হাওড়া থেকে চলা ১২২২২ হাওড়া-পুণে দুরন্ত এক্সপ্রেস বাতিল। ১২ এপ্রিল, ১৪ এপ্রিল, ১৯ এপ্রিল এবং ২১ এপ্রিল পুণে থেকে চলা ১২২২১ পুণে-হাওড়া দুরন্ত এক্সপ্রেস বাতিল। ৯ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল, ১৬ এপ্রিল এবং ১৭ এপ্রিল পোরবন্দর থেকে চলা ১২৯০৫ পোরবন্দর-শালিমার এক্সপ্রেস বাতিল। ১১ এপ্রিল, ১২ এপ্রিল, ১৮ এপ্রিল এবং ১৯ এপ্রিল শালিমার থেকে চলা ১২৯০৬ শালিমার-পোরবন্দর এক্সপ্রেস বাতিল। ১১ এপ্রিল, ১২ এপ্রিল, ১৪ এপ্রিল, ১৫ এপ্রিল, ১৮ এপ্রিল, ১৯ এপ্রিল, ২১ এপ্রিল এবং ২২ এপ্রিল এলটিটি থেকে চলা ১২১০১ এলটিটি-শালিমার জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস বাতিল। ১৩ এপ্রিল, ১৪ এপ্রিল, ১৬ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ২০ এপ্রিল, ২১ এপ্রিল, ২৩ এপ্রিল এবং ২৪ এপ্রিল শালিমার থেকে চলা ১২১০২ শালিমার-এলটিটি জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস বাতিল।

সাব্রুমে পুলিশের অভিযানে আটক ৬ জুয়াড়ি, উদ্ধার নগদ টাকা ও জুয়া খেলার সামগ্রী

সাব্রুম (ত্রিপুরা), ৭ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম থানার পক্ষ থেকে জুয়া. বিরোধী অভিযান চালানো হয় কল্যাণ নগর এলাকায়।ওসি অপু দাসের নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী এই অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ৬ জন জুয়াড়িকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১২,৪৮০ টাকা এবং ঝান্ডি মুন্ডার বোর্ড সহ একাধিক জুয়ার সামগ্রী। সাব্রুম থানার ওসি অপু দাস জানান, সম্প্রতি সাব্রুম এলাকায় জুয়া ও নেশা সংক্রান্ত অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পুলিশের পক্ষ থেকে এমন কর্মকাণ্ড রোধে নিয়মিত অভিযান চালানো হবে বলেও তিনি জানান। সোমবার আটককৃত ৬ জনকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। ওসি অপু দাস সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেন, জয়া. ও নেশা সংক্রান্ত কোনো কার্যকলাপ যদি আপনারা লক্ষ্য করেন, তাহলে তা অবিলম্বে পুলিশের গোচরে নিয়ে আসুন। পুলিশ সবসময় জনগণের সহযোগিতায় অপরাধ রোধে সচেষ্ট।

হরিদ্বারে রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন, উদ্ধার একটি দেহ

হরিদ্বার, ৭ এপ্রিল ঃ উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি রাসায়নিক কারখানায়। রবিবার রাতে হরিদ্বারের ইব্রাহিমপুর গ্রামে গণপতি রাসায়নিক কারখানায় লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে একজন গুরুতর আহত হন, এছাড়াও বেশ কয়েকজন আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দমকল কর্মীরা দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে আনেন। দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, হরিদ্বারের ইব্রাহিমপুর গ্রামে গণপতি রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন ৯ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে, যদিও আরও চারজন আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাসায়নিক ঝুঁকি এখনও উদ্বেগের বিষয়।

বম্বে হাইকোর্টের শরণাপন্ন কুণাল

মুম্বই, ৭ এপ্রিল ঃ বম্বে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন কৌতুকশিল্পী কুণাল কামরা। মুম্বই পুলিশ তার বিরুদ্ধে যে এফআইআর দায়ের করেছে, তা বাতিল করার জন্য বম্বে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন কুণাল। মামলাটির শুনানি ২১ এপ্রিল। বিচারপতি এস ভি কোতোয়াল এবং বিচারপতি এস এম মোদকের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে এই আবেদনের শুনানি হবে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং জীবনের অধিকারের মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে কুণাল কামরা তার বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর বাতিলের আবেদন করেছেন। মামলাটি ২১ এপ্রিল বিচারপতি এস ভি কোতোয়াল এবং বিচারপতি এসএম মোদকের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

উদয়পুরে ওএনজিসির চার কর্মচারী আক্রান্ত

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৭ এপ্রিল ঃ দুস্কৃতকারীদের হামলায় আহত ওএনজিসির চার কর্মচারী। ভাংচুর করা হয়েছে তাঁদের গাড়ি। ঘটনা গোমতী জেলার উদয়পুরের ধ্বজনগরে। জানা গিয়েছে, রবিবার ওএনজিসিতে কর্মরত সুমন দে, সোমনাথ কুম্ভকার, কৃতি দীপ্ত পাল ও রাহুল দাস রাতে উদয়পুর পুলিশ লাইন দিয়ে ডব্লিউবি ৯৬জি৯৪৯৮ নম্বরে একটি গাড়ি নিয়ে তেলিয়ামুড়া যাচ্ছিলেন ওএনজিসি একটি যন্ত্র আনার জন্য। তাঁদের গাড়িটি উদয়পুর ধ্বজনগরস্থিত পুলিশ লাইন যাওয়া মাত্র হঠাৎ গাড়িটিকে আটক করে কিছু সমাজদ্রোহী। তাদেরকে মারধর করে এবং গাড়িতেও ভাঙচুর করে। সোমবার সকালে আহতরা রাধা কিশোরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

সৌদি আরবে গিয়ে কেন নারী গৃহকর্মীরা লাশ হয়ে ফিরছেন

৭ এপ্রিল ঃ কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বহির্গমন এলাকা। সপ্তাহের যেকোনো দিন সেখানে গেলে দলবেঁধে থাকা নারীদের দেখা মিলবে। একই রকমের টি-শার্ট পরে, চোখে স্বপ্ন পূরণের উচ্ছ্বাস নিয়ে সেলফি তুলছেন তাঁদের অনেকেই। নতুন চাকরিতে পাওয়া বেতনের টাকায় কে কী করবেন, তা নিয়ে আলোচনায় মশগুল তাঁদের কেউ কেউ। কেনিয়ার এসব নারী চাকরি করতে যাচ্ছেন সৌদি আরবে। কেনিয়া সরকারের উৎসাহে এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রলোভনে তাঁদের এই দলবেঁধে বিদেশযাত্রা। দুই বছর সৌদি আরবে থাকবেন। গৃহকর্মীর কাজ করবেন। এরপর বেতনের টাকায় দেশে ঘরবাড়ি করবেন, সন্তানদের শিক্ষিত করবেন ও নিজেদের ভাগ্য ফেরাবেন, ভবিষ্য সুরক্ষিত করবেন-এসবই তাঁদের প্রত্যাশা। যদিও প্রত্যাশা আর বাস্তবতায় প্রচুর ফারাক। সেটা বোঝা যায় একই বিমানবন্দরের আগমন এলাকায় গেলে। সেখানে অনেক নারী শ্রমিক সৌদি আরব থেকে ফিরে আসেন স্বপ্ন হারানোর রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে। তাঁদের কেউ হয়তো ঠিকঠাক বেতন পাননি। কেউ-বা দিনের পর দিন অনাহারে থেকেছেন। কাউকে মারধর করা হয়েছে। আবার কেউ যৌন নির্যাতন বা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা কফিনবন্দী হয়ে দেশে ফিরেছেন।

সৌদি আরবে গত ৫ বছরে কেনিয়ার অন্তত ২৭৪ জন শ্রমিক মারা গেছেন। বেশির ভাগই নারী। এর মধ্যে ২০২৪ সালে মারা গেছেন ৫৫ জন। এ সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনগুলো অস্পষ্ট আর পরস্পরবিরোধী। বলা হয়েছে, কেউ হয়তো ট্রমায় মারা গেছেন। কেউ-বা পুড়ে কিংবা বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। অর্থাৎ তাঁদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। একজন নারীর মৃত্যুর কারণ লেখা হয়েছে, 'ব্রেইন ডেড'। সৌদি আরবে গিয়ে প্রতারিত এসব নারীর সুরক্ষায় কাজ করেন ফাবিয়ান কাউলে মুলি। তিনি কেনিয়ার পার্লামেন্টের শ্রমবিষয়ক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান। প্রভাবশালী এই কমিটি নারী শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত দাবি করতে পারে। আরও ভালো সুরক্ষার জন্য সৌদি আরবের সঙ্গে আলোচনা করতে নিজ দেশের সরকারকে চাপ দিতে পারে। এমনকি প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিবাসন কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত রাখতে আইনের খসড়া করতে পারে।

তবে পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য অনেক সরকারি কর্মকর্তার মতো ফাবিয়ান কাউলে মুলির মালিকানায় সৌদি আরবে নারী শ্রমিক পাঠানোর একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করতে সৌদি আরবে যাওয়া শ্রমিকদের একজন মার্গারেট মুথেউ মুয়েনি বলেন, সৌদি নিয়োগকর্তা তাঁর পাসপোর্ট আটকে রেখেছিলেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাঁকে কেনিয়া থেকে 'কিনে আনা' হয়েছে। নিয়মিত খাবার দিতেন না।

এই পরিস্থিতিতে নিরূপায় হয়ে ফাবিয়ানের প্রতিষ্ঠানে ফোন করে সহায়তা চান মার্গারেট। তখন শ্রমিক

পাঠানো ওই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাঁকে বলেন, 'আপনি সাঁতার কেটে লোহিত সাগর পার হয়ে এরপর দেশে (কেনিয়ায়) ফিরে আসতে পারেন।'

এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কেনিয়া, উগান্ডা আর সৌদি আরবে ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হলেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা রয়েছে। সৌদি আরবের রাজপরিবারের সদস্যরা গৃহকর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান বিনিয়োগকারী। কেনিয়া ও উগান্ডায় রাজনীতিবিদ আর তাঁদের পরিবারের সদস্যরা শ্রমিক পাঠানোর প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক। অনেক সময় এসব রাজনীতিবিদের সরকারি ও ব্যবসায়িক প্রভাবের সীমারেখা অনেকটা ঝাপসা হয়ে আসে। যেমন বিদেশে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের সুরক্ষায় ফাবিয়ানের শ্রম কমিটির উচ্চকণ্ঠ থাকার কথা। কিন্তু অনেক সময় এই কমিটি নির্যাতনের প্রমাণ প্রকাশ্যে এলেও সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে। সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরত উগান্ডার চারজন নারী গত মাসে একটি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানে ভিডিও পাঠান। তাঁরা বলেন, সৌদি আরবে মাস ছয়েক ধরে চারজনই বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন।

ভিডিওতে এক নারী বলেন, 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক থাকতে থাকতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' ওই নারী আরও জানান, তাঁরা এমন একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সৌদি আরবে গিয়েছেন, যেটার মালিক উগান্ডার ক্ষমতাসীন দলের একজন নেতা। পরে উগান্ডার সংবাদমাধ্যম জানতে পারে, ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক দেশটির প্রেসিডেন্টের ভাই। আফ্রিকার দেশ কেনিয়া-উগান্ডা দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক মন্দয় দিন পার করছে। দেশ দুটির আয়ের অন্যতম একটি উৎস বিদেশে থাকা শ্রমিকদের পাঠানো বিপুল রেমিট্যান্স (প্রবাসী আয়)। বিশ্বের অনেক দেশ সৌদি আরবের কাছ থেকে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পাওয়ার পরই দেশটিতে শ্রমিক পাঠায়। কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো বলেন, কয়েক বছরের মধ্যে তিনি কেনিয়া থেকে সৌদি আরবে প্রায় পাঁচ লাখ শ্রমিক পাঠাতে আগ্রহী। তাঁর জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা মোসেস কুরিয়ার মালিকানায় শ্রমিক পাঠানোর একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কুরিয়ার ভাইয়েরও এমন একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি স্থানীয় একজন রাজনীতিক।

প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটোর মুখপাত্র হুসেইন মোহাম্মদ বলেন, প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষায় নানা উদ্যোগ নিয়েছে কেনিয়া সরকার। এ জন্য অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলো শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রেসিডেন্টের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টার এমন একটি প্রতিষ্ঠান চালানো স্বার্থের সংঘাত কি না, জানতে চাইলে এই মুখপাত্র বলেন, ' কারণ, তিনি সরকারের শ্রম ইস্যুতে কাজ করেন না।' উগান্ডা থেকে সৌদি আরবে শ্রমিক পাঠায় এমন একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক দেশটির পুলিশ বাহিনীর সদ্য অবসর নেওয়া একজন কর্মকর্তা এবং যুক্তরাষ্ট্রে উগান্ডার সাবেক সামরিক অ্যাটাশে মেজর জেনারেল লিওপোল্ড কায়াঃদা। সৌদি আরবের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে এসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে।কেনিয়া থেকে গৃহকর্মী হিসেবে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন ইউনাইস আচিয়েং। ২০২২ সালে সেখান থেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বা।তিতে ফোন দেন তিনি।

দিন পঞ্জিকা

আজ ২৪ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজী ৭ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৬, সৌর ২৫ চৈত্র, চান্দ্র ১০ মধুসুধন মাস, ১৯৪৭ শকাব্দ ২০৮২ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ২৪ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল১৭ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতে ১০ শজিবু, আসাম ২৪ চ'ত, মুসলিম ৮-শাওয়াল-১৪৪৬ হিজরী।

শ্রীশ্রীবাসন্তিপুজা সমাপ্ত (ধর্মরাজ দশমী) সূর্য উদয় সকাল ০৫ঃ২৫ঃ০৩ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৫১ঃ৪৩। চন্দ্র উদয়ঃ দুপুর ০১ঃ১০ঃ৪৬(৭) এবং অস্ত ঃশেষ রাত্রি ০২ঃ৩৯ঃ৫২(৭)। শুক্ল পক্ষ। তিথিঃ দশমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ ১১ঃ০৯ঃ০৭ দং ৪৪১৯৫৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃ পুষ্যা সকাল ঘ ১০ঃ০২ঃ৩১ দং ১১৩৩২৫ পর্যন্ত পরে অশ্লেষা করণঃ তৈতিল সকাল ঘ ১১ঃ১৭ঃ৪৬ দং ১৪৪১৩২.৫ পর্যন্ত পরে গর রাত্রিঃ ১১ঃ০৯ঃ০৭ দং ৪৪১৯৫৫ পর্যন্ত পরে বণিজ যোগঃ ধৃতি রাত্রিঃ ০৯ঃ২৪ঃ৪৩ দং ৩৯৫৮৫৫ পর্যন্ত পরে শূল অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৫ঃ০৯ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ৪২ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৩ঃ৪৯ থেকে - ১২ঃ৫৩ঃ০৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ৩৮ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪২ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ১৫ঃ২২ থেকে - ০২ঃ২০ঃ১৬ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৩ঃ২২ঃ২৯ থেকে - ০৫ঃ০২ঃ০২ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃ দিন ০২ঃ৩২ঃ৪২ থেকে - ০৩ঃ২২ঃ২৯ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ ০১ঃ৩৪ঃ০২ থেকে - ০২ঃ২০ঃ১৬ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০২ঃ৪৫ঃ০৯ থেকে - ০৪ঃ১৮ঃ২৯ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ৫৮ঃ২৯ থেকে - ০৮ঃ৩১ঃ৪৯ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ১০ঃ১১ঃ৪৯ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ২৯ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১১২৪০৩৭ (২৭) ৩ পদ, চন্দ্র ৩২৬৩৪৫ (৯) ৩ পদ,মঙ্গলঃ ২২৯৫৩১০ (৭) ৩ পদ, বুধঃ ১১০২৩৭ (২৫) ৪ পদ,বৃহস্পতিঃ ১২৩৬১ (৪) ৪ পদ, শুক্রঃ১০২৫২৬৪ (২৫) ২ পদ, শনিঃ১০২৮২৭৫৮ (২৫) ৩ পদ, রাহুঃ ১১৪২৬৪৪ (২৬) ১ পদ, কেতুঃ ৫৪২৬৪৪ (১২) ৩ পদ,শুক্র বক্রি। লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৫ঃ৪৪ঃ২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৭ঃ২৪ঃ৪৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ০৯ঃ২৩ঃ০৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১১ঃ৩৬ঃ২৯ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০১ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪০৩ঃ৩২ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ১৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২৭ঃ৫৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১০ঃ৪৩ঃ৩৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি রাত্রি ১২ঃ৪৮ঃ৫৬ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ-ঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে ২০২৫ সাল আপনার জন্য মিশ্র বা কিছুটা দুর্বল হতে পারে।

বৃষ-ঃ ২০২৫ সালে বৃষ রাশির জাতকদের দারুণ হতে চলেছে।

মিথুন-ঃ ২০২৫ সাল জুড়ে দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ থাকবে মিথুন রাশির জাতকদের উপর।

কর্কট-ঃ কর্কট রাশির জাতকদের নতুন বছর খুব ভালো হতে চলেছে। এই বছরটি আপনাকে আপনার কর্মজীবনে বহু প্রতীক্ষিত অগ্রগতি দেবে।

সিংহ-ঃ নতুন বছর সিংহ রাশির জাতকদের জন্য বড় স্বস্তি নিয়ে আসবে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে যেসব সমস্যা ছিল সেগুলো মিটে যাবে।

কন্যা-ঃ ২০২৫ সালে কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা ভাগ্য সহায় হবে। যে কাজেই হাত দেবেন না কেন, তা সম্পন্ন হবে।

তুলা-ঃ ২০২৫ সালটি তুলা রাশির লোকদের অনেক স্বপ্ন পূরণ হবে, পেশাদার জীবনে আপনি যা স্বপ্ন দেখেছিলেন তা অর্জন করবেন।

বৃশ্চিক-ঃ ২০২৫ সাল বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য খুব ভালো যাবে। আপনি বহু বছর ধরে যে সমস্যাগুলির সাথে লড়াই করেছিলেন তার ইতি ঘটবে।

ধনু-ঃ টাকার জন্য যে সমস্ত কাজ আটকে রয়েছে, তা সম্পন্ন হতে পারে। ব্যবসায় লাভ হবে। ২০২৫ সালের শেষের দিকে শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িতদের শুভ সময়।

মকর-ঃ ২০২৫ সাল সাফল্যে ভরপুর হবে মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জীবন। আপনার স্বপ্ন পূরণ হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং সারা বছর মন খুশি থাকবে।

কুম্ভ-ঃ কুম্ভ রাশির জাতকদের দিকেও মুখ তুলে তাকাবে ২০২৫ সাল। জীবনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং আগের চেয়ে ভাল অবস্থা থাকবে।

মীন-ঃ কর্মজীবন ও ব্যবসায় একের পর এক সাফল্য আসবেই। আপনি আপনার পরিশ্রমের ফল পাবেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে সোমবার সকালে কলকাতা মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের উদ্যোগে শোভাবাজার সুতানটি মেট্রোর সামনে হল ভ্রাম্যমান বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হয় ব্লাড প্রেসার, সুগার পরীক্ষা সহ চিকিৎসক দের পরামর্শ। মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের সম্পাদক ডি আশীষ জানান প্রতি বছরের মতো এ বছর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে নিজের স্বাস্থ্য নিজের সুরক্ষাকে সামনে রেখে হল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। প্রায় দুশো নাগরিক কে ব্লাড সুগার এবং ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিলেন উপভোক্তাদের। বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন তারা তাদের নিজেদের রক্তের উচ্চ চাপ মাত্রার পাশাপাশি সুগার এর মাত্রা কমবেশি কত। এটাও জানতে পারলেন।

ক্লাস চলাকালীন মিড ডে মিলের রান্না করার সময় আগুন গ্যাস সিলিন্ডারে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ এপ্রিল ঃ স্কুলের ক্লাস চলাকালীন মিড ডে মিলের রান্না করার সময় আগুন লাগল গ্যাস সিলিন্ডারে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার হাঁটাল পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সময়মতো জ্বলন্ত সিলিন্ডার সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে সকলে রক্ষা পায়। এদিন সকালে ওই স্কুলে মিড ডে মিলের রান্না হচ্ছিল। হঠাৎই গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে আগুন জ্বলতে শুরু করে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। আতঙ্কে মিড ডে মিলের রান্নার কর্মীরা দ্রুত সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আতঙ্কিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও স্কুলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে স্কুল চত্বরে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ ও বিডিও ঘটনাস্থলে আসেন। দ্রুত ওই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। কোনওরকমে সেই সিলিন্ডার নিয়ে স্থানীয় একটি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, স্কুলের রান্নাঘরে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা ছিল কিনা বা নজরদারির অভাব ছিল কিনা তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় স্কুল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন মুহূর্তের মধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের পাশেই একটি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বালির নিমতলা ঘাটে গঙ্গায় ভেসে এলো অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ বালির নিমতলা ঘাটে গঙ্গায় ভেসে এলো অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। কলকাতার রিভার ট্রাফিক পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে, মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। হাওড়ার বালির নিমতলায় গঙ্গায় ভেসে উঠলো এক ব্যক্তির দেহ। সোমবার সকালে ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বালি ব্রিজের পাশেই বালির নিমতলা গঙ্গার ঘাটে এদিন দেহটি উদ্ধার হয়। ওই ব্যক্তির পরনে ছিল হাফপ্যান্ট ও সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালি থানার পুলিশ। রিভার ট্রাফিক পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। রিভার ট্রাফিক পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে গঙ্গায় জোয়ারের জলেই খুব সম্ভবত অন্য কোথা থেকে ভেসে এসেছিল ওই দেহটি।

নাবালিকার বিবাহ বন্ধ করে দিল প্রশাসন

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ৭ এপ্রিলঃ এক নাবালিকার বিবাহ বন্ধ করে দিল প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার হাওড়ার উলুবেড়িয়ার বহিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজিপাড়া এলাকায়। উল্লেখ্য সোমবার বিশস্ত সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়ার উলুবেড়িয়া ১ এর বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হকের উপস্থিতিতে এই নাবালিকার বিবাহ বন্ধ করে দিল প্রশাসন। জানা গিয়েছে ওই নাবালিকা এখনও বিবাহ করার মত বয়স হয়নি। কিন্তু তার অভিভাবক তাকে বাগনান এলাকায় বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল বলে অভিযোগ । সেই খবর বিশস্ত সূত্রে পেয়ে প্রশাসন ও উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক এবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেখ মুরাদ আলীর উপস্থিতিতে তার বিবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাড়ির লোককে নির্দেশ দেয় যে এখন ওর পড়াশোনা করার বয়স। তাই এখন ওকে বিয়ে না দিয়ে ওকে পড়াশোনা করানো হোক। প্রসঙ্গত রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পে গ্রাম শহর সব জায়গাতেই মেয়েরা আজ উপকৃত। কিন্তু তা স্বত্বেও এখনও অনেকেই প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া স্বত্বেও নাবালিকাদের বিবাহ দিচ্ছেন। তবে রাজ্য প্রশাসন তৎপর আছেন। যার উদাহরণ উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের বহিরারএই ঘটনা।

ডেঙ্গু সতর্কতায় সচেতনতা র‍্যালি ডোমজুড়ের বেগড়ীতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ এপ্রিল ঃ ডেঙ্গু সতর্কতায় সচেতনতা র‍্যালি ডোমজুড়ের বেগড়ীতে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা মিছিল অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ার ডোমজুড়ের বেগড়ীতে। সোমবার সকাল ১০টায় বানিয়ারা আহমেদ প্রাইমারি স্কুলের সামনে থেকে ওই মিছিলের সূচনা হয়। মিছিলে অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলের দিদিমণিরা সহ আইসিডিএস-এর ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। মিছিল আসে বেগড়ী পঞ্চায়েত পর্যন্ত। প্রায় শতাধিক জন মিছিলে অংশ নেন। বেগড়ী আইসিডিএস-র সুপারভাইজার সুস্মিতা কুইলাড বলেন, এখনও বর্ষা পড়েনি। কিন্তু তার আগে থেকেই ডেঙ্গু ছড়িয়ে গেছে। তার কারণ নর্দমায় প্লাস্টিক ফেলা। নর্দমায় প্লাস্টিক ফেলায় জল জমে এখানে মশার লার্ভা তৈরি হচ্ছে। আমাদের অঙ্গনওয়াড়ীতে প্রতিটি বাচ্চাকে শিক্ষা দেওয়া হয় তারা যেন পরিষ্কার থাকে। বাড়ি এবং বাড়ির আশেপাশে এলাকা যেন পরিষ্কার রাখে। শিশুরাই

দেশের ভবিষ্যৎ। সেই কারণে এদের দিয়েই এই সচেতনতামুলক অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়েছে। এই বাচ্চাদের দেখে বড়রা যাতে শিখতে পারে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য যে যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা নিতে পারে। আমরা যারা র‍্যালিতে রয়েছি তারাই শুধুমাত্র সচেতন হলে হবেনা। সমাজকে ভালো রাখতে গেলে নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে। শুধুমাত্র নিজের ঘর নয় নিজেদের সমাজকে ঠিক রাখতে গেলে নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে। এই ব্যাপারে সমাজের প্রতিটি সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। নিজেদের ঘর বাড়ি যেন পরিষ্কার থাকে, নিজের চারপাশে জল যেন জমা না হয়। সাধারণ মানুষ অনেকেই সচেতন নয়। এই নোংরা আমরাই ফেলি। সচেতনতা সাধারণ মানুষের আগে আসা দরকার। বেগড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবাশিষ ঘোষ বলেন, গত জানুয়ারিতে এখানে চারটে ডেঙ্গু পজেটিভ কেস ধরা পড়েছিল। এখন সকলেই ভালো আছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে ৩ জন এবং মার্চ মাসের ১ জন ডেঙ্গু রোগী ধরা পড়ে। আমরা এখন থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

কারণ জুন-জুলাই মাসে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হাওড়া জেলার ডোমজুড় ব্লকে বেশি ডেঙ্গু হয়েছে। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভিসিডিরা বুথে বুথে স্প্রে করছে। প্রায় দেড় মাস ধরে বেগড়ী অঞ্চলে নর্দমায় প্লাস্টিক ফেলার বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছি। বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার, হেলথ সেন্টারে ব্যানারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটা পাড়ায় মাইক দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। এদিন অঙ্গনওয়াড়ীর দিদিদের নেতৃত্বে বাচ্চাদের নিয়ে ডেঙ্গু সর্তকতা অভিযান করা হয়েছে। আগামী দিনেও ডেঙ্গুর সংখ্যা যাতে না বাড়ে সেই লক্ষ্য নিয়ে সাধারণ মানুষকে পাশে নিয়ে ডেঙ্গু সচেতনতা র‍্যালি করা হবে।

নবান্নে ঢুকতে এসে পুলিশের হাতে আটক শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার রেকমেন্ডেড চাকরিপ্রার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃমঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি মামলার শুনানি। তার আগে সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাতে এসে পুলিশের হাতে আটক হলেন শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার রেকমেন্ডেড চাকরিপ্রার্থীরা। সোমবার দুপুরে বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীকে শিবপুর থানার পুলিশ আটক করে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি মামলার শুনানি। ওই মামলায় সুপার নিউ মারিক পোস্টের বাইরে শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার শিক্ষক পদের চাকরি প্রার্থীদের দাবি যাতে রাজ্য সরকার তোলে সেই দাবি নিয়ে এদিন তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে গার্ডরেল সরিয়ে তারা জোর করে নবান্নে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের আটক করে। চাকরিপ্রার্থীরা জানিয়েছেন, ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করার পর ২০২২ সালে রাজ্য সরকার তাদের চাকরির সুপারিশপত্র দেয়। ৩০ মাস হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত তারা হাতে নিয়োগপত্র পাননি। তাঁরা এখনো ওয়েটিং লিস্টেই রয়ে গেছেন। এদিন আন্দোলনকারী এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, আমাদের প্যানেলে কোনও দুর্নীতি নেই। ২০২২ সালে এই পোস্টের জন্য আমাদের রেকমেন্ডেশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের এখনও পর্যন্ত কোনও নিয়োগ দেওয়া হয়নি। সেই কারণে আমরা দিদির সঙ্গে কথা বলার জন্য নবান্নে এসেছিলাম। আগামীকাল ৮ তারিখ সুপ্রিম কোর্টে এই পোস্টের হেয়ারিং আছে। দিদি যেন আমাদের শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষাকে আলাদা করে দ্রুত নিয়োগপত্র দেন সেই দাবি নিয়েই আমরা আজকে এসেছিলাম। আরেক আন্দোলনকারী বলেন, আমরা শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার রিকমেন্ডেড চাকরিপ্রার্থী। দীর্ঘ ৩০ মাস আমরা রেকমেন্ডেশন পেয়েছি। স্কুল পেয়েছি। কিন্তু আমাদের এখনও পর্যন্ত নিয়োগ হয়নি।

বারুইপুরে উদ্বোধনের অপেক্ষায় আতশবাজির সেলিং হাব

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৭ এপ্রিল ঃ বারুইপুরে উদ্বোধনের অপেক্ষায় আতসবাজি সেলিং হাব। বারুইপুরের উত্তরভাগ কাটাখাল বাইপাসের ধারে আতসবাজি বিক্রির জন্য সেলিং হাব হচ্ছে। প্রথম ধাপে ৫০টি দোকান তৈরি হয়ে গিয়েছে। শুধু রঙের কাজ বাকি। আরতা শেষ হলেই উদ্বোধন হবে বলে জানা গিয়েছে। ৪৮০টি সবুজ বাজি বিক্রির দোকান নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প দফতর। এবার বাকি দোকান তৈরির কাজ কবে হবে সে প্রশ্ন তুলছেন বাজি ব্যবসায়ীরা। বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, ৫০টি দোকান চলতি বছরের পুজোর আগেই উদ্বোধন হতে পারে। বাকি দোকান নির্মাণে কিছু জটিলতা থাকায় আটকে আছে। অন্যদিকে জানা গিয়েছে, বাজি তৈরির জন্য আলাদা জমি দিতে প্রস্তুত হাড়ালের বাজি ব্যবসায়ীরা। হারালের এক ব্যবসায়ী বলেন, ২০ বিঘা জমি আমাদের তৈরি আছে। কিন্তু প্রশাসনের কর্তারা সবুজ সিগন্যাল দিলে তবে তা

দেওয়া হবে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ এই কাজের জন্য বারবার প্রশাসনের কর্তারা জায়গা পরিদর্শন করে গেছেন। তারপরও কাজ এগোয় নি। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বেগমপুর পঞ্চায়েতের কাটাখাল উত্তরভাগ বাইপাসে খালের দুধারে দুকোটি ৪৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ব্যয়ে এই বাজি সেলিং হাব নির্মিত হচ্ছে। গতবছর উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থেকে এর শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোট ৬২ বিঘা জমিজুড়ে এই হাব তৈরি হচ্ছে। বারুইপুর ব্লকের চম্পাহাটি, বেগমপুর, সাউথ গড়িয়া পঞ্চায়েতের এক লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত।

হাব ছাড়াও উত্তরপুরীতে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। এর জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও ক্ষুদ্র শিল্পদফতর থেকে জায়গা দেখা হলেও কাজ এগোয়নি বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। স্থানীয় বাজি ব্যবসায়ী অর্জুন মণ্ডল বলেন, হাব নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বিধায়ক বিভাস সরদার। বাজি তৈরির জন্য জমি দিতে ব্যবসায়ীরা প্রস্তুত। আর তা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হলে উপকৃত হবে এলাকার মানুষ।

চাকরিহারাদের একাংশর কথা শুভেন্দুর সঙ্গে, আশ্বাস বিরোধী দলনেতার

কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আইনি সাহায্যের আর্জি জানাতে সোমবার তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন চাকরিহারাদের একাংশ। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন শুভেন্দুবাবু। এদিন নেতাজি ইন্ডোরের সভায় চাকরিহারাদের পাশে থাকার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাণ থাকতে কারও চাকরি যাবে না বলেই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আশ্বস্ত না হয়ে চাকরিহারাদের একাংশ শুভেন্দুবাবুর কাছে যান। মুখ্যমন্ত্রী আজ চাকরিহারাদের সমাবেশে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে বললেও শুভেন্দুবাবু বলেন, ‘‘স্বেচ্ছাশ্রম দেবেন না। সিভিক টিচার হবেন না। আপনারা আইনজীবী ঠিক করুন। টাকা লাগবে না। আমরা বিজেপি এমএলএরা টাকা দেব। একমাসের বেতন দিয়ে দেব। ১৬ বার শুনানি হয়েছে। যোগ্যদের তালিকা দিলে, এই দৃশ্য দেখতে হত না। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার দাবি, ‘‘নেতাজি ইন্ডোরে বেশিরভাগ চাকরিহারা ঢুকতে পারেননি। কারও বক্তব্য শুনতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুবাবুর হুঁশিয়ারি, ‘‘আগামী ১৫ এপ্রিলের মধ্যে যোগ্য চাকরিপ্রাপকদের তালিকা সুপ্রিম কোর্টে পেশ করতে হবে। না করলে আগামী ২১ এপ্রিল পতাকা ছাড়া লক্ষ মানুষ নবান্নের দিকে যাবে। আমাদের ডাকলে পতাকা ছাড়া নবান্নের সামনে যাব। বিক্ষোভ সমাবেশ করব। জেলে যেতে হলে যাব।

সুন্দরবন পুলিশ জেলায় বেসরকারি বাস ধর্মঘট হয়ে গেল

দুরন্ত বার্তা,ডায়মন্ড হারবার, ৭ এপ্রিলঃ অবৈধ গাড়ির রমরমায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে বৈধ বাস মালিকদের। এরই প্রতিবাদে সোমবার সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ১৩টি রুটে বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বাস মালিক সংগঠন। সুন্দরবন পুলিশ জেলাজুড়ে এই একদিনের বাস ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া পড়লো। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন পথে বেরিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয় সুন্দরবন পুলিশ জেলার বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াতকারী বাস যাত্রীদের। এদিন সকাল থেকেই ১৩টি রুটে বাস বন্ধ ছিল। রুট পারমিটহীন অবৈধ বিভিন্ন গাড়ি অবাধে রাস্তায় চলাচল করায় লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না বাস মালিকরা। সুন্দরবন জেলা বাস অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট কমিটির সভাপতি রইচ মোল্লা এদিন বলেন, বিভিন্ন রুটে অবাধে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ গাড়ি চলাচল করছে। এ সমস্যা আজকের নয়, দীর্ঘদিনের। প্রতিদিনই বাড়ছে অবৈধ গাড়ির সংখ্যা। বিভিন্ন রুটে অবৈধভাবে চলাচল করছে প্রচুর সংখ্যায় অটো, টোটো, ট্রেকার, জিও গাড়ি ও ম্যাজিক গাড়ি। ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী বৈধ বাসের মালিকদের। যাত্রীসংখ্যা কম হওয়ায় রোড ট্যাক্স, বিমা এবং ফাইনান্সের টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না তাঁরা। সংসার খরচ চালাতেও অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। সুন্দরবন জেলা পুলিশ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকে বারবার বলে ও কোনও সুরাহা না মেলায় এদিন সুন্দরবন পুলিশ জেলাজুড়ে বাস ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ধর্মঘটী বাস মালিকদের সঙ্গে এদিন বৈঠক করে। সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়। তারপরই সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ধর্মঘট তুলে নেওয়া হবে। আগামিকাল মঙ্গলবার থেকে ওই ১৩টি রুটেই পুনরায় বাস চলাচল করবে। সংগঠনের তরফে প্রশাসনকে একমাস সময় দেওয়া হয়েছে। সমস্যার সমাধান না হলে লাগাতার বাস ধর্মঘটের পথে হাঁটবে জয়েন্ট কমিটি। এদিন সুন্দরবন পুলিশ জেলা থেকে যাতায়াতকারী এম-১০, ফলতা সেক্টর, ২৪৬, এসডি- ১৯, নামখানা, কাকদ্বীপ, বকখালি, এসডি-৫০-সহ ১৩টি রুটে চলাচলকারী সমস্ত বাস বন্ধ ছিল। কোনও বাসই রাস্তায় না নামায় দিনভর নাকাল হতে হয়েছে যাত্রীদের। স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারিতে যাতায়াত করা অসংখ্য যাত্রীকে দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। অনেক বেশি ভাড়া গুণে ব্রেক-জার্নি করে তবেই গন্তব্যে পৌঁছতে হয়। অনেকেই আবার নির্দিষ্ট সময়ে অফিস ও আদালতে পৌঁছতে না পারায় মাশুল গুনেছেন।একমাসের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলন করবে বাস সংগঠন।

জয়নগরের মোয়ার পরে এবার বারুইপুরের পেয়ারা জি আই স্বীকৃতি পাওয়ায় পেয়ারার সাথে যুক্তরা উপকৃত হবে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,৭ এপ্রিলঃ জয়নগরের মোয়ার পরে এ বার জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমা পেল বারুইপুরের পেয়ারা। বারুইপুরের পেয়ারা অতুলনীয় এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর। এবার বারুইপুরেরপেয়ারা জি আই তকমার পেল। ইতিমধ্যেই বারুইপুরের পেয়ারা দেশ বিদেশে রফতানির ফলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। জি আই তকমা পাওয়ার পরে এই পেয়ারার চাহিদা আরও বাড়বে এবং পেয়ারা চাষের সঙ্গে যুক্ত চাষিরা ভাল দাম পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে হরেক পণ্য বা প্রাকৃতিক সম্পদ।তাদের বাণিজ্যিক বা অর্থকরী গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মেধাসত্ত্বের অভাবে সেসব পণ্যের যথাযথ বাণিজ্যিক ব্যবহার হয় না। বিশ্বের দরবারে পণ্য গুলিকে যথাযথ মর্যাদা দিতেই পেটেন্ট বা কপিরাইটের মতোই জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারও বাংলার নিজস্ব পণ্যকে স্বীকৃতি দিতে সব রকমের সহায়তা দিতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই বাংলায় বহু পণ্য জিআই তকমা পেয়েছে। তাতে নতুন করে যোগ হল আরও সাতটি পণ্য।সেগুলি হল বাংলার নলেন গুড়ের সন্দেশ, কামার পুকুরের সাদা বোঁদে, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, বিষ্ণুপুরের মতিচুরের লাড্ডু, রাঁধুনিপাগল চাল, বারুইপুরের পেয়ারা এবং মালদহের নিস্তারি সিল্ক সুতো।

রাধুনী পাগল চালের জন্য জিআই আবেদন করে দক্ষিণ ২৪পরগনার নরেন্দ্রপুর স্টেট এগ্রিকালচার ম্যানেজমেন্ট এন্ড এক্সটেনশন ইনস্টিটিউট। কৃষি পণ্যের বিভাগে এই পণ্যের আবেদন করে তাঁরা। বারুইপুর ফেমাস প্রসিডিওর কোম্পানির

তরফ থেকে বারুইপুরের পেয়ারার আবেদন করা হয়েছিল। রাজ্যের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের অন্যতম সংগঠন মিষ্টি উদ্যোগের তরফে জি আইয়ের আবেদন করা হয়কামারপুকুরের সাদা বোঁদে, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, বিষ্ণুপুরের মতিচুরের লাড্ডু এবং বাংলার নলেন গুড়ের সন্দেশের জন্য। মালদহ সিল্ক ইয়ার্ন প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন আবেদন জানায় তাদের নিজস্ব রেশন সুতোর জিআই স্বীকৃতির জন্য। সব মিলিয়ে রাজ্যে মোট ৩৫টি পণ্যের ঝুলিতে এলো এই বিশেষ স্বীকৃতি। আর বারুইপুরের পেয়ারা জি আই স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি বারুইপুরের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এতে পেয়ারার সাথে যুক্ত মানুষ জন আরও উপকৃত হবে এবং পেয়ারা বিশ্বের বাজারে আলাদা জায়গা করে নেবে।

বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা উন্মোচন বিষয়ে একাডেমি অফ টেকনোলজি-তে অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপক ভি. রামগোপাল রাও

বনস্পতি দে, আদিসপ্তগ্রাম হুগলি, ৭ এপ্রিলঃ ভারতের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা উন্মোচন বিষয়ে একাডেমি অফ টেকনোলজি-তে অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপক ভি. রামগোপাল রাও, ভিসি বিআইটিএস পিলানি। বিআইটিএস পিলানি প্রতিষ্ঠানের গ্রুপ ভাইস-চ্যান্সেলর এবং আইআইটি দিল্লির প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক ভি. রামগোপাল রাওকে আতিথ্য দেওয়ার বিশেষ সম্মান পেয়েছে একাডেমি অফ টেকনোলজি । ভারতের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা উন্মোচন, বাধা ভাঙা এবং উদ্ভাবনকে উদ্দীপ্ত করা শীর্ষক একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক রাও। এই অনুষ্ঠানটি এবং পিলানির মধ্যে চলমান সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত, যা তাদের সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপায়িত হয়েছে। ৫০০ টিরও বেশি

গবেষণাপত্র এবং ৫০টি পেটেন্টধারী ন্যানোইলেক্ট্রনিক্সের একজন বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক রাও ভারতের মুখোমুখি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেছেন। তার অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ এবং চিন্তা-উদ্দীপক উপস্থাপনার মাধ্যমে, তিনি জ্বালানি নিরাপত্তা, জলের প্রাপ্যতা এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের উপর ভিত্তি করে বাস্তবসম্মত সমাধান প্রদান করেছেন। শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপচারিতার সময়, অধ্যাপক রাও জোর দিয়ে বলেন যে জ্বালানি এবং নিরাপত্তা ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উদ্বেগের বিষয়। তিনি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি জ্বালানি উৎপাদন এবং ব্যবহারের জন্য দেশীয়, টেকসই সমাধান বিকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। অধ্যাপক রাও পানীয় জলের প্রাপ্যতার উদীয়মান সমস্যা, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দ্রুত নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে, ডিস্যালিনেশন প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনের গুরুত্বের উপর জোর দেন। দারিদ্র্য এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, অধ্যাপক রাও জোর দিয়ে বলেন যে গভীর-গবেষণা-চালিত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন গ্রহণ করে ভারতের এই ক্ষেত্রগুলিতে লাফিয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে দীর্ঘমেয়াদী, গবেষণা-নিবিড় উদ্ভাবনগুলি প্রায়শই আরও ভাসাভাসা বা স্বল্পমেয়াদী সমাধানের পক্ষে উপেক্ষা করা হয়। অধ্যাপক রাওয়ের সফর একাডেমি অফ টেকনোলজি এবং বিআইটিএস পিলানি-এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং আশা করা হচ্ছে যে এটি জ্ঞান, গবেষণা এবং দক্ষতার সমৃদ্ধ বিনিময়কে উৎসাহিত করবে। -এর পরিচালক এবং খড়গপুরের প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যাপক দিলীপ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, ‘‘প্রফেসর রামগোপাল রাও-এর অগ্রণী গবেষণা এবং নেতৃত্ব ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর এক রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলেছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অব্যাহত সহযোগিতার জন্য আমরা উত্তেজিত। -এর চেয়ারম্যান ট্রাস্টি অধ্যাপক অনিন্দিতা ব্যানার্জি এই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে বলেন, ‘‘আমাদের সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে -এর সাথে যুক্ত হতে পেরে আমরা গর্বিত, এবং অধ্যাপক রাও-এর এই সফর উদ্ভাবন এবং উৎকর্ষতাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্বের মূল্যকে পুনরায় নিশ্চিত করে। এই সফর এবং -এর মধ্যে আরও একাডেমিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খাড়ীতে সম্প্রীতি গোলকাপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৭ এপ্রিলঃ খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো হলো সুন্দরবনে। রায়দিঘি থানার মথুরাপুর দু নম্বর ব্লকের খাড়ী শ্রীনগরে দুদিনের সম্প্রীতি গোল্ড কাপ হয়ে গেল।শনিবার এই ফুটবল খেলার সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার,রায়দিঘির বিধায়ক ডা. অলক জলদাতা, মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, সিরাজ উদ্দিন বৈদ্য,মথুরাপুর ২নম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রশান্ত সরকার, জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার, খেলা উদ্যোক্তা কমিটির সভাপতি নূর মোহাম্মদ শেখ, মথুরাপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দ্বয় শাহানা শেখ, প্রতিমা ভূঁইয়া, বেঙ্গল এর খেলোয়াড় তথা মাইনোরিটি সেলের সভাপতি আব্দুল হাকিম মোল্লা, গীর্জার ফাদার, পুরোহিত সহ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গগণ। এ দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, সম্প্রীতি গোলকাপের পতাকা উত্তোলন করেন নূর মোহাম্মদ শেখ। মাঠের

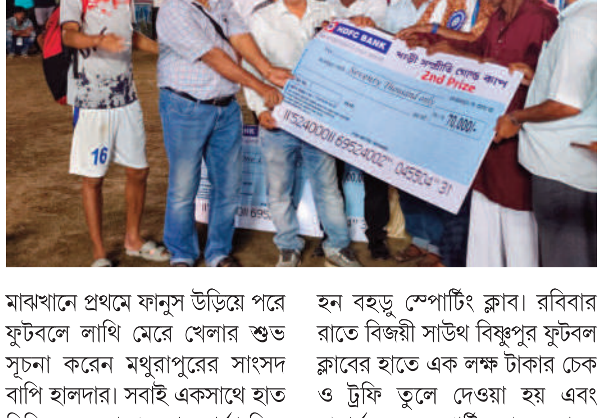

মাঝখানে প্রথমে ফানুস উড়িয়ে পরে ফুটবলে লাথি মেরে খেলার শুভ সূচনা করেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। সবাই একসাথে হাত মিলিয়ে একসাথে চলার বার্তা দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এই খেলার মধ্যে দিয়ে সব ধর্মের মিলিত সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরা হলো। দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা ও কলকাতার নিউটাউন থেকে ১৬ টি দল এই ফুটবল খেলার অংশ নেন। রবিবার এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে অংশ নেয় সাউথ বিষ্ণুপুর ফুটবল ক্লাব ও বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাব। বিজয়ী হন সাউথ বিষ্ণুপুর ফুটবল ক্লাব এবং রানার্স হন বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাব। রবিবার রাতে বিজয়ী সাউথ বিষ্ণুপুর ফুটবল ক্লাবের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয় এবং রানার্স বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের হাতে ৭০ হাজার টাকার চেক ও রানার্স ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

এদিন রানার্স ট্রফি নিতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন বহড়ু স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক তথা বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিউর রহমান লস্কর, সভাপতি মলয় দাস সহ আরো অনেকে। দুদিনের এই খেলা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে বহু ফুটবল প্রেমী মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১২৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৫ চৈত্র , ১৪৩১

জীবনে চাওয়া পাওয়ার পরিমাণ খুবই কম

সম্পাদকীয়

একজন গরীব নিজেই বলবে আমার আবার খরচ কি সারাদিন ভিক্ষা করি, যা আয় করি তাতেই চলে যায়। জীবনে চাওয়া পাওয়ার পরিমাণ খুবই কম। এটা যেমন গরীবের ধারনা এটা আমাদের সবার ধারনা। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, কারণ বড় লোকের মত মান সম্মত করে যদি তাদের জীবনকেও গড়তে হয় তখন বোঝা যাবে কী পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন। এরা নিজেরা যদি ব্যাংকে গিয়ে বলে কিছু টাকা ঋণ নিতে চাই, পাবে না কারণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত ডকুমেন্ট চাইবেন তা তারা দিতে বা দেখাতে পারবেন না। এরা ভালো রেস্টুরেন্টে বা ভালো হোটেলে ঢুকতে পারবে না। এদের কেউ দাওয়াত করবে না। এদের সবাই ভিক্ষা দিবে বা দান করবে। ভিক্ষা বা দানের কারণে বড় লোকের জন্য আখেরাতের সুযোগ সুবিধা বাড়বে বিধায় তারা দান খয়রাত করে থাকে। শুরুতেই বড় লোক হয়ে জন্মানোর পিছে যথেষ্ট ভালো যুক্তি রয়েছে। কারণ গরীব হয়ে জন্মানো ব্যয়বহুল অন্যদিকে বড় লোক হয়ে জন্মানো ব্যয় যেমন কম ঝামেলাও কম। বড়লোক হলে সব কিছু দিব্যি পাওয়া সম্ভব। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাড়িতে এসে ঋণ দিয়ে যাবে। হোটেল রেস্টুরেন্টে গেলে যত্ন করবে ইত্যাদি। জীবনের শুরুটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে জন্মেছে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না তবে যে জন্মদাতা তাকে বিষয়টি ভাবতে হবে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বিল গেট বলেছেন, জন্মের শুরুতে বাবা-মা পাওয়া এটা চয়েস নয় তবে শ্বশুর শাশুড়ী পাওয়া চয়েস। কথাটির মাঝে সেন্স রয়েছে। হঠাৎ ধনী দরিদ্র নিয়ে লিখতে বসলাম কিন্তু কেন, কি এমন নতুন কিছু এতে রয়েছে এটাই সবাই বলবে। নতুন বা পুরোনো বলে কথা নয়, সব কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু অনেক গরীবের জীবনের পরিবর্তন হচ্ছে না। ভাগ্য? ভাগ্য কি পুনঃনির্ধারিত যাকে পরিবর্তন করা সম্ভব? আমি স্রষ্টাকে বিশ্বাস করি তাই বিশ্বাস করি ভাগ্যের পরিবর্তনকেও। তবে পরিবর্তনে দরকার কিছুটা সাহায্য এবং সহানুভূতির। সমাজের দায়িত্ব এবং কর্তা ব্যক্তি যদি একটু সহানুভূতির পরিচয় দেয় তবে পৃথিবীর অনেক গরীবের ভাগ্যের পরিবর্তন হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। অসহায়ত্বের নির্মম গল্প! শুনবে কি কেউ? কিডনি রোগে আক্রান্ত শিশু নূর মোমিনের চিকিৎসা সহায়তা চেয়ে নিজের ফেসবুক পেজে একটি মানবিক আবেদন জানিয়েছিলাম সপ্তাহখানেক আগে। বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক বিধায় দেশে এবং প্রবাসে অবস্থিত অসংখ্য মানুষ নূর মোমিনের সুস্থতার জন্য যেমন সৃষ্টিকর্তার নিকট দোয়া করছেন। পাশাপাশি কিছু মহৎপ্রাণ মানুষ প্রচার প্রচারণা এবং আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে শিশুটির উন্নত চিকিৎসা কাজে সাহস যুগিয়ে চলছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বরাবরের ন্যায় সুইডেন প্রবাসী রহমান মৃধা, কাজী শহীদ, ভাই, বন্ধু নাজমা পারভীন, চাচা মো. হাবিবুল্লাহ, মুক্তা মেসবাহুল ইসলাম, হাসিব উদ্দিন, শামসুদ্দিন ভাইদের সহযোগিতায় কয়েকজন স্বনামধন্য চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গতকাল নূর মোমিনের পিতা-মাতা তাদের বাচ্চাসহ উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে ঢাকার পথে যাত্রা করেন। গতকাল দীর্ঘ যাত্রার পর ভ্রমণ ক্লান্তিকে সঙ্গী করে প্রথমে ধানমন্ডি ২ নম্বরে অবস্থিত পপুলার কনসাল্টেশন সেন্টারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানোর সুযোগ পান। এখানকার চিকিৎসক প্রথমে রেফার্ড করেন ল্যাবএইডে, ল্যাবএইডের চিকিৎসক রেফার্ড করেন বিএসএমএমইউ (সাবেক পিজি) তে। আজ সকাল ৮ থেকে পিজি হাসপাতালের চিকিৎসকরা পরস্পর তিনজনকে রেফার্ড করেন। সর্বশেষজন বলেন, আগামীকাল সকাল নয়টার মধ্যে অমুক ডাক্তারকে দেখাবেন! এদিকে চিকিৎসকদের রেফার্ডের যাঁতাকলে পড়ে শিশু নূর মোমিনের শারীরিক অবস্থা আরও খারাপের দিকে। উপায়ন্তর না পেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত এক স্নেহভাজনকে স্মরণ করি। তার তৎপরতায় অতি দ্রুত রোগীকে পাঠাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানকার চিকিসক বলেন, এ রোগীর সুচিকিৎসা এখানে নয়, পিজিতেই সম্ভব। এবার বোঝেন ঠ্যালা কারে কয়। ক্লান্ত শ্রান্ত নূর মোমিনের পিতা-মাতার একেবারে নাস্তানাবুদ অবস্থা। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা প্রায়। এতো কষ্টের পরে রাতে কোথায় মাথাগোঁজার ঠাঁই হবে জানেনা তার পিতা-মাতা। জানি না আগামী দিনের ভোগান্তির কথা চিন্তায় এলে নূর মোমিনের পিতা-মাতার ঘুম হবে কিনা। পরিশেষে বলি এদেশের ডাক্তার, হাসপাতাল কি নূর মোমিনদের জন্য, নাকি অন্যগ্রহে বসবাসকারী কোন প্রাণীদের জন্য? শাহজাহান সমাজ সেবা করে, সমাজসেবা তার পেশা না। সে পেশায় একজন ব্যাংকার। নিজের টাকা এবং নিজের সময় খরচ করে মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করে। বিনিময়ে হয়ত একটু তৃপ্তি পায়, ভালো লাগে কারো মুখে হাসি দেখলে। নূরের বয়স ১৮ মাস, তার জন্ম হয়েছে দরিদ্র পরিবারে এটা তার দোষ নয়। জন্মের শুরুটা এমন মর্মান্তিক এটাও তার দোষ নয়। নূরের বাবা-মা চেষ্টা করছে নূরের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে। এখন দরকার একটু সাহায্য এবং সহানুভূতির। আমার বিশ্বাস যদি নূর বেঁচে যায় এবং সে যদি জীবনে বড় হতে পারে তবে তার গল্প যারা শুনবে তারা বিশ্বাস করবে যে ভাগ্যের পরিবর্তন করা সম্ভব। আজ তিনদিন হলো নূর ঢাকায়। তাকে এ পর্যন্ত পাঁচজন খ্যাতনামা ডাক্তার দেখেছে তবে কোন সিদ্ধান্তে আসেনি। আজ কিডনি হাসপাতালের পরিচালক নিজে তাকে দেখেছেন এবং ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে রেফার্ড করেছেন। আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তা শাহজাহানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছেন এবং কাল সকালে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল তাকে ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে যা নূরের শেষ আশা।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

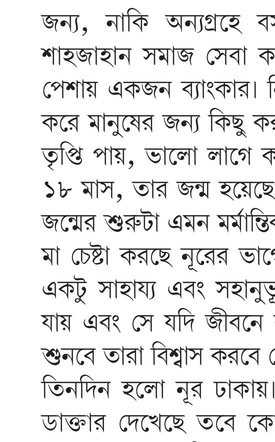

সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না।

বামাক্ষ্যাপা দর্শনকে বুঝতে হবে

সৎ শিক্ষা নারী জাগরণ ঘটাতে সক্ষম। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বারবার শিক্ষার ওপরে জোর দিয়ে গিয়েছেন।নারী জাগরণ সবার আগে প্রয়োজন। তা হলে সমাজের কুসংস্কার দূরিভূত হবে। নাহলে কিন্তু সমাজ থেকে কুসংস্কার কোনও কালেই দূর হবে না। সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গেলেপ্রয়োজন হচ্ছে মহিলা শিক্ষার অগ্রগতি। বিজ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করা। যত বেশি করে বিজ্ঞান চর্চা হবে ততই বাংলার মানুষ সত্যে পরিণত হবে। অসত্যকে ত্যাগ করবে।

‘পুরুষ নয়, সিংহিনীর মতন শক্তিময়ী নারী চাই ..এদেশের জন্য যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই’- বিবেকানন্দ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ভারতের ভাগ্যাকাশে ভগিনী নিবেদিতার আবির্ভাবটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভবিষ্যতদ্রষ্টা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলে রেখে গিয়েছিলেন, ‘ওরা সব কলমির দল, ওরা এখানকার, ওদের ওখানে আসতেই হবে।’ স্বামী বিবেকানন্দ এমন এক নারী শক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন যিনি দেশের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। উৎসাহিত করবেন। পেয়ে গেলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে। ১৮৯৮ সালে ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় পা রাখলেন মার্গারেট। তবে তাঁকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করার আগে বহুবার যাচাই করে নিয়েছিলেন স্বামীজি। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের জন্য যে কাজ তুমি করবে তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। পুরুষ নয়, সিংহিনীর মতন শক্তিময়ী নারী চাই। ..এদেশের জন্য যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই।’ তবে সিদ্ধান্ত তোমায় গ্রহণ করতে হবে। ‘আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। আবার সাবধান করে দিই, তোমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারও আশ্রয়ের ভরসা করা চলবে না।’ মোমবাসা জাহাজে চেপে যখন ভারতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন মার্গাটের তখন তাঁর হাতে ছিল একটি চিরকূট স্বামীজির লেখা-‘আমরণ আমি তোমার পাশে থাকবো। কথা দিচ্ছি তোমায়।’ স্বামী বিবেকানন্দের কথার ওপরে ভরসা করে রাধীন ভারতের নাগরিকদের মুক্তি পথ দেখাতে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর আগে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়েছেন এবং বিশদে জেনে নিয়েছিলেন। অফুরন্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামাজিক ভেদাভেদের ফলে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না ভারতবাসীরা। তাদের এই ধর্মীয় আবেগ এবং সামাজিক বিভেদকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বহাল তবিয়তে শাসন করে চলেছে ব্রিটিশ সরকার। আয়ারল্যাণ্ডের বাসিন্দারা ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ছিল। তারা ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য গোপনে গোপনে আন্দোলন করতে শুরু করে। মার্গারেট আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার ফলে ভারতের প্রতি তাঁর আকর্ষন তীব্র হতে শুরু করে। নারীর জাগরণ শক্তি দিয়ে স্বাধীন ভারতবাসীদের মুক্ত করতে এসেছিলেন মার্গারেট। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আগেই হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন যে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেতে চলেছেন তা অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্বিষহ। প্রতি মুহূর্তে বিবাদ, বিক্ষোভ এবং বিপদও আসতে পারে। সামাজিক ও ধর্মীয় বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে হবে। জাগরিত করতে হবে ভারতের নারী শক্তিকে। তবেই ভারতের মুক্তি। স্বামীজি তাঁর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছিলেন বিভেদের মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষে গিয়ে তাঁর কাজ করতে কোনও অসুবিধা হবে কিনা। কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সমাজকে জাগরিত করতে তিনি সক্ষম হবেন কিনা। অকুতোভয় মার্গারেট তাঁর জীবন শক্তি দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কর্মযোগ, ধ্যানযোগ এবং শক্তিযোগের সমন্বয়ে তিনি আজীবন ভারতবাসীর উন্নতির জন্য কাজ করে যাবেন। কোনও বিরুদ্ধ শক্তি তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আয়াল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ ছিল মার্গারেটের। সেখান থেকে তিনি সংগ্রাম করার শক্তি অর্জন করেছিলেন। নিজে কিন্ডারগার্ডেন স্কুল স্থাপন করলেন উইম্বলডনে। নাম দিলেন ‘দ্য কিংসলে স্কুল’। শিক্ষাকে জীবন উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করতেন। মার্গারেট যখন কলকাতায় এলেন তখন স্বামীজির ছয়জন বিদেশি শিষ্যশিষ্যা ছিলেন। তাঁদের নাম ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার, হেনরিয়েটা মুলার, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও মার্গারেট। প্রত্যেকেই বিপুল শক্তির অধিকারী। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা রাখেন। আবার এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তি সঞ্চয়কারিনী ছিলেন মার্গারেট। তিনি একাদিকে যেমন বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ভারতকে স্বাধীন করার কাজে আবার তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে উৎসাহিত দিতেন উন্নততর বিজ্ঞান সাধনায়। বাগবাজারে মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নারী শিক্ষার প্রসারের দিকে অগ্রসর হলেন। আচার সর্বস্ব ধর্ম নয়, জীবন সর্বস্ব ধর্মও প্রচার করতে শুরু করলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দ এর ব্যবহারিক জীবন ধর্ম দর্শনকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন যা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সূচনা করে গিয়েছিলেন। ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ গ্রন্থে ব্যবহারিক জীবন দর্শন এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে প্রতি ছত্রে ছত্রে। বিজ্ঞান জীবন ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী মূল স্তম্ভ। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব গোটা ইংল্যাণ্ডবাসীর চেতনাকে জাগ্রত করে আন্তর্জাকিতায় রূপ দিয়েছিল। ব্রিটিশদের উপনিবেশবাদের মাধ্যমেই বিজ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিজ্ঞান চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। এটা ছাড়া ভারতবাসীর কোনও মুক্তি নেই তা বুঝতে পেরেছিলেন মার্গারেট। পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচঃদ্র বসুর বহু লেখা তিনি সম্পাদনা এবং প্রণয়নের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশচঃদ্র বসুর লেখা ‘লিভিং অ্যাণ্ড নন-লিভিং’, ‘প্লান্ট রেসপন্স’, ‘কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রো-ফিজিওলজি’, ‘ইরিটেবিলিটি অব প্ল্যান্ট’ এবং রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র এরপ্রকাশিত গবেষণাপত্র সবকটিই প্রবন্ধই মার্গারেট সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন। পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী বলেই ইউরোপে তাঁর বহু তত্ত্বকে একেবারে হীন দৃষ্টিতে দেখা হতো। বিশ্ব বিখ্যাত অত্যন্ত শক্তিশালী বিজ্ঞান কর্মকে অবহেলা করে দেওয়ার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী যেন ইউরোপের বিজ্ঞানীদের সমকক্ষ না হন। তাঁদেরকে অতিক্রম না করতে পারে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস যে ধরনের বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁর কাছে নোবেল পুরস্কার পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁকে পেতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই নোবেল পুরস্কার নিয়ে ফেলেছিলেন। ভারতের বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিতার অবদান মানসিকভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশ বসু যাতে সেই সময়ে ভেঙে না পড়েন তার জন্য নিবেদিতা সব সময়ে তাঁকে আগলে রেখে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি জাতির গৌরব বলে মনে করতেন। বেতার তরঙ্গের আবিস্কারকর্তা ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু সেটাও তিনি প্রচার করতেন। ১৯০২ সালে বাঁকিপুরে হিন্দু স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্বর্ধনায় তরুণদের বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আকর্ষিত হওয়ার কথা বললেন। সংস্কৃত দর্শন শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসারের খুব প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার ইচ্ছা তাঁর মনের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। লোকমাতা নিবেদিতা রূপে মার্গারেট যখন শিক্ষার উন্নয়নের কাজ করতে শুরু করলেন তখন কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত। ব্রাহ্ম ধর্মের মেয়েরাও পর্যন্ত শিক্ষিত যেটা চাইছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। শিক্ষিত নারী সমাজ

তৈরি না হলে কিন্তু ভারত জাগ্রত হবে না বিশেষ করে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার দরকার রয়েছে। বিজ্ঞানই পারে ধর্মীয় অন্ধকারকে দূর করে দিতে। মানবসেবা বহির্ভূত ধর্ম ভারতবাসীকে একেবারে নিমজ্জিত করে রেখে দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বেলুড় মঠ তৈরি করে আধুনিক হিন্দু ধর্মের বিকাশ ঘটালেন, ভগিনী নিবেদিতা পরিচিত জনের মধ্যে বিজ্ঞান চেতানার বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করতে শুরু করলেন। ভগিনী নিবেদিতার বিজ্ঞান উৎসাহের উৎকৃষ্ট ফসল হলো কলকাতার ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’। ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করে আগামী দিনে ভারতে নতুন বিজ্ঞানী সৃষ্টির পথ তৈরি করে দিয়ে গেলেন। কলকাতায় এসে যখন সমাজের বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন ভগিনী নিবেদিতা তখন তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম শুনতে পান। বহু প্রতিভার অধিকারী জগদীশ চন্দ্র বসু তখন দিশাহারা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর করুণ অবস্থার সময়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন নিবেদিতা এবং সারাবুল। কালা আদমি বিজ্ঞানী বলেই জগদীশ চন্দ্র বসু ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে যোগ দিয়েও সাদা চামড়ার কর্মীদের চেয়ে কম বেতন পেতেন। চাকরিতে যোগদান করলেও তিনি বেতন গ্রহণ করতেন না। আর্থিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন। তবে ভগিনী নিবেদিতা এবং সারা বুল জগদীশ চঃদ্রকে মানসিক উৎসাহ দিতেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া বিজ্ঞানী সংগ্রাম করার রশদ পেয়েছিলেন নিবেদিতা এবং সারাবুলের কাছ থেকে। প্যারিসে বিজ্ঞান কংগ্রেসে পেপার জমা করেছিলেন জগদীশ চন্দ্র। নিবেদিতা তাঁকে উৎসাহ দিতেন বটে। কিন্তু ইউরোপের সাদা চামড়ার বিজ্ঞানীরা তাঁকে তৃর্যক মন্তব্য করতে ছাড়তেন না। বহুবার তিনি বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছেন। রাস্তায় যেতে যেতে ‘হিদেন’ বলে প্রতিহত হতে থাকেন। জগদীশচন্দ্র দশ বছরের বড় ছিলেন বটে। কিন্তু নিবেদিতা তাঁকে পুত্রের মতো স্নেহ দান করতেন। শিশুর মতো আগলে রেখেছিলেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য জগদীশচন্দ্র বসুকে ‘বোস-ওয়ার’ বলে সম্বোধন করতেন সমর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন নিবেদিতা। লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। থেমে থাকলে বা পিছিয়ে গেলে চলবে না। হেরে গিয়ে বসে থাকলে হবে না। হারার মধ্যে দিয়ে জেতার পথ তৈরি করতে হবে। বিশ্ববিজ্ঞান মহলে রাধীন দেশের মানকে রক্ষা করতে হবে। রয়্যাল সোসাইটিতে পেপার পড়ার পর জগদীশচন্দ্রের অপারশেন শুরু হয়। অপারেশনের পর নিবেদিতার নিজস্ব বাড়ি উইম্বলডনের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে তাঁর মা মেরি নোবেল অসুস্থ জগদীশচন্দ্রের জন্য ঘর ছেড়ে দেন। স্ত্রী অবলা বসু এবং নিবেদিতা পালা করে বিজ্ঞানীর সেবা চর্চা করতেন। ১৯০২-১৯০৭ সাল পর্যন্ত যতগুলো জগদীশ চন্দ্রের বিখ্যাত বই প্রকাশ পেয়েছে তার পুরো সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতা। তবে কবিগুরুর অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। ভগিনী নিবেদিতা বহুবার জগদীশ চন্দ্র বসু সম্পর্কে কবিগুরুকে জানিয়েছেন। এমনকী আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন কবিগুরুর কাছে। কবিগুরু সেই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা জগদীশচন্দ্রকে পাঠান। কবিগুরু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এর গবেষণার ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখতেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বিজ্ঞানীকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। নিবেদিতার তত্ত্বাবধানে সারাবুল জগদীশ চন্দ্রের মা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুও সারাবুলকে মা বলে সম্বোধন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। মা সারাবুল এবং সন্তান জগদীশচন্দ্রের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হলো। মাতাপুত্রের ভালবাসার উচ্চাদর্শে বিকশিত হয়ে উঠল ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশ বসুর দেখা হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে। সেই সময়ে ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন এই বিজ্ঞানীকে দিয়েই গড়ে তুলতে হবে উচ্চ মার্গের বিজ্ঞান গবেষণাগার যেখানে ভবিষ্যতে ভারতের ছাত্রছাত্রীরা অবাধে বিজ্ঞান সাধনার করার সুযোগ পায়। নোবেল পুরস্কার হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল জগদীশচন্দ্রে মার্কনির সুকৌশলে। মানসিকভাবে যাতে ভেঙে না পড়েন তার জন্য মা সারা বুল তাঁকে কুড়ি হাজার ডলার দেন এবং বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী হিসাবে সম্বোধন করেন মা সারা বুল পুত্রকে। ভগিনী নিবেদিতা প্রথম জীবনে মাতা মেরির ভক্ত ছিলেন। মাতা মেরি কোলে যেরূপ সন্তান স্নেহ পেয়ে থাকেন ঠিক সেই রকম প্রীতির সেতু রচনা করে দিলেন সারা বুল এবং জগদীশচন্দ্র বসুর মধ্যে। স্নেহ ভালবাসার বন্ধন তৈরি করে দিলেন। যার ফলস্বরূপ আমরা পেলাম বসু বিজ্ঞান মন্দির যা শতবর্ষ পূর্ণ করলো। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত চার কিস্তিতে টাকা দিয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জমি ক্রয় করা হয়। ১৯১০ সালে ১৪ জুলাই সারা বুল আবার পুত্রকে কুড়ি হাজার ডলার দিয়ে গেলেন। নোবেল পুরস্কার না পাওয়ার যে ক্ষত তৈরি হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের বুকে তার দূর করে দিলেন মাতা সারা বুল। ১৯১১ সালে ১৮ জানুয়ারি সারা বুলের দেহাবসান হয়। তাঁর মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর নিবেদিতা শেষ নিঃশ্বাস তাগ করেন। তিন বছর বাদে সারা বুলের প্রতিশ্রুতি মতো অর্থ দিয়ে যান ভাই জোসেফ গিলবার্ট থর্প। এই অর্থ দিয়ে তৈরি হয় বোস ইন্সটিটিউটের ‘মাতৃমন্দির’ এবং গবেষণাগার। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র করে আধুনিক হিন্দু ধর্মের প্রচার শুরু করেছিলেন রামকৃষ্ণদেব এবং তাকে সার্থক রূপ দান করেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই সংস্কারমুখী হিন্দু ধর্ম প্রচারের নেপথ্য উৎসাহদাত্রী ছিলেন রানী রাসমনি। ঠিক তেমনি কলকাতায় বোস ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে জগদীশচন্দ্র বোসকে উৎসাহ দিয়েছিলেন লোকমাতা নিবেদিতা। (পুনঃপ্রকাশিত)

আমাদের সরকার তামিল ভাষা এবং ঐতিহ্য বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

গোরক্ষপুর, ৬ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে ৮,৩০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন রেল ও সড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এর আগে, তিনি ভারতের প্রথম উল্লম্ব উত্তোলন সমুদ্র সেতু-নতুন পাম্বান রেল সেতু উদ্বোধন করেন এবং সড়ক সেতু থেকে একটি ট্রেন এবং একটি জাহাজের যাত্রা শুরু করেন এবং সেতুর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। তিনি রামেশ্বরমের রামানাথস্বামী মন্দিরেও যান এবং পূজা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী মোদী বলেন যে আজ শ্রী রাম নবমীর পবিত্র উপলক্ষ। তিনি বলেন, আজ অযোধ্যার বিশাল রাম মন্দিরে, সূর্যের ঐশ্বরিক রশ্মি রাম লালাকে একটি বিশাল তিলক দিয়ে সজ্জিত করেছে। তিনি বলেন, ভগবান শ্রী রামের জীবন এবং তাঁর রাজত্বকাল থেকে সুশাসনের অনুপ্রেরণা জাতি গঠনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তিনি বলেন, তামিলনাড়ুর সঙ্গম যুগের সাহিত্যেও ভগবান শ্রী রামের উল্লেখ রযেছে এবং রামেশ্বরমের পবিত্র ভূমি থেকে শ্রী রাম নবমী উপলক্ষে সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।শ্রী মোদী বলেন, আজ রামানাথস্বামী মন্দিরে প্রার্থনা করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। তিনি বলেন, এই বিশেষ দিনে তিনি ৮,৩০০ কোটি টাকার উন্নযন প্রকল্প হস্তান্তর করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই রেল ও সড়ক প্রকল্পগুলি তামিলনাড়ুতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। এই রূপান্তরমূলক উদ্যোগের জন্য তিনি তামিলনাড়ুর জনগণকে অভিনন্দন জানান।রামেশ্বরম ভারতরত্ন ডঃ কালামের ভূমি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা কীভাবে একে অপরের পরিপূরক তা দেখিয়েছেন। রামেশ্বরমের জন্য নতুন পাম্বান সেতু প্রযুক্তি এবং ঐতিহ্যের মিলনের প্রতীক। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে হাজার হাজার বছরের পুরনো একটি শহর এখন একবিংশ শতাব্দীর প্রকৌশল বিস্ময়ের সাথে যুক্ত। তিনি প্রকৌশলী ও কর্মীদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শ্রী মোদী বলেন, এই সেতুটি ভারতের প্রথম উল্লম্ব উত্তোলন রেলওয়ে সমুদ্র সেতু, যার নিচ দিয়ে বড় জাহাজ চলাচলের সুযোগ করে দেয় এবং দ্রুত ট্রেন ভ্রমণ সম্ভব করে তোলে। তিনি আজ একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা এবং একটি জাহাজের সূচনা করার কথা উল্লেখ করেন এবং এই অসাধারণ প্রকল্পের জন্য

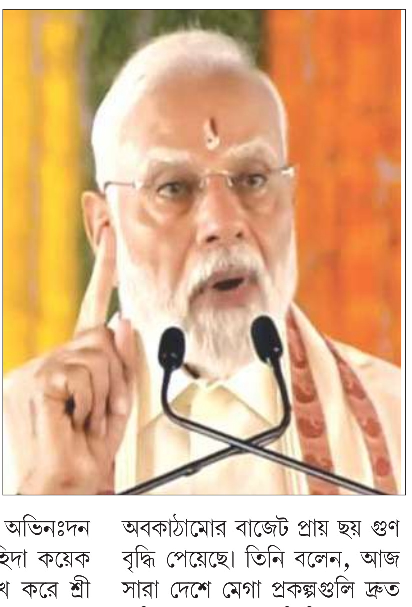

তামিলনাড়ুর জনগণকে অভিনঃদন জানান।এই সেতুর চাহিদা কয়েক দশক ধরে ছিল উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন যে, জনগণের আশীর্বাদে আমরা এই কাজটি সম্পন্ন করতে পেরে সৌভাগ্যবান। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে পাম্বান সেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজতা এবং ভ্রমণের সহজতা উভযকেই সমর্থন করে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে নতুন ট্রেন পরিষেবা রামেশ্বরম থেকে চেন্নাই এবং দেশের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। তিনি বলেন, এই উন্নয়ন তামিলনাড়ুর ব্যবসা ও পর্যটনকে উপকৃত করবে, পাশাপাশি যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগ তৈরি করবে। শ্রী মোদী বলেন, গত ১০ বছরে ভারতের অর্থনীতি দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি বলেন, এই দ্রুত প্রবৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হলো দেশের অসাধারণ আধুনিক অবকাঠামো। তিনি জোর দিযে.বলেন যে, গত দশকে রেলপথ, সড়ক, বিমানবন্দর, বন্দর, বিদ্যুৎ, জল এবং গ্যাস পাইপলাইনের মতো অবকাঠামোর বাজেট প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, আজ সারা দেশে মেগা প্রকল্পগুলি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, উত্তরে, জম্মু ও কাশ্মীরে চেনাব সেতু নির্মিত হয়েছে, যা বিশ্বের উচ্চতম রেল সেতুগুলির মধ্যে একটি। তিনি বলেন, পশ্চিমে, মুম্বাই এখন দেশের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু, অটল সেতুর আবাসস্থল। তিনি আরও বলেন যে, পূর্বে, আসামের বগিবিল সেতু অগ্রগতির সাক্ষ্য দেয়, অন্যদিকে দক্ষিণে, বিশ্বের কয়েকটি উল্লম্ব লিফট সেতুর মধ্যে একটি, পাম্বান সেতুর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান যে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলীয় ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরগুলি সম্পন্ন হওয়ার কাছাকাছি। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে দেশের প্রথম বুলেট ট্রেনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে বন্দে ভারত, অমৃত ভারত এবং নমো ভারত-এর মতো আধুনিক ট্রেনগুলি রেল নেটওয়ার্ককে আরও উন্নত করছে।ভারতের প্রতিটি অঞ্চল যখন একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে, তখন উন্নত জাতি হওয়ার পথ সুগম হয়, এই কথা জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, বিশ্বের প্রতিটি উন্নত দেশ এবং অঞ্চলে এটি ঘটেছে। তিনি জোর দিযে. বলেন যে ভারতের প্রতিটি রাজ্য যখন সংযুক্ত হয়, তখন দেশের পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়। তিনি বলেন, তামিলনাড়ু সহ দেশের প্রতিটি অঞ্চল এই সংযোগ থেকে উপকৃত হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের উন্নত জাতি হওয়ার যাত্রায় তামিলনাড়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তামিলনাড়ুর সম্ভাবনা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভারতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, গত দশকে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালের আগের সময়ের তুলনায় তামিলনাড়ুর উন্নয়নের জন্য তিনগুণ বেশি তহবিল বরাদ্দ করেছে। তিনি বলেন, এই বর্ধিত তহবিল তামিলনাড়ুর অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে।তামিলনাড়ুর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ভারত সরকারের অগ্রাধিকারের উপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন যে, গত দশকে তামিলনাড়ুর রেল বাজেট সাত গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের আগে, তামিলনাড়ু রেল প্রকল্পের জন্য বার্ষিক মাত্র ৯০০ কোটি টাকা পেত, যেখানে এই বছর তামিলনাড়ুর রেল বাজেট ৬ কোটি টাকা।

দেশব্যাপী সংগ্রামের ঘোষণা অখিল ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষক ইউনিয়নের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ শিক্ষকদের সমস্যার প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী সংগ্রামের ঘোষণা করেছে অখিল ভারতীয়.প্রাথমিক শিক্ষক ইউনিয়ন। এই আঃেদালন এক বছর ধরে চলবে। ইউনিয়নের জাতীয় সভাপতি সুশীল কুমার পান্ডে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বছরের শেষে নতুন দিল্লিতে ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, কেরল এবং অন্যান্য ১৪টি রাজ্যের পদাধিকারী উপস্থিত ছিলেন। রবিবার সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক নেতা পান্ডে সমগ্র কর্মপরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ ভাগ করেন। তিনি বলেন, যদি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমস্যাগুলির সমাধান না করে তাহলে আগামী বছর শিক্ষক-কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বড় আন্দোলন শুরু করবে। পান্ডে বলেন, এই বছর সারা দেশের সমস্ত রাজ্য এবং জেলা সদরে প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হবে। এই সময়ের মধ্যে, শিক্ষকদের সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্মারকলিপি প্রশাসনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়. ও রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে। কিছুদিন ধরে সংগঠনের পদাধিকারী নিয়ে বিরোধের বিষয়ে জানতে চাইলে, ইউনিয়নের সহ-সভাপতি রাম অবতার পাণ্ডে বলেন, কিছু মানুষ এই ভুল ধারণা ছড়াচ্ছে যে তারাই প্রকৃত পদাধিকারী। যারা এই কাজটি করেছেন তাদের মধ্যে প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমলাকান্ত ত্রিপাঠী এবং বাসুরাজ গুরিকার উল্লেখযোগ্য। ওড়িশার বাসিন্দা ত্রিপাঠী অবসরপ্রাপ্ত। তিনি বিজু জনতা দলের একজন সক্রিয় সদস্য। বিজেডির কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন। এটা করা ইউনিযনের নিয়ম লঙ্ঘন। আরেক ইউনিয়ন নেতা ঘনশ্যাম প্রসাদ যাদব অভিযোগ করেছেন, ত্রিপাঠী সংগঠনটিকে দুর্বল করার জন্য ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করছেন। তার প্রভাবে অবসরপ্রাপ্ত বাসুরাজ গুরিকার তাকে সমর্থন করছেন। গুরিকার এমনকি একটি রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। প্রাক্তন কর্মকর্তা রঙ্গরাজনও তাকে সমর্থন করছেন। রঙ্গরাজন এবং তার সমান্তরাল নির্বাহীর বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের জন্য হাইকোর্ট প্রাক্তন বিচারপতিদের নিয়ে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট নির্বাহী বিভাগকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। জাতীয় সভাপতি সুশীল পান্ডে স্পষ্ট করে বলেছেন, নিবন্ধিত নিয়ম অনুসারে, রামপাল সিং সভাপতি ছিলেন। তিনি ২০২৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মারা যান। তাঁর আমলে আমি (সুশীল কুমার পান্ডে) ভাইস প্রেসিডেঃট (প্রথম) ছিলাম। নিয়ম অনুসারে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে, সহ-সভাপতি (প্রথম) ইউনিয়নের সমস্ত কাজ এবং কার্যধারা পরিচালনা করার সাংবিধানিক অধিকার রাখেন। তাই এই দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই আমার উপর এসে পড়ল। এই সময়ে, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমলাকান্ত ত্রিপাঠী, নিয়ম উপেক্ষা করে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। রাজ্য ইউনিটগুলিকে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত করা হযেছিল। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে, ইউনিয়নের সাধারণ সভা অক্টোবরে একটি সভা ডেকে সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি প্রস্তাব পাস করে। এরপর, সর্বভারতীয়.প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভায, সাধারণ পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পর্যবেক্ষক ও নির্বাচন কর্মকর্তা নিযোগ করা হয়। নির্বাচনে তিনি (সুশীল কুমার পান্ডে) সভাপতি নির্বাচিত হন। কিছু সময় পর, সাধারণ পরিষদের সম্মতি এবং নিবন্ধিত গঠনতন্ত্র অনুসারে, ১১ জন পদাধিকারী এবং ১৭ সদস্যের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ও ঠান্ডা পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ এপ্রিল ঃ পিতামাতার স্মৃতি রক্ষার্থে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষ ও ঠান্ডা পানীয় জলের উদ্বোধন করা হলো সোমবার। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের ধুলুক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পিতা স্বর্গীয় গোপী কৃষ্ণ মজুমদার ও মাতা স্বর্গীয়া শ্রীমতী বেলা মজুমদারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার পুত্র ও কন্যাগণ একটি শ্রেণী কক্ষ ও একটি বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন উপহার হিসাবে দিলেন। সোমবার তার শুভ উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, এস আই সহ মজুমদার পরিবারের সদস্যরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমেন ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ আব্দুর রহমান সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, মজুমদার পরিবারের পক্ষ থেকে অরুনবাবু, সুদীপ্তা ও অলিভিয়া দেবী করলেন সেটা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। কারণ পৃথিবীতে মানুষ হয়তো চিরদিন থাকবে না কিন্তু তার কর্ম বেঁচে থাকবে। তাই এই বিদ্যালয় যতদিন থাকবে ততদিন তাদের বাবা- মা বেঁচে থাকবেন। মেহেমুদ খাঁন অরুন বাবু এবং সুদীপ্তা ও অলিভিয়া দেবীকে ধন্যবাদ জানান এইভাবে ভাবার জন্য। গ্রামের স্কুলের জন্য তাদের এই ভাবনাকে তিনি কুর্নিশ জানান। তাদের এই দান বা উপহারের ফল ভোগ করবে বিদ্যালয়ে পড়া গ্রামের সকল ছাত্র- ছাত্রীরা। তারা তাদের এই কাজের মাধ্যমে তাদের পিতা মাতাকে অমর করে দিলেন। বিডিও পার্থ সারথী দে বলেন, সরকারের সাথে সাথে সাধারণ মানুষ যদি এইভাবে বিদ্যালয়ের উন্নযনে এগিয়ে আসেন তাহলে সেটা খুবই ভালো। তিনি মজুমদার পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমেন ভট্টাচার্য্য প্রথমেই মজুমদার পরিবারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তার বিদ্যালয়ে এই শ্রেণী কক্ষ ও ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। এছাড়াও আগত সমস্ত অতিথিদেরও তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তাদের ডাকে সারা দিয়ে উপস্থিত থাকার জন্য।

ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে চালানো হবে গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৭ এপ্রিল ঃ এই ২০২৫ সালের আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে আরও চার জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি ৮ এপ্রিল থেকে ৩ মে, ২০২৫ পর্যন্ত এসএমভিটি বেঙ্গালুরু ও নারেঙ্গি স্টেশনের মধ্যে, ১২ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ডিব্রুগড় ও কলকাতার মধ্যে, ৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে, ২০২৫ পর্যন্ত এসএসএস হুবল্লি ও কাটিহারের মধ্যে ও ১০ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত শিলচর ও কলকাতার মধ্যে চলবে। ট্রেন নং. ০৬৫৫৯ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নারেঙ্গি) সামার স্পেশাল ৮ এপ্রিল, ২০২৫ (মঙ্গলবার) থেকে ২৩.৪০ ঘণ্টায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে রওনা হয়ে শুক্রবার ০৫.০০ ঘণ্টায় নারেঙ্গি পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৬৫৬০ (নারেঙ্গি-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু) সামার স্পেশাল ১২ এপ্রিল, ২০২৫ (শনিবার) থেকে ০৫.৩০ ঘণ্টায় নারেঙ্গি থেকে রওনা হয়ে সোমবার ০৯.৪৫ ঘণ্টায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ০৪টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৯৩২ (ডিব্রুগড় - কলকাতা) সামার স্পেশাল ১২ এপ্রিল, ২০২৫ (শনিবার) থেকে ১৭.২০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় থেকে রওনা হয়ে সোমবার ০০.৩০ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৯৩১ (কলকাতা - ডিব্রুগড়) সামার স্পেশাল ১৪ এপ্রিল, ২০২৫ (সোমবার) থেকে ০২.৩০ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে রওনা হয়ে মঙ্গলবার ০৬.৩০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ১২ টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৭৩২৫ (এসএসএস হুবল্লি - কাটিহার) সামার স্পেশাল ৯ এপ্রিল, ২০২৫ (বুধবার) থেকে ১৫.১৫ ঘণ্টায় এসএসএস হুবল্লি থেকে রওনা হয়ে শুক্রবার ১৩.০০ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৭৩২৬ (কাটিহার - এসএসএস হুবল্লি) সামার স্পেশাল ১২ এপ্রিল, ২০২৫ (শনিবার) থেকে ১৪.৩০ ঘণ্টায় কাটিহার থেকে রওনা হয়ে সোমবার ১০.৫০ ঘণ্টায় হুবল্লি পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ০৪ টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৬৩৯ (শিলচর - কলকাতা) সামার স্পেশাল ১০ এপ্রিল, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) থেকে ০৫.০০ ঘণ্টায় শিলচর থেকে রওনা হয়ে শুক্রবার ১২.০৫ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছাবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৬৪০ (কলকাতা - শিলচর) সামার স্পেশাল ১১ এপ্রিল, ২০২৫ (শুক্রবার) থেকে ১৩.১৫ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে রওনা হয়ে শনিবার ২৩.৫০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ১২টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের শোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

নির্দেশিকা ছাড়াই পুরনো মিটারের বদলে স্মার্ট মিটার, বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ গ্রাহকদের

দেবাশিস কংশবণিক, শান্তিপুর, ৭ এপ্রিল ঃ নির্দেশিকা ছাড়াই প্রায় বাড়িতেই পরিবর্তন করা হযেছে ইলেকট্রিক মিটার। বদলে বসানো হয়েছে স্মার্ট মিটার। আর সেই স্মার্ট মিটারে নিমিষেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ব্যালেন্স বা টাকা। নতুন স্মার্ট মিটারে কিভাবে বিদ্যুৎ বিল আসছে বুঝে উঠতে পারছেন না গ্রাহকরা। একাধিকবার দপ্তরে জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। অবশেষে শান্তিপুর ডাকঘর বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন অসংখ্য গ্রাহক। জানা যায়, নদীয়ার অদ্বৈতনগরী শান্তিপুর এলাকাজুড়ে বেশকয়েক মাস আগে শুরু হয় পুরনো মিটার পরিবর্তনের কাজ। গ্রাহকদের অভিযোগ, পুরনো মিটার পরিবর্তনের বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। হঠাৎ করে বাড়িতে এসে তাদের মিটার বদল করে চলে যায়। এরপরেই শুরু হয় বিভিন্ন সমস্যা। স্মার্ট মিটারের নিয়ম অনুযায়ী মোবাইল রিচার্জের মত আগে টাকা রিচার্জ করতে হবে। ন্যূনতম রিচার্জের পরিমাণ একশো টাকা। রিচার্জ করতে না করতেই এক ঘন্টার মধ্যে রিচার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কত বিদ্যুৎ ব্যয় হল বা কি হিসাবে টাকা কাটছে, সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না গ্রাহকরা। প্রতিকার চেয়ে এদিন শান্তিপুর ডাকঘর বিদ্যুৎ দপ্তরে স্টেশন ম্যানেজারের সামনে প্রবল বিক্ষোভ দেখায় অসংখ্য গ্রাহক। বিক্ষোভকারী গ্রাহকদের দাবি অবিলম্বে স্মার্ট মিটার পরিবর্তন করে পুরনো মিটারেই বিদ্যুতের বিল চালু করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিন আরো বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তারা। এইবিষয়ে শান্তিপুর বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার মানিক তপন কুমার সাঁতরা বলেন, বিদ্যুৎ দপ্তরে নিয়ম মেনে পুরনো মিটার পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি জানান, গ্রাহকদের সমস্যার কথা ইতিমধ্যেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশিকা মেনেই আমরা কাজ করব। আগামীতে স্মার্ট মিটার নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে আলোচনা সভার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানান, স্টেশন ম্যানেজার তপন কুমার সাঁতরা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৫৯, তারিখ ০৪.০৪.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৩৯, কাজের নাম** ঃ ১) "এইএন/কাটোয়ার অধীনে আহমদপুর-কাটোয়া শাখায় কিমি ৩৭/১-২-তে লেভেল ক্রশিং নং ১৪/সি/ই-র অনুষঙ্গে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতি) নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। ২) "এইএন/ব্যান্ডেল-এর আওতাধীনে ব্যান্ডেল-এ বিআর. নং ৭৭-এর উভয় প্রবেশ অভিমুখে বিদ্যমান সাব-ওয়ের ছাদ আচ্ছাদনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ, জল জমানোর রিজার্ভর-এর পিচ্ছিল পদার্থ সাফাই, জল নির্গমনের ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (৩) "এডিইএন/ব্যান্ডেল-এর আওতাধীনে বিআর. নং ৮৭ এবং ৯৮এ-তে উভয় প্রবেশ অভিমুখে বিদ্যমান সাব-ওয়ের ছাদ আচ্ছাদনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ, জল জমানোর রিজার্ভর-এর পিচ্ছিল পদার্থ সাফাই, জল নির্গমনের ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ ৪৭,৭৪,৫৩২ টাকা। দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ ৯৫,৫০০ টাকা। ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৮১-আর, কাজের নাম ঃ** ১) চাতরাতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ - সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিসনে চাতরা গুডস শেড-এর উন্নয়ন এবং অধুনিকীকরনের কাজ। ২) সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে হাওড়া ডিভিসনে রাজগ্রাম পাবলিক সাইডিং গুডস শেড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ । ৩) সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে হাওড়া ডিভিসনে সাঁইথিয়া গুডস শেড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ৪) সিনি. ডিইএন/৪/ হাওড়ার অধীনে হাওড়া ডিভিসনে কুলাপাহাড়ী (তিলভিটা) গুডস শেড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ৫) সিনি. ডিইএন/৪/ হাওড়ার অধীনে হাওড়া ডিভিসনে পাকুড় গুডস শেড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৬৬,৮৭,৯৬৯ টাকা। দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ ৩,৩৩,৪০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১৮০ দিন (ক্র. নং ১ ও ২ প্রতিক্ষেত্রে)। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৪.২০২৫** তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-08/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

চুরি যাওয়া পাইপ উদ্ধার ঃ গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত পোশলা গ্রাম থেকে চুরি যাওয়া পিএইচই পাইপ দুই দিনের মধ্যে উদ্ধার করল ভাতার থানার পুলিশ। চুরির অভিযোগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম গোবিন্দ সাহা ও দুলাল দাস। ধৃতদের সোমবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে ভাতার থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, গত ২৮ মার্চ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের পোশলা এলাকা থেকে পিএইচই -র ৭৬ টি পাইপ চুরি হয়ে যায়। এই বিষয়ে গত ২ এপ্রিল ভাতার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ঠিকাদার সংস্থা। ভাতার থানার পুলিশ তদন্তে নেমে প্রথমে যে গাড়ি করে চুরি হয়েছিল সেই গাড়িটিকে আটক করে। পুলিশ জানতে পারে গাড়ির মালিক ও চালক এই চুরিতে যুক্ত। তাদেরকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এলাকা থেকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। আটক করা হয়েছে ওই লরিটিকে, উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়ার সমস্ত পাইপ।

উত্তর-পূর্ব রেল সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন ছাড়বে

গোরক্ষপুর, ৭ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ১৩, ২০, ২৭ এপ্রিল, ৪, ১১, ১৮, ২৫ মে, ১, ০৮, ১৫, ২২ এবং ২৯ জুন, ২০২৫ তারিখে প্রতি রবিবার বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে ০৯০৪৩ /০৯০৪৪ বান্দ্রা টার্মিনাস-বর্ধনি-বান্দ্রা টার্মিনাস সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন এবং ১৪, ২১, ২৮ এপ্রিল, ০৫, ১২, ১৯, ২৬ মে, ০২, ০৯, ১৬, ২৩ এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে প্রতি সোমবার বর্ধনি থেকে নিম্নলিখিত ১২টি ট্রিপের জন্য ট্রেন পরিচালনা করবে।০৯০৪৩ বান্দ্রা টার্মিনাস-বার্নী সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনটি প্রতি রবিবার ১৩, ২০, ২৭ এপ্রিল, ৪, ১১, ১৮, ২৫ মে, ১, ০৮, ১৫, ২২ এবং ২৯ জুন, ২০২৫ তারিখে বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে ০০.০৫ ঘন্টায় ছেড়ে যাবে এবং বোরিভালিতে ০০.৪১ ঘন্টায়, পালঘরে ০১.৩৮ ঘন্টায়, ডাহানু রোডে ০২.০২ ঘন্টায়, ভাপিতে ০২.৪৩ ঘন্টায়, ভালসাদে ০৩.০৮ ঘন্টায়, সুরাটে ০৪.৩০ ঘন্টায়, সাযানে ০৪.৪৫ ঘন্টায়, ভারুচে ০৫.১৮ ঘন্টায়, ভদোদরায় ০৬.৩৭ ঘন্টায়, গোধরায় ০৭.৪৯ ঘন্টায়, রতলমে ১০.৪০ ঘন্টায়, নাগদায় ১১.২২ ঘন্টায়, উজ্জয়িনে পৌঁছাবে। ১২.৪৫ ঘণ্টা, সান্ত এটি হরদারাম নগর থেকে ১৫.৪৫ ঘন্টায়, বিনা ১৮.২৫ ঘন্টায়, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি থেকে ২১.১০ ঘন্টায় ছেড়ে যাবে, পরের দিন কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০১.১৫ ঘন্টায়, লখনউ থেকে ০৩.২৫ ঘন্টায়, বারাবাঁকি থেকে ০৪.৩২ ঘন্টায় এবং গোন্ডা থেকে ০৫.৪০ ঘন্টায় ছেড়ে ০৮.০০ ঘন্টায় বারহনি পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায় ০৯০৪৪ বারহনি-বান্দ্রা টার্মিনাস সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনটি প্রতি সোমবার ১৪, ২১, ২৮ এপ্রিল, ৫, ১২, ১৯, ২৬ মে, ২, ০৯, ১৬, ২৩ এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে বারহনি থেকে দুপুর ১.৩০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং গোন্ডা পৌঁছাবে বিকেল ৪.১০ মিনিটে, বারাবাঁকি পৌঁছাবে বিকেল ৪.২৫ মিনিটে, লখনউ পৌঁছাবে বিকেল ৪.৪০ মিনিটে, কানপুর সেন্ট্রাল পৌঁছাবে রাত ২১.৪০ মিনিটে, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি পৌঁছাবে দ্বিতীয় দিনে, বিনা পৌঁছাবে রাত ৪.৪০ মিনিটে, সন্ত হরদারাম নগর পৌঁছাবে রাত ৮.০৫ মিনিটে, উজ্জয়িন পৌঁছাবে রাত ১০.৫০ মিনিটে, নাগদা পৌঁছাবে দুপুর ১২.২০ মিনিটে, রাতলাম পৌঁছাবে দুপুর ১.১৫ মিনিটে, গোধরা পৌঁছাবে বিকেল ৪.১২ মিনিটে, ভদোদরা পৌঁছাবে বিকেল ৪.১০ মিনিটে।

**Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223**

eNIT NO-(1) 01/SGP/15th CFC(tied)/25-26 Memo No. 02(14)/25-26, (2) **02/SGP/5th SFC(Untied)/25-26** Memo No. 03(14)/25-26 Dated 07.04.2025. Date of issue tender paper **07.04.2025 from 06.00 pm.** Last date of Dropping tender paper **16.04.2025 up to 06.00 pm.** Date of opening tender paper **21.04.2025 at 1.00 pm.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat**

লামডিং ডিভিশনে বন্যা কবলিত এলাকায় সুরক্ষার কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/২৯ অফ ২০২৫, তারিখ: ০১-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/I/লামডিং -এর এখতিয়ারাধীন চাপারমুখ জংশন-যোগীজান সেকশনে বন্যা কবলিত এলাকায় সুরক্ষার কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৭,৬৯,২০,৩১২.৫০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৫,৩৪,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ২৫-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE**

The Block Development officer, Haripal Development Block. Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Five (05) nos. works vide E-NIT No: - 02/B.D.O/HPL/2025-2028, Date:- 07.04.2026. For more information visit www.wbtenders.gov.in

**Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block**

**OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE**

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Four (04) nos. & Five(05) no.s works respectively vide eNIT No.-01/EO/HPS/2025- 26 & eNIT No.-03/EO/HPS/2025-26 Date:- 07.04.2025. For more information visit www.wbtenders.qov.in

**Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity**

পানাগড়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৭ এপ্রিল ঃ মোবাইল ফোন দেওয়ার প্রলোভনে বাড়িতে ডেকে ১৫ বছরের এক নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণ, নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল এবং গর্ভপাতের ওষুধ খাওয়ানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসার পানাগড় অনুরাগপুর এলাকায়। নিগৃহীতা কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ, ২০২৩ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রতিবেশী সঞ্জয় শর্মা মোবাইল দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে এবং নগ্ন ছবি তোলে। এরপর সেই ছবি ভাইরালের ভয় দেখিয়ে লাগাতার ধর্ষণ করা হয়। অভিযোগ, ধর্ষণের ফলে মেয়েটি অন্তঃসত্বা হয়ে পড়ে এবং অভিযুক্ত শশী দাস ও অঙ্কিত গৌতম তাকে চকলেটের সঙ্গে গর্ভপাতের ওষুধ খাওয়ায়। ঘটনায় কাঁকসা থানায় ৩০ মার্চ লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। এর প্রতিবাদে সোমবার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, বিজেপি নেতা অভিজি তা, রমন শর্মা ও পঞ্চায়েত সদস্য পঙ্কজ জয়শওয়াল। অগ্নিমিত্রা পাল কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। দুদিন সময় দিচ্ছি। এরপর থানা ঘেরাও ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হবে। বাংলার মা- বোনেরা আর ধর্ষণের শিকার হবে না। আসানসোল- দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসি(পুর্ব) অভিষেক গুপ্তা বলেন, মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/059/2024-2025/D
Name of work : **Restoration of Cement Concrete Road with allied works disturbed by Water Supply Dept. and others PU Agency N/H No.T-214, T-220, T-228, etc. Mitha Talaw Lane (Boro Bagan) in Ward No.138, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.2,99,960.26.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/001/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for repairing of Pot Holes etc./Petty Road repairing work in Ward No.133 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.3,99,415.12.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/002/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for repairing of Pot Holes etc./Petty Road repairing work in Ward No.134 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.3,99,707.10.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/003/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for repairing of Pot Holes etc./Petty Road repairing work in Ward No.135 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.3,99,997.04.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/002/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for repairing of Pot Holes etc./Petty Road repairing work in Ward No.136 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.3,99,996.13.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/002/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for repairing of Pot Holes etc./Petty Road repairing work in Ward No.137 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.3,99,998.07.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/002/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for repairing of Pot Holes etc./Petty Road repairing work in Ward No.138 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.4,99,959.95.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/003/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for repairing of Pot Holes etc./Petty Road repairing work in Ward No.139 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.4,99,999.81.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
9. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/003/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for repairing of Pot Holes etc./Petty Road repairing work in Ward No.140 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.4,99,996.45.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
10. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/003/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for repairing of Pot Holes etc./Petty Road repairing work in Ward No.141 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.4,99,989.27.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
11. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/002/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Removal of Chokage from different drainage mains (Below 600 MM) in Ward No.133 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.3,99,999.99.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
12. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/001/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Removal of Chokage from different drainage mains (Below 600 MM) in Ward No.134 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.3,99,996.66.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
13. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/001/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Removal of Chokage from different drainage mains (Below 600 MM) in Ward No.135 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.3,99,997.60.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
14. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/003/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Removal of Chokage from different drainage mains (Below 600 MM) in Ward No.136 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.3,99,996.71.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
15. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/003/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Removal of Chokage from different drainage mains (Below 600 MM) in Ward No.137 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.3,99,996.67.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
16. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/003/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Removal of Chokage from different drainage mains (Below 600 MM) in Ward No.138 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.4,49,999.44.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.**
17. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/002/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Removal of Chokage from different drainage mains (Below 600 MM) in Ward No.139 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.4,49,999.74.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.**
18. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/002/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Removal of Chokage from different drainage mains (Below 600 MM) in Ward No.140 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.4,49,996.71.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.**
19. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/002/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Removal of Chokage from different drainage mains (Below 600 MM) in Ward No.141 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.4,49,997.79.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.**
20. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/003/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and Broken Slab etc. in Ward No.133, under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.1,99,648.10.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
21. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/003/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and Broken Slab etc. in Ward No.134, under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.1,99,648.10.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
22. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/002/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and Broken Slab etc. in Ward No.135, under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.1,99,998.52.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
23. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/001/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and Broken Slab etc. in Ward No.136, under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.1,99,995.32.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
24. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/001/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and Broken Slab etc. in Ward No.137, under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.1,99,999.02.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
25. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/001/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and Broken Slab etc. in Ward No.138, under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.1,99,993.17.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
26. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/001/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and Broken Slab etc. in Ward No.139, under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.1,99,999.40.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
27. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/001/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and Broken Slab etc. in Ward No.140, under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.1,99,989.20.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
28. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/001/2025-2026/R
Name of work : **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and Broken Slab etc. in Ward No.141, under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess) : **Rs.1,99,999.04.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **180 Days (for Sl.No.2 to 28).** Last Date and Time of submission of Bid : **24.04.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 28).** Date of opening of tender : **26.04.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 28).** The bid forms and other details are available on and from **11.04.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 28).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 28).**

The Executive Engineer (Civil), Br-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-

1. NIT No. : EEC/BX/81/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.81, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
2. NIT No. : EEC/BX/89/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.89, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
3. NIT No. : EEC/BX/91/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.91, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
4. NIT No. : EEC/BX/92/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.92, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
5. NIT No. : EEC/BX/93/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.93, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
6. NIT No. : EEC/BX/94/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.94, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
7. NIT No. : EEC/BX/95/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.95, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
8. NIT No. : EEC/BX/96/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.96, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
9. NIT No. : EEC/BX/97/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.97, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
10. NIT No. : EEC/BX/98/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.98, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
11. NIT No. : EEC/BX/99/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.99, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
12. NIT No. : EEC/BX/100/PC/2025-26
Name of work : **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.100, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **300 Days (for Sl.No.1 to 12).** Last Date and Time of submission of Bid : **21.04.2025 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 12).** Date and Time of Opening of Bid : **23.04.2025 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 12).** The bid forms and other details are available on and from **08.04.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 12).**
13. NIT No. : EEC/BX/81/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.81, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,10,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,200.00.**
14. NIT No. : EEC/BX/89/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.89, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,10,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,200.00.**
15. NIT No. : EEC/BX/91/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.91, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,10,000.00.** Earnest Money : **Rs.8,200.00.**
16. NIT No. : EEC/BX/92/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.92, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,70,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,400.00.**
17. NIT No. : EEC/BX/93/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.93, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,75,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.**
18. NIT No. : EEC/BX/94/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.94, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
19. NIT No. : EEC/BX/95/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.95, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
20. NIT No. : EEC/BX/96/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.96, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,40,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,800.00.**
21. NIT No. : EEC/BX/97/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.97, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
22. NIT No. : EEC/BX/98/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.98, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
23. NIT No. : EEC/BX/99/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.99, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
24. NIT No. : EEC/BX/100/PH/2025-26
Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.100, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
25. NIT No. : EEC/BX/81/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.81, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.**
26. NIT No. : EEC/BX/89/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.89, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
27. NIT No. : EEC/BX/91/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.91, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
28. NIT No. : EEC/BX/92/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.92, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
29. NIT No. : EEC/BX/93/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.93, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
30. NIT No. : EEC/BX/94/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.94, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.2,000.00.**
31. NIT No. : EEC/BX/95/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.95, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.2,000.00.**
32. NIT No. : EEC/BX/96/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.96, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
33. NIT No. : EEC/BX/97/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.97, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
34. NIT No. : EEC/BX/98/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.98, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.2,000.00.**
35. NIT No. : EEC/BX/99/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.99, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.**
36. NIT No. : EEC/BX/100/CK/2025-26
Name of work : **Urgent removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.100, Br.-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,10,000.00.** Earnest Money : **Rs.2,200.00.** Period of Completion : **300 Days (for Sl.No.13 to 36).** Last Date and Time of submission of Bid : **23.04.2025 at 12 noon (for Sl.No.13 to 36).** Date and Time of Opening of Bid : **25.04.2025 at 12 noon (for Sl.No.13 to 36).** The bid forms and other details are available on and from **11.04.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.13 to 36).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 36).**

34 / 25-26

বিজ্ঞান

জানা যাবে, এলিয়েন আছে কি নেই

নতুন একটি টেলিস্কোপ তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা, যার মাধ্যমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জানা যাবে, কোনো গ্রহে এলিয়েন জীবন আছে কি না। এক্সট্রিমিলি লার্জ টেলিস্কোপ (ইএলটি) নামের এই টেলিস্কোপ আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের জৈব প্রমাণ বা বায়োসিগনেচার শনাক্ত করতে পারে। শুধু তাই নয়, আমাদের সৌরজগতের নিকটতম তারা প্রক্সিমা সেন্টোরির তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ও নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের গবেষকেরা এই টেলিস্কোপের সক্ষমতা নিয়ে কাজ করছেন। নতুন এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, চিলিতে বর্তমানে নির্মাণাধীন এই টেলিস্কোপ শুধু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর বাইরে এলিয়েন জীবনের সন্ধান করতে পারবে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, 'ইএলটি টেলিস্কোপ আমাদের সৌরজগতের গ্রহের বায়োসিগনেচার দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। সৌরজগতের সীমানায় থাকা বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ করে দ্রুততম সময়ে রিপোর্ট দিতে কাজ করবে এই টেলিস্কোপ।' এই টেলিস্কোপ প্রাণহীন বিশ্বকে আলাদা করতে পারবে। জীবন ও জীবসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক সূচক চিহ্নিত করে বায়োসিগনেচার আছে কি না, তা শনাক্ত করতে পারে। এ ছাড়া অনেক সত্য মনে হয়, এমন প্রমাণকে দ্রুত প্রমাণ করতে পারে এই টেলিস্কোপ।

ইএলটির সব ধরনের গ্রহ অধ্যয়ন করার ক্ষমতা রয়েছে। যেসব গ্রহ কোনো তারাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, তাদের বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাওয়া তারার আলো বিশ্লেষণ করতে পারবে এই টেলিস্কোপ। গুরুত্বপূর্ণ বর্ণালি তথ্য সংগ্রহ করবে ইএলটি। আর যেসব গ্রহ অস্বাভাবিক কক্ষপথে চলছে, সেই সব গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত আলো পরীক্ষা করবে। এসব গ্রহের বায়ুমণ্ডল অধ্যয়ন কর দ্রুত ফলাফল দিতে পারবে এই টেলিস্কোপ।

গ্রহে প্রাণের বাসযোগ্যতা ও জীবনের কোনো লক্ষণ আছে কি না, তা জানতে সুযোগ করে দেবে এই টেলিস্কোপ। ধারণা করা হচ্ছে, ইএলটি ২০২৯ সালে যাত্রা শুরু করবে।

যদিও নিয়মিত কাজ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে ২০৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে। ইএলটির দৈত্যাকার আয়নায় ৭৯৮টি ছোট আয়না থাকবে। প্রতি আয়নায় ১২টি এজ সেন্সর থাকছে। এই টেলিস্কোপ হাবল স্পেস টেলিস্কোপের চেয়ে ১৬ গুণ বেশি তীক্ষ্ণ ছবি দিতে পারবে।

মৃদু কম্পনের শব্দ কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেছেন বিজ্ঞানীরা

প্রকৃতিতে কান পাতলেই আমরা নানা ধরনের শব্দ শুনি। একইভাবে মহাকাশে থাকা তারাগুলোও গিটারের তারের আদলে মৃদু কম্পনের শব্দ তৈরি করে। মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে এবার সেই মৃদু কম্পনের শব্দ কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারাগুলোর মৃদু কম্পনের শব্দকে তারাকম্প নামে অভিহিত করেন বিজ্ঞানীরা। নেচার সাময়িকীতে প্রকাশিত নতুন এক গবেষণায় তারাকম্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনের নতুন এক কৌশলের কথা বলা হয়েছে। পৃথিবী থেকে প্রায় তিন হাজার আলোকবর্ষ দূরে এম ৬৭ নক্ষত্রপুঞ্জের বিপুলসংখ্যক দৈত্যাকার তারার সুর বিশ্লেষণ করে গ্যালাক্সির রহস্য বের করতে চান বিজ্ঞানীরা। এ জন্য বর্তমানে টেলিস্কোপের মাধ্যমে তারাকম্পের শব্দের কম্পাঙ্কের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করছেন বিজ্ঞানীরা। নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে অনুরণন ঘটে বলে সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা যায়। কেপলার স্পেস টেলিস্কোপের তথ্য পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সূর্যের মতো অধিকাংশ তারায় তারাকম্প ঘটে থাকে। যেসব তারার বুদ্বুদযুক্ত বাইরের স্তর থাকে, সেখানে এমন চিত্র দেখা যায়। গরম গ্যাসের বুদ্বুদ ওপরে উঠে ফেটে যায়, যার কারণে পুরো তারার মধ্যে তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে।

সেই তরঙ্গের কারণে তারা কম্পিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে সূর্যের মতো তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বিকশিত হয়, তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। এ জন্য এম ৬৭ নক্ষত্রপুঞ্জের মতো উৎসের দিকে খেয়াল রাখছেন তাঁরা। তারাকম্প বিশ্লেষণ করে তারার পৃষ্ঠের নিচে কী রয়েছে, তা জানা যাবে। বড় তারায় গভীর ও ধীর কম্পন তৈরি হয়। আর ছোট তারায় উচ্চমাত্রার তীক্ষ্ণ কম্পন দেখা যায়।

পথ দূর্ঘটনা, আহত ৫,ভর্তি হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর,৭ এপ্রিলঃ পথ দূর্ঘটনা, আহত ৫ বারুইপুরে। সোমবার কুলতলি থেকে একটি বাইকে চেপে তিনজন বারুইপুরে আসছিল বাইক কিনতে। অপর দিকে বারুইপুর সূর্যপুর বুলবুলিয়ার দুই বাসিন্দা বাইকে চেপে বারুইপুর থেকে বাড়ির দিকে ফিরছিল। কুমারহাট স্কুল মোড় ও চাঁদখালী মোড়ের মধ্যস্থলে, জলের ট্যাঙ্কের কাছাকাছি দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আর তাতেই ঘটনাস্থলেই ছিটকে পড়ে দুটি বাইকে থাকা পাঁচজন। গুরুতর অবস্থায় এলাকাবাসীরা আহত পাঁচজনকেই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করায়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

ডঃ পার্থ বিশ্বাস অল ইন্ডিয়া অফথালমোলজিক্যাল সোসাইটি এর নতুন সভাপতি নিযুক্ত হলেন

কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ এশিয়া প্যাসিফিক একাডেমি অফ অফথালমোলজির ৪০তম কংগ্রেস এবং অল ইন্ডিয়া অফথালমোলজিক্যাল সোসাইটির ৮৩তম বার্ষিক সম্মেলনের যৌথ সভা, ৩-৬ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে, নয়াদিল্লির যশোভূমি - ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাপী ১২,০০০ এরও বেশি চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকবেন। ডঃ পার্থ বিশ্বাস সম্পর্কেড ঃ পার্থ বিশ্বাস, চক্ষুরোগের একজন দূরদর্শী নেতা! কলকাতার বাসিন্দা, তাঁর যাত্রা তাঁর পিতামাতার দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষা এবং করুণার মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে। স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এবং প্রতিসরাঙ্কিত অস্ত্রোপচারের পথিকৃৎ, তিনি উদ্ভাবনী কৌশলের মাধ্যমে পূর্ব ভারতে চক্ষু চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকে রূপান্তরিত করেছেন। ট্রেনেট্রালয়ের মেডিকেল ডিরেক্টর এবং এর মধ্যে সহযোগিতার একজন প্রবক্তা হিসেবে, ডঃ বিশ্বাস শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি নিষ্ঠার প্রতীক। তার নেতৃত্বে, আমরা আমাদের সম্প্রদায় এবং এর বাইরেও চোখের যত্নের অগ্রগতির জন্য একটি আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করছি।তিনি বর্তমানে মেডিকেল ডিরেক্টর, ট্রেনেট্রালয়, কলকাতা ট্রাস্টি, আসু বিশ্বাস কণিকা বিশ্বাস ফাউন্ডেশন, কলকাতা পরিচালক, নেত্রালয়ম, ভিআইপি, কলকাতাডঃ পার্থ চক্ষুবিদ্যায় অসাধারণ অবদানের জন্য বেশ কিছু প্রশংসা পেয়েছেন এবং পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন যেমন ঃকর্নেল রাঙ্গাচারী পুরস্কার, , ২০১১, , আমস্টারডাম, ভিডিও পুরস্কার, ২০১৩, , সিঙ্গাপুর, ভিডিও পুরস্কার, ২০১৩, অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ২০২৫, আলিম মেমোরিয়াল লেকচার, ৪৯তম বার্ষিক সম্মেলন বাংলাদেশ ২০২২, এম এম জোশী ভিশনারি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫, এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-রিফ্র্যাক্টিভ ২০২৪, আইফোকাস আইকন অ্যাওয়ার্ড ২০২৪, ডঃ এন ডি লক্ষ্মণপাল মেমোরিয়াল ওরেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৪, কসকন অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ২০২৪, , কলোকিয়াম, গ্র্যান্ড গিল্ড, ভিডিও অ্যাওয়ার্ড, ২০১৩, ৬৩তম এআইওসি-তে শিব প্রসাদ হার্ডিয়া পুরস্কার, ৬২তম এআইওসি-তে হনুমন্ত রেড্ডি পুরস্কার, ৬১তম এআইওসি-তে হনুমানথ রেড্ডি পুরস্কার, ২০০৯, সত্য রানী হাজরা পুরস্কার, ওএসডব্লিউবি, ২০০৭, ডক্টর কে. আর. দত্ত পুরস্কার, ইআইজেডওসি, ১৯৯৮, ডক্টর দুখন রাম বিওএস-এ সেরা পেপার, ১৯৮৭, ইন্ডিয়ান ইন্ট্রাওকুলার অ্যান্ড রিফ্র্যাক্টিভ সোসাইটি স্বর্ণপদক, ২০০৭, ২০১৫, বিওএ, স্বর্ণপদক, ২০১৩, ডক্টর ডি. কে. বোস স্বর্ণপদক, বিওএস-এ, ১৯৯১, দ্য হুসনাইন স্বর্ণপদক, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এম.বি.বি.এস.-এ ফাইনালে।

হুগলির বিভিন্ন জায়গায় ভেল ভেল উৎসবে আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতির এক অনন্য মেলবন্ধন দেখা যায়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,৭ এপ্রিলঃ ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি মেনে প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তির আগে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এই 'ভেল ভেল' উৎসব পালন করা হয়। মূলত তামিল জনগোষ্ঠীর মানুষরা এই অভিনব 'ভেল ভেল' উৎসব পালন করেন থাকেন। হুগলির বিভিন্ন জায়গায় আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতির এক অনন্য মেলবন্ধন দেখা যায়। হুগলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নানা সময় এসেছেন। তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে এখানকার জনজীবন একেবারে মিলেমিশে গিয়েছে। সেই রকমই এক সংস্কৃতির মেলবন্ধন হল হুগলির ব্যান্ডেলের 'ভেল ভেল' উৎসব। 'ভেল' উৎসব মূলত শ্রীলঙ্কায় প্রচলিত একটি উৎসব, তবে দক্ষিণ ভারতের তামিনাড়ুতেও এটি পালন করতে দেখা যায়। দেব সেনাপতি কার্তিককে উৎসর্গ করা মন্দিরগুলিতে এই উৎসব বিশেষ ভাবে পালিত হতে দেখা যায়। তামিল জনগোষ্ঠীর অনেকেই হুগলি জেলার ব্যান্ডেলে রয়েছেন, তারাই বহু বছর আগে বাংলাতেও শুরু করেন এই ভেল ভেল' উৎসব। 'ভেল ভেল' হল একটি তামিল জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক উৎসব। প্রাচীনকালে ভেল তামিলদের রাজরাজাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র বর্শা কিংবা শূলকে বলা হত। হুগলি জেলার ইতিহাসে এই মেলা শতাব্দী প্রাচীন। উৎসবের দিন ভক্তরা ব্যান্ডেলের ওলাইচণ্ডী মন্দিরে সকাল জামায়েত শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন চড়ক বা গাজন উৎসব হয় অনেকটা সেই ধাঁচেই এই উৎসব।

কাকেয়ার ধাঁধার ত্রিমাত্রিক সমাধান করেছেন গণিতবিদেরা

ওয়াশিংটন, ৭ এপ্রিলঃ গণিতের অনেক অমীমাংসিত ধাঁধা রয়েছে। এসব ধাঁধার গাণিতিক সমাধানের জন্য যুগের পর যুগ ধরে চেষ্টা করছেন বিভিন্ন দেশের গণিতবিদেরা। সম্প্রতি শত বছরের পুরোনো কাকেয়ার অনুমান বা কনজেকচার নামে পরিচিত এক গাণিতিক ধাঁধার সমাধান করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিদ হং ওয়াং ও কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জোশুয়া জাহল। ১৯১৭ সালে গণিতবিদ সোইচি কাকেয়া প্রশ্ন করেন, একটি সমতলের ক্ষেত্রফল কত ছোট হলে তার মধ্যে একক দৈর্ঘ্যের একটি সুই ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানো সম্ভব? কল্পনা করুন, একটি টেবিলের ওপর এক মিটার লম্বা একটি লাঠি আছে। আপনি লাঠির মাঝখানে ধরে সেটিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরাতে চান। তবে কাকেয়ার প্রশ্নটি ছিল সুই নিয়ে। কত ক্ষুদ্র জায়গার মধ্যে একটি সুই আপনি ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরাতে পারবেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে গণিতের দুনিয়ায় কাকেয়া সেটের ধারণা তৈরি হয়। এটিকে বেসিকোভিচ সেট বলা হয়। গণিতবিদ হং ওয়াং ও জোশুয়া জাহল ত্রিমাত্রিক সমাধান তৈরি করে দীর্ঘদিনের এই অমীমাংসিত গাণিতিক ধাঁধার সমাধান করেছেন। ত্রিমাত্রিক সমাধানটির বিষয়ে অপর গণিতবিদ ইয়াল লুবেটস্কি বলেন, এটিকে একুশ শতকের শীর্ষ গাণিতিক অর্জনের একটি বলা যায়। ১৯৭১ সালে গণিতবিদ রয় ডেভিস কাকেয়ার ধাঁধার দ্বিমাত্রিক সমাধান করেছিলেন। এর পর থেকে গণিতবিদেরা অসীম মাত্রায় সমস্যাটির সমাধান করতে চেষ্টা করতে থাকেন। এত দিন গণিতবিদদের ধারণা ছিল, ঘূর্ণমান কোনো সুইকে সর্বোচ্চ ২. ৫ কম স্থানিক মাত্রায় ঘোরানো সম্ভব।

গাজায় হামলার তীব্র নিন্দাওসামরিক অভিযান বন্ধের আহ্বান বাংলাদেশের

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা,৭ এপ্রিলঃ অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর অব্যাহত গণহত্যা এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। সোমবার এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত মাসে একতরফা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় বহু ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। যাদের বেশির ভাগই নারীওশিশু। এতে বলা হয়েছে, নতুন করেএই সহিংসতা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতি গুরুতর অবজ্ঞার প্রতিফলন। বাংলাদেশ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘনবসতিপূর্ণ বেসামরিক এলাকায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর অব্যাহত নির্বিচার বিমান হামলার নিন্দা জানিয়েছে, যা মানবিক দুর্ভোগকে আ বাড়িয়ে তুলেছে এবং অসহায় ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ভয়াবহ পরিণতি ডেকে এনেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলকে অবিলম্বে সব সামরিক অভিযান বন্ধ করার,সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করার এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে তার বাধ্যবাধকতাগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার আহ্বান জানিয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে, বেসামরিক মানুষের জীবন রক্ষা করতে এবং গাজার অবরুদ্ধ জনগণের কাছে মানবিক সহায়তা নিরবচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে দিতে জরুরি ওসিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। ন্যায়বিচারও মানবাধিকার বিষয়ে এর নীতিগত অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ফিলিস্তিনি জনগণের বৈধ অধিকারের প্রতি তার অটল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ১৯৬৭সালের পূর্ববর্তী সীমান্ত বরাবর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশ সরকার মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তির জন্য আলোচনার প্ল্যাটফর্মে ফিরে আসার প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করে, যা আঞ্চলিও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর সহিংসতা ও দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে কূটনীতি এবং সংলাপের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানায়। আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘের প্রস্তাব,শান্তি, মর্যাদা ওন্যায়বিচারের জন্য ফিলিস্তিনিদের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ফিলিস্তিনি সমস্যার দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের দিকে কাজ করার বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি বাংলাদেশ তার আহ্বানে অবিচল এবং দ্ব্যর্থহীন থাকবে।

রজত জয়ন্তী বর্ষের বিশ্ব মানবতাবাদ মতুয়া ধর্ম মহাসম্মেলনে নববারাকপুরে

নববারাকপুর, ৭ এপ্রিলঃ নববারাকপুর পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের নবওড়াকান্দি হরিগুরুচাঁদ সেবা সংঘ আয়োজিত রজত জয়ন্তী বর্ষের বিশ্ব মানবতাবাদ মতুয়া ধর্ম মহাসম্মেলনে সোমবার সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী মতুয়া মহাসম্মেলনে ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ এর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। মন্ত্রী বলেন ঠাকুরের শ্লোগান জয় হরিচাঁদ। জয় গুরুচাঁদ। জয় হরিবোল। পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের উন্নীত সাধনে বিশ্ব মানবতাবাদ হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। নববারাকপুরে বিভিন্ন ওয়ার্ডের মতুয়া মা ভাই বোনেরা সংঘবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাতোয়ারা হয়েছেন। ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষিত করনে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন মতুয়া সমাজ। মুখ্যমন্ত্রী মতুয়া সম্প্রদায়ের উন্নয়নের অনেক কাজ করেছেন। এখানে বিশ্ব মানবতাবাদ এর বার্তা তুলে ধরছেন মতুয়া মা ভাই বোনেরা। খুব ভালো লাগছে। সকলকে সাথে নিয়ে মতুয়া সমাজ এগিয়ে যাক। আরো ভাল ভাবে ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষিত করুন। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, মনোজ সরকার, সুমন দে সহ মতুয়া সমাজ এর নেতৃত্ব রা।

গ্রেপ্তাতার ১১

আঙ্কারা, ৭ এপ্রিলঃ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিরোধী দলের ডাকা বাণিজ্য বর্জনের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে তুরস্কের পুলিশ। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, ইস্তাম্বুলের প্রধান প্রসিকিউটর কার্যালয় ১৬ জনের বিরুদ্ধে 'ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর' অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। বিরোধী নেতা ও ইস্তাম্বুলের সাবেক মেয়র একরেম ইমামোগলুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এই বাণিজ্য বর্জন কর্মসূচির ডাক দেয় বিরোধী দল।

গ্রেপ্তার হওয়া ১১ জনের মধ্যে নেটফ্লিক্স সিরিজ রাইজ অব এম্পায়ার্স অটোমান-এর এক অভিনেতাও রয়েছেন বলে জানিয়েছে তুর্কি অভিনেতা সংঘ। তুরস্কের পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনগণকে গত বুধবার কেনাকাটা না করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর আগে এক দিনের এ বর্জন কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানান প্রধান বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) নেতা ওজগুর ওজেল।

Name Change
I, Molla Akbar (old name) father of Motahar Hossen Molla, residing at vill.- Rasa,P.O. – Rasa Dogacha,P.S.Usthi,Dist.- South 24 Paraganas,Pin -743375,West Bengal.have changed my name and shall henceforth be known as Akbar Ali Molla (new name) as declared before the Ld.1st Class Judicial Magistrate at Diamond Harbour,24 Pgs (S) vide affidavit No. 2624 dated 17/03/2025. Molla Akbar (old name) and Akbar Ali Molla (new name) both are same and one identical person.

NOTICE
Sushovan mondal S/O Sunil mondal of Vill+P.O- dharmotala panchuriya, PS-K.L.C, Dist- South 24 Parganas, PIN-700135. had purchased a land/property, Schedule below, from Power of Attorney Holders 1/ JOGOT JIBON NASKAR 2/ JAGADISH CHANDRA NASKAR 3/ KOUSIK BOR POA No. 8173/2024 A.D.S.R. Bhangar, Deed No. 2503/2025 A.D.S.R Bhangar. If any body has any objection on mutation of said land property please inform office of BL & LRO, Bhangore Block-II, in writing or over email- BLROBHA@gmail.com within one month from the date of this advertisement Land Schedules Mouza- DHARMOTALA PANCHURIA J/L. No. 6, Dag Ng 1550 Area 7.0805 Satak, under LR Khatian No-1403.

নাম পরিবর্তন
আমি Swampa Saha Biswas (পুরাতন নাম) স্বামী Bhajan Saha ঠিকানা Betna Puratanpara, Betna, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741505 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-04-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sampa Saha Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sampa Saha Biswas (নতুন নাম) ও Swampa Saha Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Nikhil Ch Sarkar (old name) S/O Haribar, residing at Nimtala Bazar, Uttar Brahma Pur, Nimtala Bazar, Haringhata, Nadia, Pin- 741257, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Nikhil Sarkar (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 07/04/2025. Nikhil Sarkar (new name) and Nikhil Ch Sarkar (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Shahen Begum & Shaheen Begum (old names) W/O Md samim, residing at 4/C, Mackenzie Road, Kamarhati, Barrackpore, Pin- 700058, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shaheen Shamim (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 07/04/2025. Shaheen Shamim (new name) and Shahen Begum & Shaheen Begum (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sangeeta Kundu (old name) W/O Paresh Chandra Kundu, residing at BC-14, Anurupa Pally, Prafulla Kanan (E). Kestopur, Bidhannagar, P.S.- Baguiati, Pin- 700101, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sangita Kundu (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 07/04/2025. Sangita Kundu (new name) and Sangeeta Kundu (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sk Makarabin (old name) S/O Sk Samsul, residing at Amdai, Kalyanpur, P.S.- Egra, East Medinipur, Pin-721447, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Mokrabin (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 07/04/2025. Sk Mokrabin (new name) and Sk Makarabin (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,SOJAHID HASAN KHAN (OLD NAME) S/O LATE ABUL HASNAT KHAN RESIDING AT 28/4, GANDHI SARAK, PS-SERAMPORE,WEST BENGAL,PIN-712248,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOJAHID HUSSAIN KHAN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON DATED 04/04/2025. SOJAHID HASAN KHAN (OLD NAME) AND SOJAHID HUSSAIN KHAN (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Subrata Chowdhury (old name) S/O Rabindra Nath Chaudhuri, residing at 414/5 Prince Anwar Shah Road, Jodhpur Park, P.O.- Lake Gardens, P.S.- Lake, Kolkata- 700045, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Subrata Chaudhuri (new name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore, South 24 Parganas, dated 04/03/2025. Subrata Chaudhuri (new name) and Subrata Chowdhury (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sourabh Chowdhury (old name) S/O Subrata Chaudhuri, residing at 414/5 Prince Anwar Shah Road, Jodhpur Park, P.O.- Lake Gardens, P.S.- Lake, Kolkata-700045, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sourabh Chaudhuri (new name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore, South 24 Parganas, dated 04/03/2025. Sourabh Chaudhuri (new name) and Sourabh Chowdhury (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Rekha Mallick (old name) W/O Ramakanta Mallick, residing at Kharo Belermath Kumra Kashipur, P.S.- Habra, Dist.- North 24 Parganas, Pin-743271, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rekha Rani Mallick (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 07/04/2025. Rekha Rani Mallick (new name) and Rekha Mallick (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Meher Ali Mondal, Mehar Ali Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Sukurali Mandal ঠিকানা Vill - Umarpur, P.o - Kumari Ramnagar, P.s - Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-04-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Meher Ali Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Meher Ali Mandal (নতুন নাম) ও Meher Ali Mondal, Mehar Ali Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Jitendra Nath Mondal alias Jiten Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Ratan Mandal ঠিকানা Bhaina, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-04-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jiten Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jiten Mandal (নতুন নাম) ও Jitendra Nath Mondal, Jiten Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Gulok Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Jiten Mandal ঠিকানা Bhaina, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-04-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Golak Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Golak Mondal (নতুন নাম) ও Gulok Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sabya Sachi Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Late Ananta Kumar Mondal ঠিকানা Vill - Bagna, P.o+P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743249 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-04-2025 এর Affidavit no 005 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sabyasachi Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sabyasachi Mondal (নতুন নাম) ও Sabya Sachi Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I MURTUZA AHMAD KHAN ,S/O LATE.AINUL HAQUE KHAN ,R/O AZAD NAGAR BURNPUR, PO-BURNPUR, PS-HIRAPUR, DIST.PASCHIM BARDHAMAN,713325, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURTUZA ALI KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/04/2025,THAT MURTUZA AHMAD KHAN AND MURTUZA ALI KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KAYNAT PARWEEN, W/O KHURRAM HAYAT KHAN, R/O 6F/C/11.SUGAM PARK.KSTP. TOWNSHIP.ASANSOL,PO-DAKHIN DHADKA, PS-ASANSOL NORTH, DIST. PASCHIM BARDHAMAN, 713302, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAYNAT HAYAT KHAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/04/2025,THAT KAYNAT PARWEEN AND KAYNAT HAYAT KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Arpita Dey (old name) W/O SUMIT DEY and D/O Amaresh Chandra Chatterjee, residing at Vill.- Purba Gobindapur, P.O.- Gobindapur, P.S.- Hanskhali, Dist.- Nadia, Pin- 741505, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Arpita Dey Chatterjee (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 04/04/2025. Arpita Dey Chatterjee (new name) and Arpita Dey (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,J.O BRIGGS,WIFE OF WILFRED ANDRE BRIGGS, RESIDING AT VILL-RAGHUNATHPUR,PS-KALYANI, NADIA-741245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JENNIFER OLIVE BRIGGS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2025.THAT J.O BRIGGS AND JENNIFER OLIVE BRIGGS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sk Arman (old names) S/O Sekh Subhan, residing at 35, Picnic Garden Road, P.O. & P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Arman Sekh (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 07/04/2025. Arman Sekh (new name) and Sk Arman (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, RAZIA SHABNAM (Old Name) W/O MOHAMMED FAIYAZ Residing at 6/H/3, Ibrahim Road, P.O.-Khidderpore, P.S.-Ekbalpore District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAZIA SHABNAM BEGUM (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 852 Dated 06-01-2023. RAZIA SHABNAM (Old Name) and RAZIA SHABNAM BEGUM (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, PRAVEEN MANDAL and PARVEEN MANDAL (Old Name) D/O ANSARUDDIN AHMED Residing at Akra Krishna Nagar, P.S.-Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700141, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PARVEEN MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 07-04-2025. PRAVEEN MANDAL and PARVEEN MANDAL (Old Name) and PARVEEN MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, RAZIA SHABNAM (Old Name) W/O MOHAMMED FAIYAZ Residing at 6/H/3, Ibrahim Road, P.O.-Khidderpore, P.S.-Ekbalpore District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAZIA SHABNAM BEGUM (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 852 Dated 06-01-2023. RAZIA SHABNAM (Old Name) and RAZIA SHABNAM BEGUM (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, PRAVEEN MANDAL and PARVEEN MANDAL (Old Name) D/O ANSARUDDIN AHMED Residing at Akra Krishna Nagar, P.S.-Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700141, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PARVEEN MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 07-04-2025. PRAVEEN MANDAL and PARVEEN MANDAL (Old Name) and PARVEEN MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I Amlan Mukhopadhyay S/o Late Bhabadeb Mukherjee residing at Flat 6A, Block B, Swagat Aashiyana, Narayanpur, Rajarhat Goplapur, Kolkata – 700136 have changed my surname and shall henceforth be known as Amlan Mukherjee as declared before the Learned Judicial Magistrate (1st class), Calcutta In Charge of Affidavit Section, vide affidavit no 1003 on 04/04/2025. Amlan Mukhopadhyay and Amlan Mukherjee both are same and identical person.

Name Change
I, Abu Sama Karikar & Abu Sama Ansary (Old Name)S/O–Chaber Karikar resident of Vill-Raipur Purbapara,Po-Raipur, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby decrale that I have changed my name from Abu Sama Karikar & Abu Sama Ansary to Abu Samad Karikar and hencefort I shall be known as Abu Samad Karikar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/04/2025. My name Abu Samad Karikar (new name) & (old name) Abu Sama Karikar & Abu Sama Ansary both are same and one identical person.

Name Change
I, Afsar Dafadar (Old Name) S/O–Ismail Dafadar resident of Nikari Fulbari Dakshinpara, Hanskhali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741151 do hereby decrale that I have changed my name from Afsar Dafadar to Afchhar Dafadar and hencefort I shall be known as Afchhar Dafadar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/04/2025. My name Afchhar Dafadar & Afsar Dafadar both are same and one identical person.

জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত ৩, চিন্তিত বনদপ্তর

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৭ এপ্রিল ঃ জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে গিয়েছিলেন। কিন্তু, আর বাড়ি ফেরা হল না। ২ জনকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারল হাতি। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। হাতির আক্রমণে জখম হয়েছেন আরও ২ জন। ঘটনাটি জলপাইগুড়ির মালবাজারের। একের পর এক হাতির আক্রমণ মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় চিন্তিত বন দপ্তর থেকে শুরু করে পরিবেশপ্রেমীরা। আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ থেকে বনবস্তির মানুষেরা। উল্লেখ্য গত ৫ দিনে মালবাজার মহকুমা হাতির আক্রমণ চারজনের মৃত্যু এবং দুজন আহত হয়েছে। তারমধ্যে শুধুমাত্র ক্রান্তি ব্লকেই দুদিনে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আর এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বন দফতর। ক্রান্তি ব্লকে যে তিনজন হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে তারা সকলেই জঙ্গলের ভিতরে জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়ে মারা যান বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। যে তিনজন মারা গেছে, তার মধ্যে একজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ। আহত হয়েছে আরো দুই মহিলা। এর আগে গত ৩ তারিখ চাপরামারি জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে বাইকে করে স্বামী - স্ত্রী যাওয়ার সময় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় এক মহিলার। আহত হয় স্বামীও। গত কয়েক মাস যাবত দেখা যাচ্ছে হাতির আনাগোনা বেড়েছে লোকালয়ে। তবে সব থেকে বড় বিপদের কারণ হল বিভিন্ন জঙ্গলে দিনের আলো ফুটতেই বহু মানুষ এবং মহিলারা জ্বালানি সংগ্রহের জন্য জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করতে গিয়েই বড় বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন। এইভাবেই জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়েই বারবার মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এই ব্যাপারে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে বারবার সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হলেও কিছু মানুষ তা শুনছে না। বনদফতরের বিনা অনুমতিতেই জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করছে জ্বালানি সংগ্রহ করতে। গত দুদিনে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনার পর সোমবার মালবাজার মহকুমার ক্রান্তি ব্লকের কাঠামবাড়ি বনদপ্তর - এর উদ্যোগে বন বস্তি এলাকায় এক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করা হল। গত শনিবার এবং রবিবার ক্রান্তি ব্লকের আপালচাঁদ বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির আক্রমণে তিনজনের মৃত্যু হয় এবং দুজন গুরুতর আহত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসলো আপালচাঁদ বন বিভাগ। ইতিমধ্যে ক্রান্তি ব্লকের বনাঞ্চল লাগোয়া বিভিন্ন গ্রামে বন বিভাগের তরফ থেকে সচেতনতামূলক শিবিরের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে সচেতনতা বার্তা তুলে দেওয়ার কাজ বনবিভাগ থেকে শুরু হয়েছে। সোমবার সকাল বেলা রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আনন্দপুর চা বাগানের পাকালাইন সংলগ্ন এলাকায় আপালচাঁদ বন বিভাগের তরফে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সোমবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রান্তি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির বন কর্মাধ্যক্ষ পরিশ্রম চিক বড়াইক বৈকুন্ঠপুরের এডিএফও ম্যাডাম মানজিলা তিরকি, কাঠামবাড়ি রেঞ্জ অফিসার নবাঙ্কুর ঘোষ -সহ বনবিভাগের বেশ কয়েকজন কর্মী এছাড়াও ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যাগণ। উপস্থিত সকল চা বাগান বাসিন্দাদের জানানো হয় যে বর্তমানে শুকনো মরশুমে জঙ্গলে গাছের পাতা শুকনো হয়ে পড়ে রয়েছে সেগুলোতে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে না দেয় এ ছাড়াও জঙ্গলের ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বন আধিকারিকেরা জানান, জঙ্গলে বুনো হাতির দল ঘোরাঘুরি করছে তাই কেউ জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করবেন না এবং গ্রামেগঞ্জে হাতি ঢুকে পড়লে দ্রুত বন দপ্তরকে খবর দিন। এই ব্যাপারে সেচ্ছাসেবি সংগঠনের হিমালয়ান ইকোলজি ফাউন্ডেশনের অন্যতম সদস্য মৃনাল সিংহ রায় বলেন, বার বার অ্যাওয়ারনেস করার পরও কিছু মানুষ শুনছে না। মাঝেমধ্যেই দেখা যায় জঙ্গলে রাস্তায় অবাধে চলছে টোটো রিস্কা। এখানেও বিপদ ঘটতে পারে। জঙ্গলে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দুদিক দেখে গাড়ি বা বাইক চালানো উচিত। এই ব্যাপারে আমাদের সংগঠন থেকেও বন বস্তিতে ক্যাম্প করবো আমরা। বিগত দিনে হাতির আক্রমণে বেশ কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে যেমন... ১) ২০২৪ সালে ১০ ডিসেম্বর চালসার মঙ্গলবাড়ী বাজারে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় ছয় বছরের এক শিশুর। ২) ২০২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি নাগরাকাটার খেরকাটা জঙ্গলে জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়ে মৃত্যু হয় এক মহিলার। ৩) ২০২৫ সালে ২০ জানুয়ারি গরুমারা গরাতি ক্যাম্পে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় এক পাতা ওয়ালার। ৪) ২০২৫ সালের ৩ এপ্রিল চাপরামারি জঙ্গল দিয়ে বাইকে করে যাবার সময় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় এক মহিলার। ৫) ২০২৫ সালের ৫ এপ্রিল তার ঘেরা জঙ্গলে জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় এক মহিলার। ৬) এবার ২০২৫ সালের ৬ এপ্রিল ক্রান্তি ব্লকের ষোলঘরিয়া এলাকায় জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ৭) ২০২৫ সালে ৬ এপ্রিল ক্রান্তি ব্লকের বারঘরিয়া এলাকায় জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির আহত দুই মহিলা। ৮) ২০২৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি হাতির আক্রমণে দুই কৃষক আহত হয় গজলডোবার ৭ নাম্বার কলোনীতে।

ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মনকে রেহাই দিল আদালত

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ এপ্রিল ঃ শ্লীলতাহানির মামলা থেকে রেহাই পেলেন ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন। এদিন সোমবার আলিপুরদুয়ার আদালত এই রায় দিয়েছেন। মিথ্যা অভিযোগ হয়েছিল বলে এদিন দাবি করেন বিজেপি বিধায়ক। ঘটনায় তিনি তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। যদিও বিধায়কের এই অভিযোগ মানতে চাননি তৃণমূল নেতৃত্ব। ২০১৮ সালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের স্টেট ভায়েস প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। সেবছর ৯ জুলাই ফালাকাটা সারদা শিশু তীর্থ স্কুলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন গণ্ডগোল হয়। দীপক বর্মণের বিরুদ্ধে পরে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। শ্লীলতাহানি, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ, টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ দায়ের হয়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সেই বছরই ১৩ জুলাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরের দিন আদালত থেকে তিনি জামিন পেয়েছিলেন। সেই মামলাই চলছিল আলিপুরদুয়ার আদালতে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। বিজেপির টিকিটে ভোটে জিতে ফালাকাটার বিধায়ক হন দীপক বর্মন। তবে মামলা চলছিল। সেই মামলার সোমবার রায়দান হল। শ্লীলতাহানি-সহ অন্যান্য মামলা থেকে বিধায়ককে এদিন রেহাই দিলেন বিচারক। বিধায়কের সঙ্গে আশিস মণ্ডল নামে আরও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। তাঁকেও রেহাই দিয়েছে আদালত। আদালতের রায়ে মামলা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বিধায়ক।

e- Tender invitation of Two of Rishi Bankim chandra Gram Panchayat under Kakdwip Block, **Nit no.59/1(e) /RBCGP/5th SFC/2025 & 60/2(e) /RBCGP/XV FC/2025** dated **07/04/2025** Publishing, & Last date of submission **20/04/2025 before 5.00 PM** & Opening date, **21/04/2025**/ in website. **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan,
Rishi Bankim chandra Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নং টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৫-৩৯৭ তারিখ ০৪.০৪.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** নর্থ কলোনি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ-এ প্রধান প্রশাসনিক ভবনের করিডোর-এ পারফোরেটেড মেটাল সিলিং/ব্যাফেল সিলিং সহ প্রধান প্রশাসনিক ভবনের সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৪,৮৭,৫৭০.৪০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৫৭,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৪.২০২৫। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডারের কর্মসূচিতে কোনো পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন যদি হয় তাহলে তা কেবলমাত্র ই-টেন্ডার পোর্টালে পাওয়া যাবে এবং সেগুলি কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সম্ভাব্য দরদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। হেল্প ডেস্ক-এর যোগাযোগ নং ০৩৩-২৪৫০-৩৭৮৩। **(PR-20)**

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হল বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ এপ্রিল ঃ আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস (৭ এপ্রিল) । প্রতিটি কর্মদিবসের মতো আজও বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন সক্রিয়তা ভিত্তিক স্বাস্থ্য দিবস এর বিশেষ কর্মসূচী পালিত হল। প্রার্থনায় সমবেত স্বাস্থ্য বিধান গান, মিড ডে মিল খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার গান ও তার পদ্ধতি সহ হাত ধুয়ে মিড ডে মিল গ্রহণ, প্রার্থনার লাইনেই প্রতিদিনকার মত প্রতিটি শিশুর হাত, নখ, চুল আঁচড়ানো, মুখ পরিষ্কার, পোশাক পরিষ্কার দেখে স্বচ্ছতা নিরীক্ষণ বোর্ডের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেন। হ্যান্ড ওয়াশিং চ্যালেঞ্জ ডে ৬০দিন - একটি নির্দিষ্ট দিনকে হ্যান্ড ওয়াশিং স্টার্টিং ডে হিসাবে ধরে তার পরবর্তী প্রতিটি হ্যান্ড ওয়াশ দিনকে অতিক্রম করে ৬০ দিনের পথে এগিয়ে চলা। সেই জন্য প্রতিদিন মিড ডে মিল গ্রহণ এর আগে হ্যান্ড ওয়াশ করে থাকলে সেই দিন টিকে মুছে দেওয়া হয়, এটা একটি চ্যালেঞ্জিং বোর্ডের মাধ্যমেই করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস এর এই সামগ্রিক কর্মসূচি শিশু সংসদের শিশুদের নিয়ে করল শিশু সংসদের স্বাস্থ্য মন্ত্রী রোশনি পারভিন । এছাড়াও বিদ্যালয় চত্বর ও সন্নিহিত অঞ্চলে মশার উপদ্রব কমাতে প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত শিশু সংসদের সদস্য ও পরিবেশ মন্ত্রী তামিম থান্ডার কে সাথে নিয়ে বিদ্যালয়ের ভিতর ও বাহির ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে জীবাণুমুক্ত করার চেষ্টা করেন।

ভাগীরথীতে নিখোঁজ কলেজ ছাত্রীর খোঁজ পেতে নামানো হল বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের ডুবুরিকে

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৭ এপ্রিল ঃ আকাশে তখন কালো মেঘ। ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলকানি। সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তারই মধ্যে মায়াপুরগামী নৌকায় থাকা শতাধিক যাত্রীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভাগীরথী নদীতে ঝাপ এক কলেজ ছাত্রীর। ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে নৌকায় থাকা অন্যান্য যাত্রীরা। সম্বিত ফিরতেই যাত্রীদের চিৎকারে মাঝির বুঝতে বাকি থাকেনা। কাল বিলম্ব না করে ছাত্রীর খোঁজ পেতে যাত্রী বোঝাই নৌকা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালায় মাঝি। কিন্তু আঁধো অন্ধকারে ভাগীরথীর জলে তলিয়ে যায় ওই ছাত্রী। এক প্রকার ব্যর্থ হয়ে অন্যান্য যাত্রীদের নিয়ে মায়াপুর ফেরিঘাটে ফিরে আসে মাঝি। এমনই এক হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায়। জানা যায়, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নবদ্বীপ ফেরিঘাট থেকে মায়াপুর যাবে বলে নৌকায় ওঠে তলিয়ে যাওয়া ওই ছাত্রী। এরপর নৌকাটি ভাগীরথী নদীর মাঝ বরাবর আসতেই নদীতে ঝাঁপ দেয় নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী বর্ণালী দাস (১৯)। তার বাড়ি পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের বনিক নগর এলাকায়। নিখোঁজ ছাত্রীর বাবা বলরাম দাস জানান, রবিবার বিকেলে সাইবার কাফেতে যাবে বলে বেরিয়েছিল মেয়ে। কেন এবং কিভাবে মায়াপুরের নৌকায় চড়ে বসলো, সেটা কিছুতেই তাদের মাথায় আসছে না। মেয়ে পড়াশোনায় অত্যন্ত ভালো ছিল। সে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিল। বলরামবাবু আরও জানান, আমার এক ছেলে এবং এক মেয়ে। ছেলে বড় ও মেয়ে ছোট। ছেলে কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকে। আমি রাস্তার ফুটপাতে একটি ছোট চায়ের দোকান চালাই। অনেক কষ্টের মেয়েকে পড়াশুনা করাচ্ছিলাম। ওকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা ছিল। সব আশাই শেষ হয়ে গেল। অপরদিকে দিনভর বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের ডুবুরি ও স্পিডবোর্ট নামিয়েও কোনও প্রকার খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ দ্বিতীয় বর্ষের কলেজ ছাত্রী বর্ণালী দাসের। অন্যদিকে নবদ্বীপ জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতির সম্পাদক সুশান্ত হালদার জানান, আমরা খবর পাওয়া মাত্রই দুটি নৌকা নিয়ে ওই ছাত্রীর খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Building Repairing works, under MA&ME fund in **N.I.e.T. No.– 07 (3rd Call)**, Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **17/04/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Block Development Officer
Hariharpara Dev. Block.

ফর্ম নং URC -২

আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ । এর অধীনে নিবন্ধন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন

[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, পনেরো দিন পরে কিন্তু ত্রিশ দিন শেষ হওয়ার আগে কলকাতার রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে যে 'FEMME FABRIC SOLUTIONS LLP', LLP, কোম্পানি আইন ২০১৩-এর অধ্যায় XXI-এর অংশ I- এর অধীনে 'FEMME FABRIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED'- এর নামে এবং স্টাইলে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ-

ক) পরিবেশবান্ধব, জৈব-পচনশীল, পুনঃব্যবহারযোগ্য স্যানিটারি প্যাড তৈরি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন, নকশা, ক্রয়, বিক্রয়, আমদানি, রপ্তানি, বিতরণ এবং অন্যথায় সকল ধরণের এবং বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ-বান্ধব, জৈব-পচনশীল, পুনঃব্যবহারযোগ্য স্যানিটারি প্যাড তৈরি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবসায় পরিচালনা করা।

খ) ভারত বা অন্য কোথাও পরিবেশবান্ধব, জৈব-ক্ষয়যোগ্য, পুনঃব্যবহারযোগ্য স্যানিটারি প্যাডের প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, ক্রেতা, বিক্রেতা, মজুদদার, এজেন্ট, ঠিকাদার, বিনিময়কারী, সরবরাহকারী, পরিবেশক, সহযোগী, পরামর্শদাতা, পরিবহনকারী, সরবরাহকারী এবং ডিলার হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করা।

গ) স্যানিটারি প্যাড তৈরি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, মিশ্রণ, তৈরি, গবেষণা, উন্নয়ন এবং লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনা করা এবং মধ্যস্থতাকারী এবং তাদের কাঁচামাল এবং মহিলাদের যত্ন সম্পর্কিত সমস্ত পণ্যের ব্যবসাও পরিচালনা করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ২৬, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বৌবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কেন্দ্রীয় নিবন্ধন কেন্দ্র (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা-গুড়গাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে জমা দিতে পারেন।

তারিখঃ ৮ এপ্রিল, ২০২৫

আবেদনকারীদের নাম
১. শ্রীপ্রিয়া ঢেলিয়ে
২. শ্রীমঙ্গলা খৈতান

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-150/2024-25 (2 nd Call)**. Bid submission closing date(Online) -**17/04/2025** instated of **03/04/2025** and Bid Submission opening date (Online) **22/04/2025** instated of **07/04/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

বেশ করেছি, তরোয়াল ধরেছি! ওদের হাতে জোর নেই, তাই পারে নাঃ দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ৭ এপ্রিল ঃ 'তোমাদের হাতের জোর নেই...!' শেষ লগ্নে অস্ত্র হাতে দিলীপ, তৃণমূলের কটাক্ষের জবাবও দিলেন মেজাজেই 'রামনবমীর শোভাযাত্রার অস্ত্র থাকবেনা, এটা হয় নাকি!' হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন সাত সকালেই। নজর রেখেছিল পুলিসও। সাবধানী দিলীপ তাই দিনভর বাইক (বুলেট) ছুটিয়েছেন, লাঠি ঘুরিয়েছেন, হাতে তুলে নিয়েছেন 'নকল' গদাও তবে 'অস্ত্র' ধরেননি! একেবারে শেষলগ্নে এসে নিজের কথা রেখেছেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। রবিবার রাতে খড়্গপুর শহরের ওল্ড সেটেলমেন্ট এলাকায় রামনবমী উদ্যাপন সমিতির মঞ্চে হাতে তুলে নিয়েছেন ধারালো তরোয়াল! আর তারপরই কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে তৃণমূল। সোমবার সকালে খড়্গপুরের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি দেবাশীষ চৌধুরী বলেন, 'শেষ লগ্নে এসে উনি প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন! তাই হাতে ধারালো অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। আমাদের নেত্রী রামনবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমরাও রামনবমী পালন করেছি। আমাদের নেত্রীকে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হয়নি। তাঁর হাতে আছে শুভেচ্ছা বার্তা! মহাত্মা গান্ধীর হাতেও অস্ত্র ছিল না। অস্ত্র ছিল নাথুরাম গডসের হাতে! তৃণমূলও প্রস্তুত আছে, অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা হলে রাস্তায় নেমেই এর জবাব দেওয়া হবে।' পাল্টা পাল্টা জবাব অবশ্য দিলীপ তাঁর নিজের মেজাজেই দিয়েছেন। খড়গপুর শহরের বোগদাতে চা-চক্র থেকে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'দিলীপ ঘোষ তো আগেও তরোয়াল ধরেছে, আগামী দিনেও ধরবে। তোমাদের হাতের জোর নেই, তাই ধরতে পার নি।' দেবাশীষ চৌধুরীর রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারিকেও কটাক্ষ করেছেন দিলীপ, 'গতকাল রাস্তায় নামল না কেন? এত ভয় কেন?...রাম বিজেপি-র এটা কে শুরু করেছে? অনেকে অবশ্য বুঝতে পেরেছে, সময় খারাপ আসছে তৃণমূলের অনেক এমএলএ-এমপি'রাও তাই রামের কাছে এসেছেন... অনেকের মনের মধ্যে এখনো পাপ আছে তাই রাম নাম মুখে আসছে না!'

সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর মন্তব্য, অভিযোগ থানায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ এপ্রিল ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর মন্তব্য পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে গাজোল থানায় অভিযোগ জানালো, মালদা জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সংগঠন। সংগঠনের সভাপতি সাগরিকা সরকার মালদা জেলার গাজোল থানার আইসি-কে একটি অভিযোগ পত্র তুলে দেন এবং জানান কে বা কারা এ ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য পোস্ট করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়.কে বা কারা এ ধরনের পোস্ট করেছে তার তদন্তের দাবি তুলেছেন। এই দিন জানা যায় একটি কুন্তব্য পোস্ট হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই পোস্টটি হল অফার অফার অফার অফার প্রথমে ১৮ লক্ষ টাকা দিয়ে আট বছর পর চাকরি কেন, তার আট বছর পর ৩৬ লক্ষ টাকা ফেরত দাও, আর জিতে নাও হাজার টাকা মূল্যের লক্ষীর ভান্ডার। এই পোস্ট কে কেন্দ্র করে বিতর্কিত শুরু হয়েছে এবং মালদা জেলার গাজোল থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই দিন উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলার সভানেত্রী সাগরিকা সরকার , গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শিখা মন্ডল সরকার, পুরাতন মালদা ব্লক সভানেত্রী অনুশূয়া মন্ডল, গাজোল ব্লক সভানেত্রী মিনু সাহা, ইংরেজবাজার টাউন সভানেত্রী অর্পিতা চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

মশাগ্রাম জংশন রেল স্টেশনে অন্যপ্রান্তে টিকিট কাউন্টারের দাবী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ এপ্রিল ঃ হাওড়া বর্ধমান কর্ডলাইন শাখার অন্যতম ব্যস্ত জংশন রেলস্টেশন হল মশাগ্রাম জংশন রেল স্টেশন। পূর্ব বর্ধমানের একমাত্র স্টেশন যে রেলস্টেশনে আর কিছুদিনের মধ্যেই সংযুক্তিকরণ করা হবে হাওড়া বাঁকুড়া ভায়া মশাগ্রাম রেল স্টেশনে। বর্তমানে মশাগ্রাম থেকে ছাড়ে বাঁকুড়া লোকাল। রেল স্টেশনে মোট সাতটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, প্রত্যেকদিন যাত্রীরা কলকাতা থেকে শুরু করে বর্ধমান,বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূত্রে জান এই জংশন রেলস্টেশন থেকে। কিন্তু এই জংশন রেল স্টেশনের পশ্চিম দিকে রয়েছে একটি মাত্র টিকিট কাউন্টার। স্টেশনের পূর্ব দিকে প্রায় আট থেকে দশটি গ্রাম রয়েছে, ওই এলাকার মানুষরা এই স্টেশন ব্যবহার করে যাতায়াত করেন। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ পূর্ব পাড়ের মানুষদের টিকিট কাটতে বিরাট উঁচু সিঁড়ি পেরিয়ে পশ্চিম পারে গিয়ে টিকিট কেটে আবার অপর পারে পূর্ব দিকে ফিরতে হয়। যেহেতু ওই জংশন স্টেশনে কোন এস্কেলেটর নেই এবং সিঁড়িগুলি বেশ উঁচু, তাই বয়স্ক বা দুর্বল ব্যক্তি কিম্বা মহিলাদের পক্ষে অত উচু সিঁড়ি পেরিয়ে টিকিট কেটে ফের ওই সিঁড়ি চড়ে ফেরত আসাটা খুবই কষ্টসাধ্য। আবার কেউ যদি ভাবেন সিঁড়ি দিয়ে না উঠে গাড়ি করে উল্টোপারে গিয়ে টিকিট কাটবেন, তাহলে তাকে দেড় - দুই কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। তাছাড়া যাত্রাপথে পরবে একটি রেলগেট, যে গেট পড়লে প্রায় ৩০ মিনিট পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই নিত্যযাত্রীদের দাবি মশাগ্রাম রেলস্টেশনে পশ্চিম পাড়ের মত পূর্ব পাড়েও একটি টিকিট কাউন্টার করা হোক এবং যদি প্ল্যাটফর্ম গুলিতে এস্কেলেটর এর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অনেকটাই সমস্যার সমাধান হবে নিত্যযাত্রীদের।

জনগণকে বিভ্রান্ত করা মমতার অভ্যেসঃ অগ্নিমিত্রা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ৭ এপ্রিল ঃ চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই সমর্থনকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল। অগ্নিমিত্রা পল বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতীত রেকর্ড হলো, যখনই তিনি ব্যাকফুটে পড়ে যান, তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। আর জি কর মামলায়ও তিনি একই কাজ করেছিলেন, যখন ডাক্তাররা বিক্ষোভ করছিলেন, তখন তিনি তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি ব্যবস্থা নেবেন এবং বিক্ষোভ বন্ধ করা উচিত। অগ্নিমিত্রা পল আরও বলেছেন, ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল... শিক্ষক নিয়োগ মামলায়ও সে একই কাজ করছে। সে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্ষুব্ধ, কারণ প্রায় ২৬,০০০ জন তাঁদের চাকরি হারিয়েছে। তাঁর রেকর্ড অনুসারে, তিনি মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর জন্য দাঙ্গা সংগঠিত করতে পারেন। এখন রাম নবমীও এবং আমাদের একেবারে সতর্ক থাকতে হবে। এই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চেয়ারের জন্য যে কোনও কিছু করতে পারেন। তিনি এখন বলেছেন, তিনি দুই মাসের মধ্যে চাকরি দেবেন, কিন্তু তিনি গত ১৪ বছরে কোনও চাকরি দেননি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ২০২৬ সালের নির্বাচনে এর জবাব দেবে।

আদ্রা ডিভিসনে ওন্দাগ্রাম স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগ

সি-৬৬৯/এসটিবিএ/আদ্রা/২০২৫/০২ **তারিখ ০৪.০৪.২০২৫**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা কর্তৃক আদ্রা ডিভিসনে উপরোক্ত বিভাগের স্টেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ● **আবেদনের প্রকৃতি ঃ** স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগ, ● **মূল্য ঃ** কমিশন ভিত্তিক, ● **ইউটিএস কাউন্টারের সংখ্যা (দিনরাত ব্যাপী) ঃ** ০১, ● **প্রদেয় জামিন অর্থ ঃ** ১০,০০০ টাকা, ● **লোকেশন কোড ঃ** ওডিএম, ● **আবেদনপত্রে উল্লেখ্য (কোট করতে হবে) ১ লাখ টাকার বেশি বিক্রয় টার্নওভারের ক্ষেত্রে প্রদেয় কমিশন ঃ** ৪%, ● **বায়না অর্থ ঃ** ২,০০০ টাকা। এনএসজি-৬ (প্রতিটি আবেদনের ক্ষেত্রে), ● **আবেদনপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য, ● **যে স্থানে এসটিবিএ নিয়োগ করা হবে ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে আদ্রা-খড়গপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ওন্দাগ্রাম স্টেশনে। ● **নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত আবেদনপত্র পাওয়া যাবে ঃ ০৭.০৪.২০২৫ থেকে ২৮.০৪.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত কাজের দিনগুলিতে সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা-র কার্যালয় থেকে অথবা **www.ser.indianrailways.gov.in** থেকে ডাউনলোড করে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। ● **আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ ও স্থান ঃ সিনিয়র ডি.সি.এম.-এর কার্যালয়/আদ্রা-তে ২৮.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত** আবেদনপত্র দাখিল করা যাবে। ● **টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে** অথবা কোনো অভূতপূর্ব কারণে যদি ওই দিনটি ছুটির দিন বা বন্ধের দিন পড়ে যায় তাহলে পরবর্তী দিনে। ● **কাজের বিবরণ ঃ** অসংরক্ষিত টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট এবং সিজন টিকিট বিক্রয়। ● **আবেদনকারীর যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** বিশদ তথ্যের জন্য **www.ser.indianrailways.gov.in** দেখুন।

(PR-24) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

কালনায় সনাতনীদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা রামনবমী উপলক্ষ্যে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ এপ্রিল ঃ শ্রীরাম নবমী উদ্‌যাপন সমিতির পরিচালনায় এদিন সোমবার বিকেলে কালনার আরএমসি মার্কেট থেকে সনাতনীদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন ৮ থেকে ৮০। কোথাও তরবারি হাতে নাচ, কোথাও রাধা কৃষ্ণের লীলা কীর্তন, কোথাও আবার রাম সীতা বেসে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ, আবার এরই মাঝে উঠে এলো বাংলাদেশী হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, বর্তমান সময়ে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের প্রসঙ্গ, কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের এক পঞ্চায়েত সদস্য রামনবমীর মিছিল থেকে এই প্রসঙ্গই এদিন তুলে আনেন সোমবার। বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত সনাতনীদের এই মিছিলের কোনো যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই কারণে কালনা থানা পুলিশের নজরদারিও ছিল চোখে পড়ার মতন, মিছিলে তদারকি করতে দেখা যায় কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরীকেউ। বিকেল পাঁচটা থেকে শুরু হওয়া এই শোভাযাত্রা এদিন সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। এই শোভাযাত্রাতে কম বেশি ১০০০০ এর উপর সনাতনী হিন্দুরা অংশগ্রহণ করে।

গৌতম দেবকে শিলিগুড়িতে প্রার্থী হওয়ার আবদার জানালেন উদয়ন গুহ

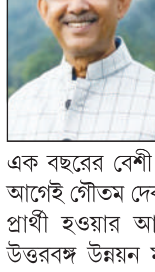

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল ঃ রাজ্য বিধানসভা ভোট হতে এখনো বাকি এক বছরের বেশী সময়। কিন্তু তার আগেই গৌতম দেবকে শিলিগুড়িতে প্রার্থী হওয়ার আবদার জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সোমবার শিলিগুড়ির ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের ঘুঘুমালীতে একটি রাস্তা এবং ড্রেনের কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সেখানেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে গৌতম দেবকে আগামী বিধানসভা ভোটে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা আসন ছেড়ে শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে ভোটে দাঁড়াতে বলেন। তিনি একটি বিষয় এদিন তার বক্তব্যে পরিস্কার করে দেন যে গৌতমবাবু শিলিগুড়ি থেকে ভোটে জিতলে শিলিগুড়ির উন্নয়ন তার হাত ধরে আরও বৃদ্ধি পাবে। এই বিষয়ে মেয়র গৌতম দেবের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, উদয়নবাবু আমাকে পছন্দ করেন বলে হয়তো এই কথা বলেছেন। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে তিনি প্রার্থী হবেন কিনা তা অবশ্য সম্পূর্নটাই দলের ব্যাপার।

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

B K BIRLA GROUP OF COMPANIES

সিন এল১৭১১৪ডব্লুবি১৯৯৯পিএলসি০৮৯১৪৮
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০২৪
শহর অফিসঃ ৯১ আর.এন.মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫৬৭৮৮১২৪৮৯ ৩৪৭২ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৪৬৯ ৬৭৮৮
ইমেইলঃ office@kesoramtextiles.in ktmltext@gmail.com ওয়েবসাইটঃwww.kesoramtextiles.in

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	চলতি তিন মাস শেষ হয়েছে ৩১.০৩-২০২৫	পূর্ববর্তী তিন মাস শেষ ৩১.১২-২০২৫	আগের বছরে শেষ হওয়া তিন মাসের অনুরূপ ৩১.০৩-২০২৫	চলতি বছর শেষ ৩১.০৩-২০২৫	পূর্ববর্তী বছর শেষ হয়েছে ৩১-০৩.২০২৪
১.	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-
২.	(কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে) সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি)	(১৭২.৯৪)	(৬.৩০)	৮০.৮২	(৪৭.৩৯)	(৩৬.৩৫)
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(১৭২.৯৪)	(৬.৩০)	৮০.৮২	(৪৭.৩৯)	(৩৬.৩৫)
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(১৭৪.২৩)	(৬.৩০)	৮১.৭৩	(৪৮.৬৮)	(৩৫.৪৪)
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয়(করের পরে) সময়কালের জন্য লাভ (ক্ষতি) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে)	২,৪২৫.৭৫	(৩.৪৩)	৮৪.০৪	২,৫৫৯.৯২	(২৩.৯৪)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭.	পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ				(১১৩.৭১)	(২,৬৭৩.৬৩)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (বার্ষিক নয়)প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য জেড ২ /- ১. মৌলিকঃ(জেড) ২. পাতলাঃ (জেড)	(০.৩৩) (০.৩৩)	(০.০১) (০.০১)	০.১৬ ০.১৬	(০.০৯) (০.০৯)	(০.০৭) (০.০৭)

দ্রষ্টব্যঃ

ক) উপরে উল্লিখিত তথ্যটি সেবি (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in-এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৭ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ৭ই এপ্রিল, ২০২৫

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-(উমা শংকর আসোপা)
চেয়ারম্যান
ডিনঃ ০০৩০৫০১০

হার্দিককেই আগামী দিনের অধিনায়ক বেছে নিলেন কপিল

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিত শর্মার অধীনে টিম ইন্ডিয়া সাম্প্রতিক সময়ে সাফল্য পেয়েছে। গত বছর টি-২০ বিশ্বকাপ এবং চলতি বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর রোহিতের কুর্সি নিয়ে টানাটানি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু লাগাতার

অফ ফর্মের জেরে তিনি আপাতত কোণঠাসা। শুধু অধিনায়কত্ব নয়, রোহিতের দলে থাকা-না থাকা নিয়েও জমে উঠেছে বিতর্ক। আগামী দিনে টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব কার হাতে যেতে পারে-তাই নিয়ে হাওয়ায় একাধিক নাম ভেসে উঠেছে। অনেকের মতে শুভমান গিলই ভাবী অধিনায়ক হিসেবে ফেভারিট। আইপিএলে গুজরাত টাইটানসের অধিনায়ক। দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। কিন্তু তাঁকে দলের কাণ্ডারী হিসেবে বেছে নিতে রাজি নন কপিল দেব। বদলে তাঁর ভোট হার্দিক পান্ডিয়ার দিকে। জানালেন, আসন্ন সময়ে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হয়ে ওঠার যোগ্য দাবিদার হার্দিকই। উল্লেখযোগ্যভাবে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হলেও হার্দিক পান্ডিয়া ক্রিকেটের কোনও ফর্ম্যাটেই জাতীয় দলের অধিনায়ক নন। টেস্ট ও ওয়ান ডে-তে রোহিত এবং টি-২০-তে সূর্যকুমার যাদবের হাতেই সেই দায়িত্ব তুলে দিয়েছে বিসিসিআই। একদা রাহুল দ্রাবিড়ের জমানায় সাদা বলের ক্রিকেটে ভাইস-ক্যাপ্টেন ছিলেন বটে। কিন্তু তারপর গৌতম গম্ভীর এসে হার্দিককে সরিয়ে সেই জায়গায় শুভমান গিলকে নিয়ে আসেন। এই নিয়ে বলতে গিয়ে কপিল দেবের বক্তব্য, ''আমার মতে, হার্দিক পান্ডিয়াই সাদা বলের ক্রিকেটের অধিনায়ক। এই তালিকায় অনেকেই রয়েছেন। কিন্তু হার্দিককেই আমার পছন্দ।'' যার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের সংযোজন, ''পান্ডিয়া তুলনামূলকভাবে তরুণ। ওকে ঘিরে আগামী আইসিসি টুর্নামেন্টের কথা মাথায় রেখে দল তৈরি করাই যেতে পারে।'' হার্দিক পান্ডিয়াকে সেভাবে টেস্ট খেলতে দেখা যায়নি। যদিও কপিল মনে করেন, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তারকার লাল বলের ক্রিকেটে নামা উচিত। সেটা একান্তভাবে সম্ভব না হলে তিন ফর্ম্যাটে একাধিক অধিনায়কের ফর্মুলা বেছে নিতে পারে বিসিসিআই। মত কপিলের। প্রসঙ্গত, অধিনায়ক হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়ার পারফরম্যান্স মাঝারি মানের। গত বছর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্বে ছিলেন। দশটি টিমের টুর্নামেন্টে তাঁর দল সর্বশেষ স্থানে টুর্নামেন্ট শেষ করে। তার আগে তিনি গুজরাত টাইটানসের অধিনায়ক হিসেবে যদিও একবার ট্রফি জিতেছেন। আরেকবার রানার্স-আপ হয়েছেন। সেই হার্দিকই এবার জাতীয় দলে অধিনায়ক হতে পারেন কি না, কপিলের মন্তব্যের পর সকলের চোখ আপাতত সেদিকে।

'বেলাররাই গেম-চেঞ্জার', হায়দরাবাদকে হেলায় হারিয়ে ছন্দে থাকার রহস্য ফাঁস শুভমান গিলের

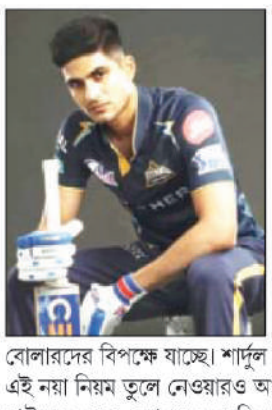

হায়দরাবাদ, ৭ এপ্রিলঃ তিনি নিজে জানিয়েছিলেন, চলতি আইপিএলে কোনও না কোনও টিম তিনশো রানের মাইলস্টোন ছুঁতে পারে। গুজরাত টাইটানসের অধিনায়ক শুভমান গিলের এই মন্তব্যকে ঘিরে অনেক প্রশ্ন ও বিতর্ক জন্ম নিয়েছিল। সরব হয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শার্দুল ঠাকুররা। জানিয়েছিলেন, আইপিএলের পিচ পুরোদস্তুর ব্যাটসম্যানদের অনুকূলে বানানো ঠিক নয়। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার খেলানোর নিয়মও বোলারদের বিপক্ষে যাচ্ছে। শার্দুল তো একধাপ এগিয়ে বিসিসিআইয়ের কাছে এই নয়া নিয়ম তুলে নেওয়ারও আর্জি জানান। আপাতত আইপিএলের তৃতীয় রাউন্ড চলছে। কোনও দল তিনশো রান তুলতে না পারলেও প্রচুর রান উঠছে। এই আবহে শুভমান গিল জানিয়ে দিলেন, ব্যাটসম্যান নয়, বোলাররাই আইপিএলের আসল নায়ক-গুজরাত অধিনায়কের ভাষায় 'গেম-চেঞ্জার'। শুভমান বলেন, ''বোলাররাই খেলা বদলায়, ওরাই গেম-চেঞ্জার, বিশেষত এই ফরম্যাটের ক্রিকেটে। অনেকেই টি-২০-কে ব্যাটিং আর হিটিংয়ের খেলা বলে মনে করে। কিন্তু আসলে ম্যাচ জেতায় বোলাররাই। এই কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা তাদের বিশেষ গুরুত্ব দেয়।'' উল্লেখ্য, গতকাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৪৩ বলে ৬১ রান করেন শুভমান। দল ম্যাচ জেতে ৭ উইকেটে। বল হাতে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন মহম্মদ সিরাজ। ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রানের বিনিময়ে তুলে নেন ৪ উইকেট। চলতি টুর্নামেন্টে ৪ ম্যাচ খেলে ৯ উইকেট সংগ্রহের ফলে সর্বোচ্চ উইকেট দখলাকারির তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন গুজরাতের পেসার। সিরাজের পাশাপাশি ছন্দে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড় ওয়াশিংটন সুন্দরও। আইপিএলে প্রথম হাফ সেঞ্চুরি পাননি ঠিকই, মাত্র এক রান আগেই থমকে যেতে হয়েছে, তবু তাঁর পারফরম্যান্সকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অধিনায়ক শুভমান। বলেছেন, ''মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল ওয়াশিংটন। গোটা ম্যাচেই প্যাড পায়ে বসেছিল। কিন্তু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার রুলের জন্য কখনও কখনও অতিরিক্ত বোলার খেলানোর সুযোগ তৈরি হয়। ফলে ওয়াশিংটন মাঠে নামতে পারেনি।''

জামশেদপুরকে উড়িয়ে আইএসএল ফাইনালে মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ 'প্রতিশোধের ম্যাচ'- অনেকটা এরকম ভাবেই আখ্যা দেওয়া হচ্ছিল আইএসএল সেমিফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে জামশেদপুরের দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচকে। যে দল লিগ পর্যায়ে শীর্ষে ছিল, তারা আচমকাই প্রথম লেগে হেরে যায় জামশেদপুরে। লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের

আত্মাভিমানে ঘা লাগতেই পারে! আর লড়াইটা তো শুধু মাঠে নয়, 'প্রতিশোধের' আগুন ছিল মাঠের বাইরেও। জেমি-দিমিরা কথা দিয়েছিলেন, তাঁরা 'বদলা' নেবেন। কথা রাখলেন তাঁরা। কামিংস গোল করলেন পেনাল্টি থেকে। আর শেষ মুহূর্তে গোলার মতো শটে মোহনবাগানকে ফাইনালে তুললেন আপুইয়া। যুবভারতীতে ২-০ গোলে জামশেদপুরকে উড়িয়ে ফের আইএসএলের ফাইনালে মোহনবাগান। এদিন ঝড়ের বেগে শুরু করেছিল মোহনবাগান। অনিরুদ্ধ থাপার সঙ্গে মাঝমাঝে ছিলেন চোট সারিয়ে ফেরা আপুইয়া। আক্রমণভাগে ম্যাকলারেনের পিছনে ছিলেন কামিংস। দুদিকে আশিক কুরুনিয়ান ও লিস্টন কোলাসো। শুরু থেকে শুধুই আক্রমণ, আক্রমণ ও আক্রমণ। কোনও রকমে রক্ষণভাগ সামলাচ্ছিলেন জামশেদপুরের প্রণয় হালদাররা। কার্ডের জন্য স্টিফেন এজে, আশুতোষ মেহতারা ছিলেন না। সেখানে প্রথমার্ধে সবুজ-মেরুন ঝড়ের সামনে পাস মার্ক পেল জামশেদপুরের রক্ষণভাগ। প্রথমার্ধে এত আক্রমণ আইএসএলের আর কোনও দল কি করতে পেরেছে? নাকি এত ক্রস কোনও ম্যাচ তুলতে পেরেছে? শুরু করা যাক, ২ মিনিটে লিস্টনের ফ্রি-কিক থেকে। থাপার একটি দূরপাল্লার শট সেভ করেন আলবিনো গোমস। আশিস রাইয়ের শটও কোনও রকমে বাঁচান জামশেদপুরের গোলকিপার। কামিংস বল উড়িয়ে দিলেন বারের উপর দিয়ে। আবার গোললাইন থেকেও বল ক্লিয়ার করেন সৌরভ দাস। তবে প্রথমার্ধের সবচেয়ে সহজ সুযোগটি মিস করলেন কামিংস। সবই হল, শুধু প্রথমার্ধে গোলটিই হল না। জামশেদপুরও যে আক্রমণে ওঠেনি তা নয়। জর্ডান মারে একা লড়াই করে গেলেন মোহনবাগানের অর্ধে। তাঁর একটি শটও বাঁচান বিশাল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আক্রমণ শানায় জামশেদপুর। আচমকাই দূরপাল্লার শট মারেন জাভি। তার একটু পরেই ফের গোলের সহজ সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। কামিংস, লিস্টন, জেমিরা শুধু জালে বল জড়ানো ছাড়া আর সবই করলেন। অবশেষে 'ডেড লক' ভাঙল ৫১ মিনিটে। কামিংসের কর্নার হাতে লাগে প্রণয়ের। পেনাল্টি নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না রেফারি তেজস নাগভেঙ্করের। আর পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করলেন না কামিংস। ষাট হাজারের তখন বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে। 'রক্তের স্বাদ' পেয়েছে মোহনবাগানের ফুটবলাররাও। একটু পরেই আশিসের ক্রস কোনও মতে ক্লিয়ার করেন। ম্যাকলারেনের হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। মাঝে অবশ্য আক্রমণের ঝাঁজ কিছুটা কমে। বাধ্য হয়ে আশিকের জায়গায় মনবীরকে নামান মোলিনা। এদিকে একের পর এক সুযোগ মিস করা কামিংসের জায়গায় এলেন বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ সৈনিক দিমি পেত্রাতোস। তাতেও গোল আসছিল না। আর শেষবেলায় আপুইয়ার গোলাসো। ২-০ গোলে জিতল মোহনবাগান। সব মিলিয়ে ফলাফল ৩-২।

ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে তরুণ তুর্কি ব্রুক

লন্ডন, ৭ এপ্রিলঃ জস বাটলারের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভরাডুবি হয়েছিল ইংল্যান্ডের। বলা চলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে 'শূন্য' হাতে বিদায়ের পরই অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন বাটলার। তাঁর জায়গায় ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন হ্যারি ব্রুক। ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে ব্রুকের নাম। তবে টেস্ট দলের নেতৃত্বে রয়েছেন বেন স্টোকস। টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস সমস্ত ফরম্যাটের অধিনায়ক হতে পারেন বলে জল্পনা ছিল। ইসিবি'র ক্রিকেট ডিরেক্টর রব কি এমনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে হ্যারি ব্রুকের নাম। গত বছর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে প্রথমবারের মতো নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্রুক। দু'টি ম্যাচ জিতলেও তিন ম্যাচে হার স্বীকার করেছিলেন। সেই তিনি এখন স্থায়ীভাবে সাদা বলের ফর্ম্যাটে ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে। ২০২৬ সালে রয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০২৭-এ ওডিআই বিশ্বকাপ। মনে করা হচ্ছে, আইসিসি'র এই দুই মেগা আসরে থ্রি লায়ন্সের নেতৃত্বে তাঁকেই দেখা যাবে। ২৬ ওয়ানডে-তে ২৬ বছর বয়সি এই ক্রিকেটারের রান ৮১০। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী ইংল্যান্ড দলের সদস্য ছিলেন তিনি। ৪৪ টি-টোয়েন্টিতে তাঁর রান ৭৯৮।

'কোচ' আশিস নেহেরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সৌরভ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

একদিকে রাহুল দ্রাবিড়, অন্যদিকে রিকি পন্টিং। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অনেকেই চলতি আইপিএলে কোচ বা মেন্টরের দায়িত্ব পালন করছেন। দ্রাবিড় রয়েছেন রাজস্থান শিবিরে, পন্টিং পাঞ্জাব ক্যাম্পে। যদিও তাঁদের কেউ নন, সৌরভ গাঙ্গুলি কুর্নিশ জানালেন আশিস নেহেরাকে। একদা সতীর্থকে প্রশংসা জানানোর পাশাপাশি গুজরাত টাইটানসকেও তাদের দল পরিচালনার জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন সৌরভ। প্রসঙ্গত, চলতি আইপিএলের প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে পরাজিত হয় গুজরাত। তারপর তিনটি ম্যাচ টানা জিতেছে তারা। গতকালও হায়দরাবাদকে পরাস্ত করেছেন শুভমানরা। লিগ টেবিলে এই মুহূর্তে দু'নম্বরে রয়েছে গুজরাত। ২০২২ সালের আইপিএল জেতা মরশুমের স্মৃতি কি আরেকবার ফিরে আসবে? গুজরাত সমর্থকেরা আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন। যাকে আরও উস্কে দিয়েছেন সৌরভ। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক এক্স-হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আইপিএলের প্রথম সিজন থেকেই গুজরাত যেভাবে কাজ করেছে, দেখে ভাল লাগছে। দলের বিন্যাস ও এবং পরিকল্পনায় ওরা যথেষ্ট মাথা খাটায়। আশিস নেহেরা হেড কোচ হিসেবে তাঁর দক্ষতা দেখিয়েছেন। দুর্দান্ত গেম সেন্স!' সৌরভের নেতৃত্বেই জাতীয়

দলে একসময় খেলেছেন নেহেরা। আর তাঁর ছত্রছায়াতেই মাঠে নেমে ফুল ফোটাচ্ছেন কাগিসো রাবাদা থেকে মহম্মদ সিরাজ। ইশান্ত শর্মা থেকে রাশিদ খান। যে কারণে গতকালের লড়াই জেতার পর অধিনায়ক শুভমান গিল পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, ''বোলাররাই খেলা বদলায়, ওরাই গেম-চেঞ্জার, বিশেষত এই ফরম্যাটের ক্রিকেটে। অনেকেই টি-২০-কে ব্যাটিং আর হিটিংয়ের খেলা বলে মনে করে। কিন্তু আসলে ম্যাচ জেতায় বোলাররাই। এই কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা তাদের বিশেষ গুরুত্ব দেয়।'' উল্লেখ্য, গতকাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৪৩ বলে ৬১ রান করেন শুভমান। দল ম্যাচ জেতে ৭ উইকেটে। বল হাতে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন মহম্মদ সিরাজ। ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রানের বিনিময়ে তুলে নেন ৪ উইকেট। চলতি টুর্নামেন্টে ৪ ম্যাচ খেলে ৯ উইকেট সংগ্রহের ফলে সর্বোচ্চ উইকেট দখলাকারির তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন গুজরাতের পেসার। সিরাজের পাশাপাশি ছন্দে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড় ওয়াশিংটন সুন্দরও।

অবসর-বিতর্কের মধ্যেও মাহিকে কুর্নিশ চাহালের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

'ইধার ডাল', 'সিধা ডাল', 'অফ স্ট্যাপ পে রাখনা'। স্ট্যাম্প মাইকে ভেসে আসা মহেন্দ্র সিং ধোনির নির্দেশগুলি এতদিনে সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে ভাইরাল। শুধুই কাঠখোট্টা বুলি নয়, কখনও-সখনও বোলারদের উদ্দেশে মৃদু ধমক-ধামকও ভাসিয়ে দিয়েছেন মাহি। যার সাক্ষী থেকেছেন যুজবেন্দ্র চাহাল। এখন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে প্রশংসা জানালেন চাহাল। জানালেন, বোলার হিসেবে ধোনির মনের তলের সন্ধান পাওয়া বেশ মুশকিল। তিনি নিজে ২ থেকে ৩ শতাংশ খোঁজ পেয়েছেন মাত্র। বলেছেন, ''মাহি ভাই আমায় বহু বছর ধরে বল করতে দেখছেন। উনি জানেন, আমি কোথায় কীভাবে ডেলিভারি করব। কিন্তু আমি নিজে ধোনি কী চিন্তা করছেন, তার মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশই বুঝতে পারি। তবে উনি

খেলা স্পিনার আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। দেশের জার্সিতে ধোনির সতীর্থ হলেও আইপিএলের ময়দানে এমএসডির বিপক্ষেই ময়দানে নেমেছেন চাহাল। এবারও তার অন্যথা হবে না। আগামীকালই সামনে সিএসকে। পাঞ্জাবের হয়ে বল হাতে দেখা যাবে বছর চৌত্রিশের স্পিনারকে। এবার অবশ্য উইকেটের পেছনে দস্তানা হাতে নয়, বাইশ গজে উলটো দিকে ব্যাট হাতে প্রতিপক্ষ হতে চলেছেন ধোনি। যদিও সম্মুখ-সমরে নামার আগে কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে খেলবেন, তার একটা আন্দাজ রয়েছে। ১ থেকে ১০ ওভারের মধ্যে ধোনি ব্যাট করতে এলেন মানে আক্রমণাত্মক খেলবেন। পরে নামার অর্থ এর চাইতে আলাদা। সেই বুঝে আমরা পরিকল্পনা নিই। ধোনিকে কখনওই সহজ বল দেওয়া যায় না। তাহলে ছক্কা নিশ্চিত।'' প্রসঙ্গত, আইপিএলে সাকুল্যে ১৬৩টি ম্যাচে নেমেছেন চাহাল। খেলেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, রাজস্থান রয়্যালসের মতো দলের হয়ে। এখন তিনি পাঞ্জাব শিবিরে।

মেসি না রোনাল্ডো? কার ভক্ত, ফাঁস করলেন ঋষভ পন্থ!

লখনউ, ৭ এপ্রিলঃ সারা বিশ্বে মেসি ও রোনাল্ডোর ভক্তের সংখ্যা কম নয়। আবার এই দু'জনকে নিয়ে তর্ক কম নেই। কে বড় মেসি না রোনাল্ডো, তা নিয়ে নিয়মিত তরজা চলে। ক্রিকেটার পন্থের জীবনেও মেসি ও রোনাল্ডোর ভূমিকা রয়েছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। কার ভক্ত তিনি, তাও ঘোষণা করেছেন। আবার এমন মঞ্চে, যেখানে তাঁর পাশে একঝাঁক ফুটবলার। কেকেআরের বিরুদ্ধে কাল ইডেনে ম্যাচ লখনউ সুপার জায়ান্টসের। লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক আবার কলকাতার লোক। সেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ক্রিকেটের পাশাপাশি মোহনবাগান টিমের ইনভেস্টরও। শহরে এক অনুষ্ঠানে মোহনবাগান ফুটবলারদের সঙ্গে হাজির ছিলেন পন্থও। সেখানেই জানিয়ে দিলেন তিনি কার ভক্ত। শহরের এক অনুষ্ঠানে এসে ঋষভ খোলামেলা প্রশ্নের উত্তর দিলেন নিজের জীবন সম্পর্কে। মেসি না রোনাল্ডো? কাকে বেশি পছন্দ পন্থের? তিনি বলেছেন, ''আমি মেসিকে পছন্দ করি। তবে আমার মনে হয় রোনাল্ডোর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।'' পন্থের জীবনে বছর তিনেক আগেই ঘটে গিয়েছিল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। যা নাড়া দিয়ে গিয়েছিল গোটা ক্রিকেট জগৎকে। এমনকি তাঁর ভক্তরাও

প্রবল আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর ক্রিকেট জীবন নিয়ে। সেই প্রসঙ্গে পন্থ বলেছেন, ''ছোট থেকে আমি নিজের সব কাজ নিজেই করে এসেছি। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের পর নড়তেই পারতাম না। সেই সময়টার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া খুব কঠিন ছিল। কারণ, সব কিছুতেই অন্যের সাহায্য নিতে হত। তবে আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম, এই সময়টা লম্বা হবে। আমি ধৈর্য হারালে চলবে না।'' পন্থ শুধু ভালো ক্রিকেটারই নন, অন্যান্য খেলাধুলাতেও পারদর্শী। তিনি বলেছেন, ''ক্রিকেটার যদি না হতাম, টেনিস প্লেয়ার হতাম। খেলাটা খেলতে আমার বেশ ভালো লাগে। তবে এখনও খুব একটা ভালো খেলতে পারি না। তবে জানি, প্র্যাক্টিস করলে ঠিক উন্নতি করব।''

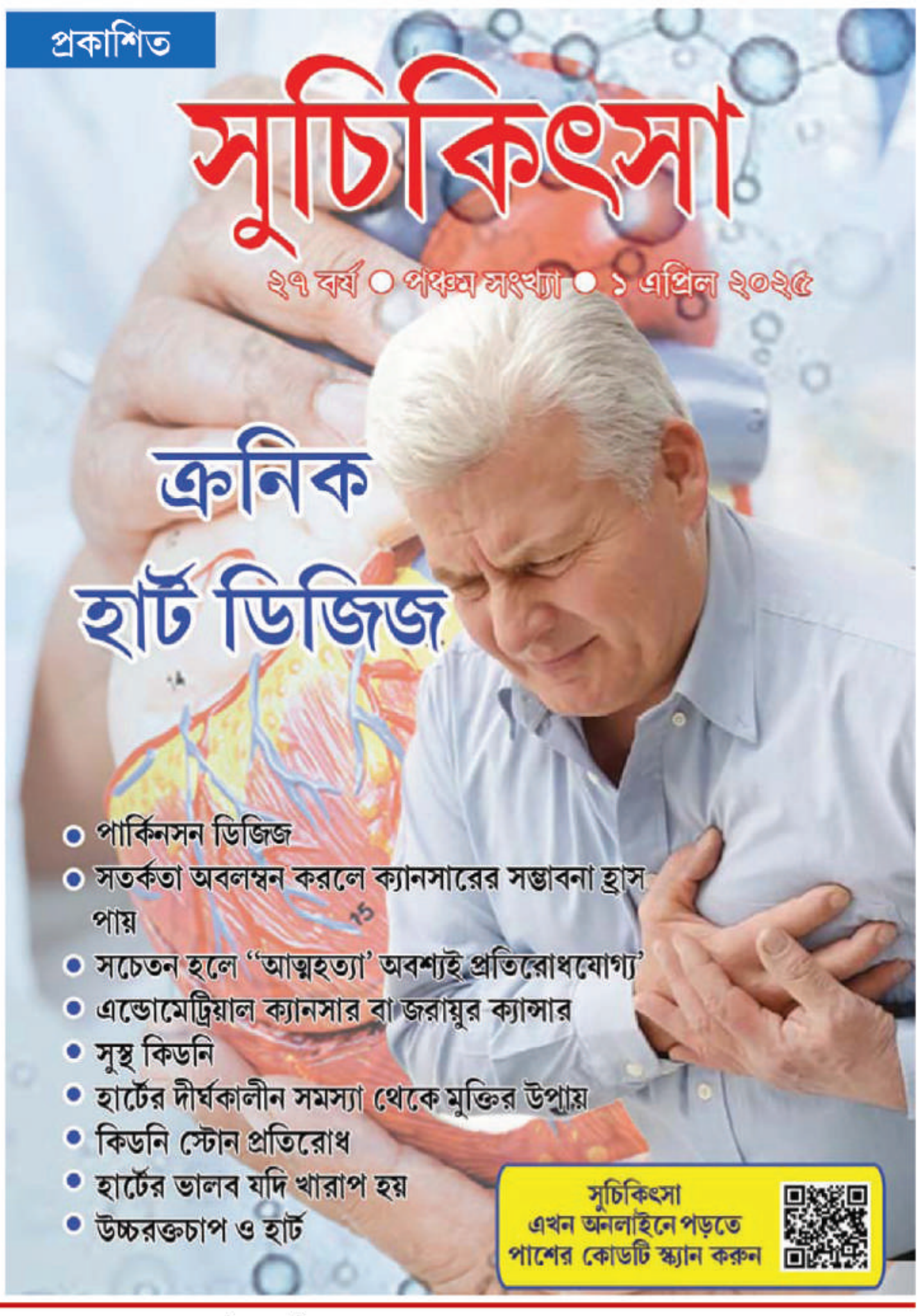

মেসি খেললেন, গোল করলেন, দলকে পয়েন্ট এনে দিলেন

৪০ মিনিটের মধ্যে দুই দফায় জালে বল পাঠাল ইন্টার মায়ামি। গোলের উদযাপনও হয়ে গেল খানিকটা। কিন্তু গোল হলো না কোনোটিই। উল্টো আগে গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ল তারাই। ত্রাণকর্তা হয়ে এলেন লিওনেল মেসি। দারুণ গোলে সমতায় ফেরালেন দলকে। তবে একের পর এক সুযোগ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত জিততে পারল না তারা।

ফ্লোরিডা, ৭ এপ্রিলঃ মেজর লিগ সকারের ম্যাচে টরন্টো এফসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামির লড়াই শেষ হয় ১-১ গোলে। এই ড্রয়ে শীর্ষস্থান থেকে এক ধাপ নেমে গেছে মায়ামি, ম্যাচ যদিও একটি কম খেলেছে তারা। তবে এই ফলাফল তাদের জন্যই বেশি হতাশার। অনেক দিন পর প্রথম পছন্দের পুরো দলকে একসঙ্গে শুরুর একাদশে নামাতে পেরেছিলেন কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো। গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার ফেরেন চোট কাটিয়ে। সঙ্গে মেসি, জর্দি আলবা, সের্হিও বুসকেতস, লুইস সুয়ারেজরা সবাই ছিলেন। ঘরের মাঠে এমন দল নিয়েও তারা জিততে পারেনি পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা টরেন্টোর সঙ্গে। ম্যাচের শুরু থেকেই বেশ আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে খেলা। চতুর্থ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে আলবার দুর্দান্ত ভলি ঠেকিয়ে দেন টরেন্টোর গোলকিপার। ষষ্ঠদশ মিনিটে টরন্টোর ফরোয়ার্ড থিও কর্বেনুর শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। দুই মিনিট পরই ফেদেরিকো বের্নারদেস্কির দারুণ পাস থেকে লরেন্সো ইনসিনিয়ের শট কোনোরকমে ঠেকান মায়ামির গোলকিপার ক্যালেন্ডার। তবে বল তখনও বিপদমুক্ত হয়নি। বের্নারদেস্কির শট ফিরে আসে মায়ামির একজনের পায়ে লেগে। ফিরতি বলে কর্বেনুর শট আবার ফিরে আগে পোস্টে লেগে। ২৪তম মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে একজনকে দারুণভাবে কাটিয়ে বিপজ্জনকভাবে বক্সে ঢুকে পড়েন মেসি। কিন্তু কাছ থেকে নেওয়া তার শট কোনোরকমে ঠেকিয়ে দেন টরন্টোর গোলকিপার। ২৯তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে তেলাস্কোর সেগোভিয়ার মাপা গড়ানো শট আশ্রয় নেয় জালে। কিন্তু সুয়ারেজ অফ সাইডে থাকায় গোল পায়নি মায়ামি। মিনিট দশেক পর দারুণভাবে শরীর ঘুরিয়ে সঙ্গে থাকা

ডিফেন্ডারকে ছিটকে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে বল জালে পাঠিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠেন মেসি। কিন্তু ভিএআর পরীক্ষায় দেখা যায়, আক্রমণের শুরুতে ফাউল করেছিলেন মেসিই। ৪৪তম মিনিটে মেসির ফ্রি-কিক অল্পের জন্য ওপর দিয়ে চলে যায়। ৪৫ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে টরন্টোকে এগিয়ে নেন বের্নারদেস্কি। ইনসিনিয়ের পাস বক্সের ভেতর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে মায়ামির দুই ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ দারুণভাবে কাটিয়ে আলতো টোকায় গোল করেন ইতালিয়ান উইঙ্গার। এবারের লিগে সাত ম্যাচে মাত্র দ্বিতীয়বার আগে গোল করতে পারল টরন্টো। মায়ামি ম্যাচে ফিরতে সময় নেননি খুব একটা। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে বক্সের ঠিক মাথায় সেগোভিয়ার পাস ডান পায়ে ঠেকিয়ে বাঁ পায়ের ভলিতে মেসি সমতায় ফেরান দলকে। বলের নাগাল পাননি টরন্টোর গোলকিপার। লিগের চলতি মরসুমে মেসির তৃতীয় গোল এটি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে গোল হলো ছয়টি। মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর তার মোট গোল হলো ৪০টি। গোলের রেকর্ড তিনি গড়েছেন আগেই। এখন শুধু নিজের অর্জনই সমৃদ্ধ করছেন আরও। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অল্পের জন্য আবার গোল পাননি বের্নারদেস্কি। ৫৩তম মিনিটে ফাঁকা পোস্টে বল জালে পাঠাতে পারেননি সুয়ারেজ। এরপরও কিছু সুযোগ আদায় করে দুই দল, মায়ামিই ছিল সেখানে এগিয়ে। কিন্তু ম্যাচে কেউ কাউকে ছাড়াতে পারেনি। ম্যাচের ৬৭ শতাংশ সময় বল ছিল মায়ামির নিয়ন্ত্রণে। গোলে ২৩টি শট নেয় তার, এর ৯টি ছিল লক্ষ্যে। কিন্তু ওই একটির বেশি গোল আর করতে পারেনি। ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে এখন দুই নম্বরে মেসিরা। ৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কলম্বাস ক্রু। ৭ ম্যাচে কোনো জয় নেই টরন্টোর। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তলানি থেকে দুইয়ে আছে তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com